ইউরোপকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন উরসুলা পৃষ্ঠা ২২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 20 March 2025, 8th Year, Issue 418, 40 Pages

এডমন্টনে কিড রানওয়ে শোতে বাংলাদেশের আরিশা পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ ২০২৫, ৬ চৈত্র ১৪৩১, ২০ রমজান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১৮, পৃষ্ঠা ৪০

মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্থির হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের!

বিশেষ প্রতিনিধি

ট্রাম্পের হাতে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত দেশগুলোর অঘোষিত নেতা হয়ে উঠেছিল। টানা আধিপত্য বহাল রাখতে আগ্রাসী ভূমিকায় ছিল আমেরিকা। বিশ্বের অঘোষিত মোড়ল হয়ে উঠা দেশটি খবরদারি করতে গিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাপের ৯ বাড়ি-ফ্ল্যাট, শত কোটির সম্পদ

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মাদারীপুর -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহান গোলাপের যুক্তরাষ্ট্রে ৯ টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট থাকার তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) । অনিয়ম

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

পিপিএলে সেবা গ্রহীতারা হারাতে পারেন মেডিকেইড

নিউইয়র্ক

পিপিএলের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের বিমা করা হবে। যা শুধু ১০টি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে সিডিপেপ (কনজিউমার ডিরেক্টেড পারসোনাল অ্যাসিস্টেন্স

(প্রোগ্রাম) নিয়ে নতুন পরিকল্পনাটি কার্যকর হলে হোমকেয়ার সেবা দাতাদের স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা হাতছাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

কেনাকাটা ঈদ সামনে রেখে কাপড় ও কসমেটিকসের দোকানগুলোয় কেনাকাটায় ভিড়। জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিটের লিপি ফ্যাশনে। ছবি : আরিফুর রহমান

মৃত্যুকূপে রক্তের নহর, গাজায় নিহত ৫০০ ছাড়াল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় টানা হামলা চালিয়েই যাচ্ছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ। থামার কোনো লক্ষণই নেই। স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নতুন এই হামলায় ৫২১ জন নিহত হয়েছে। যার মধ্যে ২০০ শিশু রয়েছে। আহতের সংখ্যা হাজার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

‘উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিলে গণতন্ত্রের কবর রচিত হবে’

ঢাকা অফিস

দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চরিত্র সমুন্নত রাখতে চরমপন্থা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী অপশক্তিকে প্রতিহত করার তাগিদ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান । অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ধর্মীয় উগ্রবাদীদের অপতৎপরতা এবং

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নবম বর্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

এক নি:স্বার্থ ভালোবাসার গল্প

ইব্রাহীম চৌধুরী

নবম বর্ষে পদার্পণ করলো প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। একটি সংবাদমাধ্যমের জন্য সময়টা খুব কম নয়, আবার খুব বেশি বলাও যায় না। তবে এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের গল্প এক অপার ভালোবাসার। ভাষার প্রতি ভালোবাসা, প্রবাসীদের প্রতি ভালোবাসা, সংবাদ ও সত্যের প্রতি ভালোবাসা—এ ভালোবাসার শক্তিতেই আজকের এই পথচলা।

প্রথম আলো যখন উত্তর আমেরিকায় তার যাত্রা শুরু করে, তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল একটি শক্তিশালী সেতু গড়ে তোলা—যে সেতুর এক প্রান্তে থাকবে মাতৃভূমি, আর অন্য প্রান্তে প্রবাসের বিস্তীর্ণ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়েছে। একদল নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক, লেখক, এবং সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতি সপ্তাহে একটি ঝকঝকে পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সাথে আমাদের প্রকাশনা বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরও পাঁচ বছর চলে গেছে। আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়নি। বিনয় ও ভালোবাসা ছড়িয়ে আমরা কঠিনকে জয় করতে চেয়েছি। শেষ বিবেচনায়, আমরা তা পেরেছিও।

আজকের এই সময়ে সংবাদপত্রের জন্য নানা চ্যালেঞ্জ। তবু, আমরা টিকে আছি, সামনে এগিয়ে যাচ্ছি—কারণ আমাদের পাশে আছেন পাঠক, আমাদের পাশে আছেন কমিউনিটির মানুষজন। আমাদের পাঠকের ভালোবাসা, বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা, লেখকদের প্রাণবন্ত লেখা—সব মিলিয়ে এ এক বৃহত্তর পরিবারের গল্প।

বিশ্ব ব্যবস্থা, সমাজ ও রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে, যা আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এ পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করে, বাস্তবতাকে অনুধাবন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

Taxes, Immigration, Bookkeeping & more
All Under One Roof!
Dynamic Tax & Accounting
(646) 295-3811
www.dynamicsrv.com
Abdul Wahab Chowdhury
Co-Founder / Managing Partner
আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO
সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভাতা বহন করবে
আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন
আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি
Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com
Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com
Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER
Our Other Services:
• PHOTOCOPY • FLYER
• E-MAIL PRINT • A-SIGN
• BANNER • CARGO
• MONEY TRANSFER • FEDEX/UPS
• BUSINESS CARDS • CELL PHONE
• CUSTOM T-SHIRT • MUG PRINTING
Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy

SECURITY GUARD & OSHA TRAINING

সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং

Get Your License Today!

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) নিউইয়র্কের সানাই রেস্টুরেন্টে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্লাব কর্মকর্তা, সদস্যরা ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীসহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি সভাপতিত্ব করেন ও সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার পরিচালনা করেন। রমজান মাসের বরকত ও শান্তি কামনা করে ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ওয়ালিউর রহমান।

ক্লাব সভাপতি শওকত ওসমান রচি তাঁর বক্তব্যে রমজানের পবিত্রতা ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ পবিত্র মাস আমাদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করবে। এ ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সাথে ক্লাব কর্মকর্তা ও সদস্যদের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনে সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে এখানে একটি সুন্দর সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, সহ-সভাপতি মনজুরুল হক, সহ-সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ মল্লিকা খান, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমেদ, সদস্য এনাম চৌধুরী, সীমা সুস্মিতা, পাপিয়া বেগম, খোরশেদ রিংকু, রিশিতা জাহান, তাপস সাহা, দীপক কুমার আচার্য, উত্তম সাহা উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী এবং মিডিয়া কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি রকি আলিয়ান, সেক্রেটারি জে এফ এম রাসেল, সাংবাদিক ও সার্টিফাইড প্যারালিগ্যাল শামীম শাহেদ, রিয়েল স্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহুদু, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলসের মালিক নজরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী মাসুদ রানা তপন, এস এম পিন্টু, সন্ধান পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবন সরকার ও মিডিয়াকর্মী মোহাম্মদ হোসাইন দীপুসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, সম্পাদক ও স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ইফতার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

INTERLINKED360

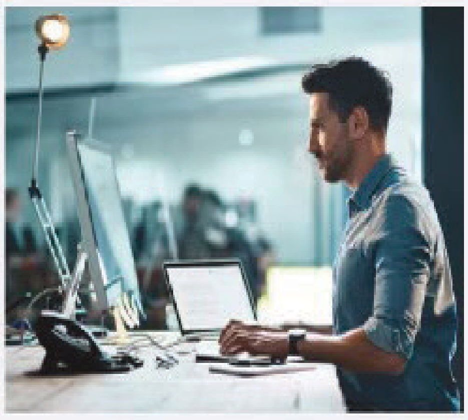

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end fillings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ENROLLED AGENT
Member of AICPA

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সম্পাদকীয়

ঈদুল ফিতরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে "-

ঈদের দিন মানে সব বৈষম্য বা ভেদাভেদ ভুলে মানবতার জয়গান গাওয়ার দিন। ঈদ ধর্মীয় উৎসব হলেও শত শত বছরের ইতিহাস নিয়ে জড়িয়ে গেছে বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে। যেখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করে।

ঈদ একটি উৎসব। একটি ইবাদত। একটি পবিত্র খুশির দিন। সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। মুসলমানদের হৃদয়ের আনন্দ। হৃদ মাঝে বয়ে যায় ঈদ বসন্তের হিমেল হাওয়া। আনন্দে মেতে ওঠে নগর থেকে শহর। গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল। ঈদ উৎসবের মাঝে নেই কোন ভেদাভেদ। আমরা সবাই সমান। ধনী-গরীব, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর সবাই মোরা ভাই ভাই। আনন্দ অধিকারে সকলেই এক। এই আনন্দ হবে নিজের মনের হিংসা, ঘৃণা, লোভ, অহংকার, অহমিকা, আত্মম্ভরি, আত্মশ্লাঘা, রাগ-ক্রোধ, বিদ্বেষসহ যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার। এই উৎসব হবে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ঐক্য, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির।

ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদ মানেই হাতে হাত রেখে মুসাফাহা। এই আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ত্যাগ মহিমার শিক্ষা। ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার মনোবল। শ্রেণিবৈষম্যের মূলোৎপাটন। বুকে বুক রেখে কোলাকুলি।

পর্যায়ক্রমে এ আনন্দ সংক্রমিত হতে থাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে। সদ্যঃপ্রসূত শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ-বৃদ্ধ-বনিতা পর্যন্ত । হতদরিদ্র, এতিম, দুস্থ, নিঃস্ব ও শত শত ছিন্নমূল মানুষের মুখেও হাসি ফোটে কিছু ঈদ সামগ্রী পেয়ে। তাই মুসলমানরা গরীব আত্মীয় স্বজনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ান। খবর নেন নিজের পরিবারের পাশাপাশি তাদেরও । কেনাকাটা করেন ঈদের নতুন পোশাক। বছরজুড়ে খোঁজ না নিলেও ঈদের সময় বাদ পড়ে না। ছুটে যান শহর ছেড়ে গ্রামে। ভুলে যান সকল মান-অভিমান, ঝগড়া বিবাদ হিংসা-বিদ্বেষের কথা। একসাথে পায়ে হেঁটে যান ঈদগাহে। বসে যান সারিবদ্ধ জায়নামাজে। সেজদারত হয় সৃষ্টিকর্তা মহান রবের তরে। সাম্য ও সম্প্রীতির কি এক অপূর্ব দৃশ্য। ঐক্যের অটুট বন্ধন। এভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেণির মানুষ এ উৎসবে মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। প্রাণে প্রাণে বহে খুশির জোয়ার।

আমরা অনেকেই সমাজ বিনির্মানের কথা বলি, দিন বদলের কথা বলি। কিন্তু দিন বদলের জন্য সবার আগে যেটি প্রয়োজন, আর সেটিই যদি আমরা ভুলে যাই। তাহলে তো ফলাফল শূন্য। পবিত্র মাহে রমজান এই দিল বদলের শিক্ষাই দিয়েছে। আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, আমরা কি পেরেছি হিংসা-বিদ্বেষ আর রাগ ক্রোধ ঝেড়ে ফেলতে। পাপ-পঙ্কিলতা মুছে ফেলতে। পেরেছি কি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করতে। সবার মাঝে ঈদের অনাবিল আনন্দ-উল্লাস ছড়িয়ে দিতে। এখন বাঙালি মুসলমানের ঘরে-ঘরে জনে-জনে চলছে ঈদের আনন্দ বারতা। সৌহার্দের, ভ্রাতৃত্বের আর সম্প্রীতির এই আনন্দধারায় সবাইকে ঈদ মোবারক। মুসলমানের সবচেয়ে বড় এই আনন্দ-উৎসব সামাজিক সম্প্রীতি আর সাম্য-চেতনায় ভাস্বর। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই ঈদের আনন্দে শামিল হবে- এটাই এই ঈদের মর্মবাণী।

ঈদ আসে সুশৃঙ্খল আচার-আচরণের তীর ঘেঁষে। নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে। ঈদ আসে কৃচ্ছ্র ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে। তাকওয়ার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন জীবনে ফেরার অঙ্গীকার নিয়ে। অফুরন্ত কল্যাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। ঈদ আসে শত্রুতা ও বৈরিতার প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুতা ও মিত্রতার হাত বাড়িয়ে। মহামিলনের মহোৎসবে মনকে মাতিয়ে তুলতে। পরিশোধিত হৃদয়কে পরিতৃপ্তি করতে। ঈর্ষা, দ্বেষ, অনৈক্য-দূরত্ব ও বিভাজনের প্রাচীর ভাঙতে। অতএব আমরা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাম্য ও সম্প্রীতির সুদীর্ঘ আকাশচুম্বী প্রাচীর নির্মাণ করবো।

'আমির ফকির এক হয়ে যায় যে ঈদে
আয় না সবাই যাই ছুটে যাই সে ঈদে,
এমনি করে থাকি সবাই জীবনভর
যাই ভুলে যাই উঁচু-নিচু, আপন-পর।'

তাই ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে সকল বিভেদ-বৈষম্য, দুরত্ব ভুলে যদি একে অপরকে সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনে না বাঁধতে পারি, তবে ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাবে। রমজান যে চিত্তশুদ্ধির পথ বাতলে দিয়েছে তা গ্রহণ করে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সাম্য ও সংহতির সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের ঈদুল ফিতরের অঙ্গীকার। ঈদের আলোয় আলোকিত হোক সবার হৃদয়। ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল মানুষ। বিচ্ছুরিত হোক সাম্যের আলো।

নাগরিকত্বের ব্যবসা না, চোরের থলেদারি

ড. ইজাজ আহসান

পৃথিবীতে বহু রকমের পণ্য ও সেবার ব্যবসা প্রচলিত আছে। প্রতিদিন নিত্যনতুন পণ্য ও সেবা যোগ হচ্ছে এই তালিকায়। তবে একটা নতুন ব্যবসা স্থান পেতে চলেছে এই তালিকায়। সেটা হলো নাগরিকত্বের ব্যবসা। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার একটা ভিত্তি ছিল এখনো আছে। কোনো দেশে জন্ম নেওয়া শিশু সেই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশে এই নীতি এখনো চালু আছে। এ ছাড়া যারা দীর্ঘকাল ধারে সেই দেশে কাজ করছে, তাদেরও নাগরিকত্ব দেওয়া হয় অথবা যাদেরকে বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সেই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীকালে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।

কিছু দিন আগে মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম বলে বিদেশি নাগরিকদের জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মালয়েশিয়ার ব্যাংকে জমা রাখলে তাকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আর ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ অবারিত করা হবে। তাই এই পদ্ধতি যে একেবারে পুরোনো, তা না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনলে তার বিপরীতে তাদের সেখানে দীর্ঘ মেয়াদে থাকা ও কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। এটা ঠিক সরাসরি নাগরিকত্ব না হলেও নাগরিকত্বের অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

কিন্তু সম্প্রতি যে বিষয়টা আলোচনায় স্থান পেয়েছে, তা হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাগরিকত্ব বিষয়ে খোলাখুলি প্রস্তাব। প্রস্তাবটা হলো, কেউ পাঁচ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১.৫ কোটি টাকা) দিয়ে গোল্ডেন কার্ড কিনলে সহজেই আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবে। এর আগে ইবি ৫ ভিসা প্রোগ্রামের অধীনে গ্রিনকার্ড দেওয়া হতো মূলত বিনিয়োগকারীদের, যারা এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ ডলারের কিছু বেশি বিনিয়োগ করলে (বা ৮ লাখ ডলার নির্দিষ্ট চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), যা মার্কিন কোনো বাবসা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দশজনের পূর্ণকালীন চাকরি সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়া রক্তের সম্পর্কের লোকদের স্পন্সরের মাধ্যমে বসবাসের সুযোগ পাওয়া যায়। অথবা বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন লোক, যিনি দক্ষতার কারণে নিয়োগ পেয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আগে অনেক কম অর্থ নিয়ে গ্রিনকার্ড দেওয়া হতো। যুক্তিটা হলো, গ্রিনকার্ডের মূল্য নাকি অনেক কম ধরা হয়েছিল। আর গ্রিনকার্ড নিয়ে নাকি চলেছে বেশুমার ছলচাতুরি। খুব সহজেই মিলে যেত গ্রিনকার্ড এবং তারপর সহজেই মিলত সেই বহু কাঙ্ক্ষিত মার্কিন নাগরিকত্ব, সুতরাং যুক্তিটা বেশ জোরালো। এভাবে বহু লোক সস্তায় গ্রিনকার্ড পেয়ে যাচ্ছে। মার্কিন কোষাগারে তেমন কোনো অর্থ জমা পড়ছে না। তাছাড়া গোল্ডকার্ডধারীরা নাকি সহজেই যে কাউকে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে পারবে, যা আগে ছিল সময়সাপেক্ষ আর নিয়োগকর্তাকে পোহাতে হতো নানা দাপ্তরিক জটিলতা। এসব জটিলতায় অনেক মেধাবী ছাত্র নাকি কাজ না পেয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত।

গ্রিনকার্ড প্রাপ্তিটাও ছিল সবার জন্য খুবই জটিল একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু এখন গোল্ডকার্ডধারী নিয়োগকর্তারা খুব সহজেই যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারবে। প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকা ধনিক শ্রেণির মানুষদের আমেরিকার দিকে আকৃষ্ট করা। এ ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার থাকবে না। শুধু ৫০ লাখ ডলার হলেই মিলবে মার্কিন নাগরিকত্ব। এমনকি রাশিয়ার ধনকুবেরাও যদি চায় তবে অনায়াসে আমেরিকার নাগরিকত্ব নিতে পারবে। শুধু তাকে গুনতে হবে মাত্র ৫০ লাখ ডলার। মাত্র বললাম এ কারণে যে, বাংলাদেশের

> বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে দেশের মানুষ এখন ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে। এই লোকদের দরকার এই ধরনের একটা ব্যবস্থা, যেটা তাদের চোরাই অর্থের পূর্ণ নিরাপত্তা দিবে। সোনার বাংলায় যেটা বলে চোরের দল। সেই থলেদারের ভূমিকা পালন করবে যুক্তরাষ্ট্র, এই গোল্ডকার্ডের মাধ্যমে।

মতো দেশেও এটা খুব বড় কোনো অঙ্ক না এখন। এক সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন তাঁর অফিসের পিয়নের নাকি চার শ কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। তাহলে আর বলার অপেক্ষা রাখে না অন্যদের কার কী আছে। এই পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই ট্রাম্প ও তাঁর সাঙাত ইলন মাস্কের কাছে আছে। এখানে শুধু বাংলাদেশের কথা বললাম। এর বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় এ রকম অনেক বাংলাদেশ আছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালেও এদের অস্তিত্ব খুব কম না। ভারত একবার এই কালো টাকার মালিকদের শায়েস্তা করার জন্য হাজার টাকার নোট নিষিদ্ধ করে। ফলাফল কী হয়েছিল জানি না। তবে তাদের অস্তিত্ব বিপুল মাত্রায় ছিল বলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যা হোক আমেরিকার ব্যবসায়ী প্রেসিডেন্টকে সাধুবাদ জানাতে হয় যে, তিনি ব্যবসার একটা ভালো ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। তাদের অনুমান, প্রায় ১০ লাখ লোক এই ডাকে সাড়া দেবে। এই দশ লাখ লোকের ৫০ লাখ করে অর্থ যোগ করলে তা ট্রিলিয়ন বা লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আমেরিকার অর্থনীতি স্ফীত হবে। বিপুল ঋণ পরিশোধের দায় মেটানো যাবে খুব সহজে।

এখন কথা হলো, কারা এই সুবিধা গ্রহণ করবে। লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের ধনীরা। দেশে দেশে এদের অভাব নেই। কিন্তু এই ধনীদেরই তো মার্কিন নাগরিকত্বের প্রয়োজন। যদি বলি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন অথবা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান অথবা মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর নাগরিকদের এবং যাদের প্রচুর বৈধ সম্পদ আছে দেশে–তাদের কি মার্কিন নাগরিকত্ব খুবই দরকার? উত্তর, না। দরকার মূলত তৃতীয় বিশ্বের চোর, ডাকাত, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের। কারণ তাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে দেশের মানুষ এখন ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে। এই লোকদের দরকার এই ধরনের একটা ব্যবস্থা, যেটা তাদের চোরাই অর্থের পূর্ণ নিরাপত্তা দিবে। সোনার বাংলায় যেটা বলে চোরের দল। সেই থলেদারের ভূমিকা পালন করবে যুক্তরাষ্ট্র, এই গোল্ডকার্ডের মাধ্যমে। আমেরিকা দেশটার উন্নতির মূলে ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিভাবান অভিবাসী মানুষ, যারা আমেরিকাকে তাদের দেশ করে নিয়েছেন। তাদের শ্রমে আর মেধায় উন্নতির চরম শিখরে উঠছে এই দেশ। এক সময় সুইস ব্যাংক বিশ্বের সব নামি-দামি চোর আর মাদক চোরাকারবারিদের অর্থের নিরাপদ ঠিকানা ছিল। এখানে রাখা অর্থের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা আর নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো, কিন্তু নাগরিকত্বের কোনো সুবিধা ছিল না। এখন এই গোল্ডকার্ড চোরাই অর্থ আর চোরের নিরাপত্তা–দুটিই নিশ্চিত করছে।

তবে এভাবে যদি আমেরিকার অর্থনীতি ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে, তাতে অন্য কার কী হলো বা কে কী বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমেরিকা যদি দলে দলে অভিবাসীদের ফেরত পাঠায়, তাহলে মেধাবীরা বুঝতে পারবে মার্কিন মুল্লুক আর এখন তাদের জন্য না। তবে নিশ্চিতভাবে তাদের ওপর অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। অন্যদিকে দশ লাখের মধ্যে যদি এক লাখ চোর-ডাকাতও ঢুকে পড়তে পরে, তবে তারা সেখানেও অপরাধের রাজ্য গড়ে তুলবে।

ফলে আমেরিকার মেধাবীদের দেশ থেকে ধীরে ধীরে চোরের রাজ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল গিল্ডেড এইজ নামে পরিচিত হয়েছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দুরাচার, বিশাল আয়বৈষম্য আর বিপুল অভিবাসীর আগমন। আমেরিকা সম্ভবত আবার সেই গিল্ডস এইজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সময়ই সবকিছু বলে দেবে। সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক আর বাণিজ্যিক চিন্তা সব সময় ভালো ফল দেয় না। বিশ্ব মোড়ল হিসেবে টিকে থাকতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও অনেক কিছু ভাবতে হবে।

লেখক: প্রবাসী শিক্ষক ও গবেষক

ভয়েস অব আমেরিকা কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

এম আর রহমান

১৯৪২ সালে নাৎসি প্রচারণার পাল্টা জবাব দিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি আন্তর্জাতিক রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচার মাধ্যমটি। সেই ভয়েস অব আমেরিকা এখন বন্ধ হওয়ার পথে! গত শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ভয়েস অব আমেরিকার ১ হাজার ৩০০-এর বেশি সাংবাদিক ও কর্মীকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে, যা সম্প্রচার মাধ্যমটির কার্যক্রমে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এ ছাড়া ভিওএ-এর মূল সংস্থা ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া (ইউএসএজিএম) রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টি এবং রেডিও ফ্রি এশিয়ার মতো অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের তহবিলও বাতিল করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫০টি ভাষায় সংবাদ ও তথ্য সম্প্রচার করেছে, যা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩৬ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছাত। এই সংবাদমাধ্যমটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থান প্রচার করার পাশাপাশি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংবাদ পরিবেশনের জন্যও পরিচিত ছিল।

১ হাজার ৩০০-এর বেশি কর্মীকে ছুটিতে পাঠিয়ে মূলত পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে ভিওএকে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আব্রামোভিৎজের কথায় সেই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'আমি গভীরভাবে দুঃখিত যে ৮৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ভয়েস অব আমেরিকাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমটির জন্য দূরদর্শী সংস্কার প্রয়োজন ছিল এবং আমরা সেই পথে কিছুটা এগিয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এই সিদ্ধান্ত ভয়েস অব আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে। আজকের বিশ্বে এই দায়িত্ব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যখন ইরান, চীন ও রাশিয়ার মতো প্রতিপক্ষরা যুক্তরাষ্ট্রকে হেয় করার জন্য শত শত কোটি ডলার ব্যয় করে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে।'

আব্রামোভিৎজ আরও বলেছেন, 'ভয়েস অব আমেরিকা বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে প্রচার করে, আমেরিকার কাহিনি তুলে ধরে এবং বিশেষ করে যারা স্বৈরাচারের শাসনে বাস করে, তাদের জন্য নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করে। এই সংস্থা কোনোভাবে টিকে গেলেও, আজ প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপগুলো ভয়েস অব আমেরিকার ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে একটি নিরাপদ ও মুক্ত বিশ্ব গঠনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।'

এর আগে ২০২১ সালে বন্ধ হয় ভয়েস অব আমেরিকার জনপ্রিয় বাংলা রেডিও। দীর্ঘ ৬৩ বছর ধরে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় সম্প্রচার হওয়া এই সার্ভিসটি ওই বছরের ১৭ জুলাই থেকে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ হিসেবে বলা হয়, বর্তমান প্রজন্মের কাছে রেডিও খুব একটা জনপ্রিয় নয়। শ্রোতা কমার পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ও অর্থায়ন সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলা রেডিও সার্ভিস।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করেপারেশন বা বিবিসিও ২০২২ সালে তাদের বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেয়, যা বাঙালি শ্রোতাদের জন্য ছিল বড় একটি ধাক্কা। বিবিসি বাংলা বিভাগের সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধেরও মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক সংকট ও বাজেট কাটছাঁট। জানা যায়, ব্রিটেনের সরকার ২০২২ সালে বিবিসির লাইসেন্স ফি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে

যায়। এই সংকট মোকাবিলায় বিবিসি তাদের বিভিন্ন ভাষার রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। শুধু বাংলা নয়, বিবিসি আরবি, চীনা, ফারসি ও হিন্দি ভাষার রেডিও সম্প্রচারও বন্ধ করে দেয়।

ভয়েস অব আমেরিকার কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে কী কী প্রভাব পড়তে পারে তা মোটামুটি অনুমান করা যায়। বিশ্বজুড়ে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে ভয়েস অব আমেরিকা বিশেষ করে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার দেশগুলোতে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের জন্য পরিচিত ছিল। চীন, রাশিয়া, ইরান, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে যেখানে স্বাধীন গণমাধ্যমের কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে ভিওএ ছিল নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস। ভিওএ যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই দেশগুলোর সাধারণ জনগণ নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক সংবাদ পাওয়া থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত হবে। সরকার ও কর্তৃত্ববাদী শক্তির নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলোর দাপট ও একচ্ছত্র আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে। নিরপেক্ষ ও বিকল্প কণ্ঠস্বর আরও বেশি দমন হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সফট পাওয়ার' কমে যাবে

গণমাধ্যম শুধু তথ্য প্রচারের মাধ্যম নয়; এটি একটি কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো তাদের গণমাধ্যমকে 'সফট পাওয়ার' হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, যা বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে। তেমনি ভয়েস অব আমেরিকা শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রের 'সফট পাওয়ার' বা কূটনৈতিক শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভিওএ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এটি গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং মুক্ত মতপ্রকাশের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। ভিওএর কার্যক্রম কমে গেলে বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো (যেমন চীন ও রাশিয়া) তাদের নিজস্ব সংবাদমাধ্যম দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। চীনের সিজিটিএন (চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক) এবং রাশিয়ার আরটি (রাশিয়া টুডে) ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদের বৈচিত্র্য কমে যাবে

ভয়েস অব আমেরিকা প্রায় ৫০টি ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করে আসছিল, যা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পৌঁছে দিত। এটি বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ব সংবাদ জগতে তথ্যের বৈচিত্র্য কমে যাবে। স্থানীয় মিডিয়াগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়বে, যা অনেক সময় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো অঞ্চলে ভয়েস অব আমেরিকার গুরুত্ব অনেক বেশি।

ভুয়া সংবাদ এবং প্রোপাগান্ডার ঝুঁকি বাড়বে

ভয়েস অব আমেরিকা বন্ধ হলে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত মিডিয়া থেকে মানুষ আরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্বাধীন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করবে। তবে এটি ভুয়া সংবাদ এবং প্রোপাগান্ডার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশ্বে ভুয়া সংবাদ ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের সমস্যা আগেও ছিল, কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা কমে গেলে এই সমস্যাটি আরও তীব্র হতে পারে।

রেডিও সংবাদমাধ্যমের জনপ্রিয়তা আরও কমবে

ভয়েস অব আমেরিকা ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেডিওভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। এটি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেডিও-শ্রোতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি বন্ধ হলে রেডিওতে আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্প্রচার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। বিশেষত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ এখনো সব জায়গায় সহজলভ্য নয়।

ভয়েস অব আমেরিকার কার্যক্রম বন্ধ হওয়া বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এটি শুধু একটি মিডিয়ার সংকট নয়, বরং বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহের ভারসাম্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সব সময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ডিজিটাল যুগে এই সংকট হয়তো নতুন কিছু সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। এখন দেখার বিষয়, বিশ্ব গণমাধ্যম কীভাবে এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের বিষয়টি কতটা বজায় রাখতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

347-621-6640
Fax: 347-338-6799

hasem@fullcarehc.com
info@fullcarehc.com

www.fullcarehc.com

মুক্তিযুদ্ধের সিলেটের নারীরা আজও ইতিহাসের আড়ালে

রোমেনা রোজী

আবারও ফিরে এসেছে সেই উত্তাল মার্চ। পেরিয়ে গেছে ৫৪ বছর। বাংলাদেশের জন্ম ও এ দেশের মানুষের আত্মত্যাগের এক অবিস্মরণীয় মাস। আমাদের স্বাধীনতার মাস।

"কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী, পূরুষের তরবারী;

প্রেরনা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়ালক্ষী নারী "-

কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ পঙ্‌ক্তি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আরও বেশি সত্যি হয়ে উঠেছিল। একাত্তরে নারীদের অবদান তাই অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো এদেশের মানুষের জীবন মরণের যুদ্ধ , একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ , অস্তিত্বের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিলেন অস্তিত্বের প্রয়োজনে। শুধু প্রেরণা আর উৎসাহ নয় , সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে নারীরা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নারী তার সব সামর্থ্য প্রয়োগ করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরিতে। তারা মুক্তিযুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

১৯৭১ সালে সিলেট অঞ্চলের নারীরাও পিছিয়ে ছিলেননা, যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বিভিন্নভাবে। তাদের এই অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধকে করেছিল বেগবান।

নারীদের কেউ অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর, আবার কেউ কেউ পালন করেছিলেন সেদিন সংগঠকের ভূমিকা। পাক হায়েনাদের লালসার শিকার হয়েছেন সিলেটের জকিগঞ্জের এশনু বেগমসহ অসংখ্য নারী। সেই সঙ্গে শত্রুর হাতে ঝরেছে তাদের প্রাণ। কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা কেউই রেহাই পাননি বর্বরদের হাত থেকে।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটের নারীরাও রাজপথে ছিলেন সক্রিয়। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে অনুপ্রেরণা যোগাতে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে তারা স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করেছিলেন রাজপথ। উত্তাল মার্চে সিলেটে যে ক'টি মিছিল সমাবেশ হয়েছিল তার প্রতিটিতেই নারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো।

নারীরা শুধু পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণই করেননি নিজেরাও নানা কর্মসূচি পালন করেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আন্দোলনে। অগ্নিগর্ভ মার্চে মিছিল সভা সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছুতেই নারীর অংশগ্রহণ স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

সিলেটে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যে সব নারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কাঁকন বিবি বীরপ্রতীক, জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, সিরাজুন্নেছা চৌধুরী, সুহাসিনী দাশ, প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্ত, হেনা দাশ, ঊষা দাশ পুরকায়স্ত, ষোড়শী চক্রবর্তী, আলম রওশন চৌধুরী, দীপালি চক্রবর্তী, ফাহমিদা রশীদ চৌধুরী, খোদেজা কিবরিয়া, আবেদা চৌধুরী, সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, ফাতেমা চৌধুরী, জাহানারা আফসার, রায়হানা শফি, নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্ত, রত্না চক্রবর্তী, নিবেদিতা দাশ, রাখি দাশ পুরকায়স্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করলেও মুক্তিসেনাদের চিকিৎসা সেবা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরি ও সরবরাহ, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তরুণদের উৎসাহিত করা, তাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো, শরণার্থী নারী ও শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর কাজ করেছেন এই নারীরা।

তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ, ধর্মগুরু প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী, খাসিয়া নেতা ও চেলা মুক্তিফৌজ সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক দেবদাস রায়সহ কয়েকজনের সহায়তায় সিলেটের নারীদের নিয়ে মহিলা মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের ৫ জুলাই ৫ নম্বর সেক্টরের চেলা সাব-সেক্টর সদর দপ্তর মুক্তাঞ্চলের হক নগর (বাশঁতলা) এলাকায় বাংলাদেশ মহিলা মুক্তিফৌজ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রীতি রানী দাশ পুরকায়স্থকে সভানেত্রী, গীতা রানী নাথকে সহ-সভানেত্রী ও নিবেদিতা দাশকে সম্পাদিকা করে এই কমিটি গঠন করা হয়। সদস্য করা হয় সুধা রানী কর, প্রমীলা দাস, যুথিকা রানী রায়, শক্তি দেবী কাঁনন, মঞ্জু রানী দেবী, সুষমা দাস, সুনীতি দেবী, শেফালী দাস ও রমা রাণী দাসকে।

সংগঠনে অন্তত ২৫ জন নারী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সমাজসেবী অঞ্জলি লাহিড়ী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক কাজ করেন। তার পৈত্রিক ভিটে ছিল সিলেটে। মহিলা মুক্তিফৌজ সংগ্রাম পরিষদ তারও ব্যাপক সহযোগিতা পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী এবং প্রবাসী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান মহিলা মুক্তিফৌজের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা অর্থ সহায়তাও করেন। চেলা ক্যাম্পে এই সংগঠনের ৩০ জন নারী ছিলেন যারা নার্সের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ফার্স্ট এইড দিতেন।

১৯৭১ এর আগস্ট মাসে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিপুল প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানীদের বহর গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় একটি ব্রিজ ধ্বংসের। কারণ ওই ব্রিজ ধরেই মিলিটারিরা আসে। পাকিস্তানীদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় কাঁকন বিবি। কলাগাছের ভেলায় করে গোলাবারুদ বহন করে ব্রিজের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌঁছে দেন কাঁকন বিবি। ওই বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয় জার্ডিয়া ব্রিজ। এই অপারেশন হয়েছিল গভীর রাতে। একাই মাইন, অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে কলাগাছের ভেলায় চেপে ব্রিজের কাছে গিয়েছিলেন কাঁকন বিবি। কেবল জার্ডিয়া ব্রিজই নয় সুনামগঞ্জে দুঃসাহসী সব যুদ্ধে পরোক্ষভাবে তথ্য দিয়ে শামিল ছিলেন কাঁকন। বসরাই টেংরা টিলা যুদ্ধ, বেটিরগাঁও নুরপুরের যুদ্ধ, টেবলাইয়ের যুদ্ধ, মহব্বতপুরের যুদ্ধ, সিলাইরপাড়ের যুদ্ধ সহ গোটা বিশেক যুদ্ধে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে অংশ নেন কাঁকন। মুক্তিবাহিনীর ২০টির বেশি সম্মুখযুদ্ধে তার অবদান অবিস্মরণীয়। তার কারণেই মুক্তিবাহিনী হানাদারদের নির্ভুল তথ্য পেয়েছিল। বিনা ঝুঁকিতে অস্ত্র গোলাবারুদের সরবরাহ পেয়েছিল। এমনকি পাকিস্তানিদের গোলাবারুদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। কিন্তু টেংরা টিলা যুদ্ধে উরুতে গুলিবিদ্ধ হন কাঁকন। কেবল টেংরা টিলাই নয় বাংলাবাজার, দুরবিন টিলা, আঁধার টিলা সহ মোট নয়টি যুদ্ধে সরাসরি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন কাঁকন। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে আমবাড়ি যুদ্ধে ফের গুলিবিদ্ধ হন কাঁকন।

কাঁকন বিবি (মৃত্যু: ২১ মার্চ, ২০১৮) ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে ৫ নং সেক্টরের গুপ্তচরের কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়। কাঁকন বিবি মুক্তিযুদ্ধ জয়ী আটপৌড়ে এক গ্রাম্য পাহাড়ি খাসিয়া নারী। নিভৃত জীবনযাপন শেষে মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে তিনি অন্ধকার ভেদ করে প্রচারণায় আলোয় আসেন। আদিবাসী গ্রাম্য এই নারী সরাসরি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবনবাজি রেখে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন স্বাধীনতাযুদ্ধে।

যুদ্ধদিনের এসব নারীদের ভূমিকা ও বীরত্বগাথা কোনো অংশে কম ছিল না। তারা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে গেছেন। তাদের স্বীকৃতি অবশ্যই দেওয়া উচিত।

মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের নারীদের অনন্য ভূমিকা ছিল। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে নার্সের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের সর্ম্পকে নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আজো আমরা পিছিয়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি ।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি আজও। এর একটি কারণ হতে পারে অতিসাধারণ আপামর নারীদের ব্যাপকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ। পুরুষের পাশাপাশি সেদিনের নারীর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও সাহসের ফল এই স্বাধীনতা। নারী মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পাননি। ইতিহাস থেকে যা জেনেছি, তাতেই ওই সময়ের সাহসী নারীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। তাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের সেই মহীয়সী নারীদের নাম- যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, তাদের অবদান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

বাঙালির ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাই তাদের এই অবদানকে যথাযথভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আজো আমরা পিছিয়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি ।

কাঁদিয়ে চলে গেল আছিয়া

আফতাব চৌধুরী

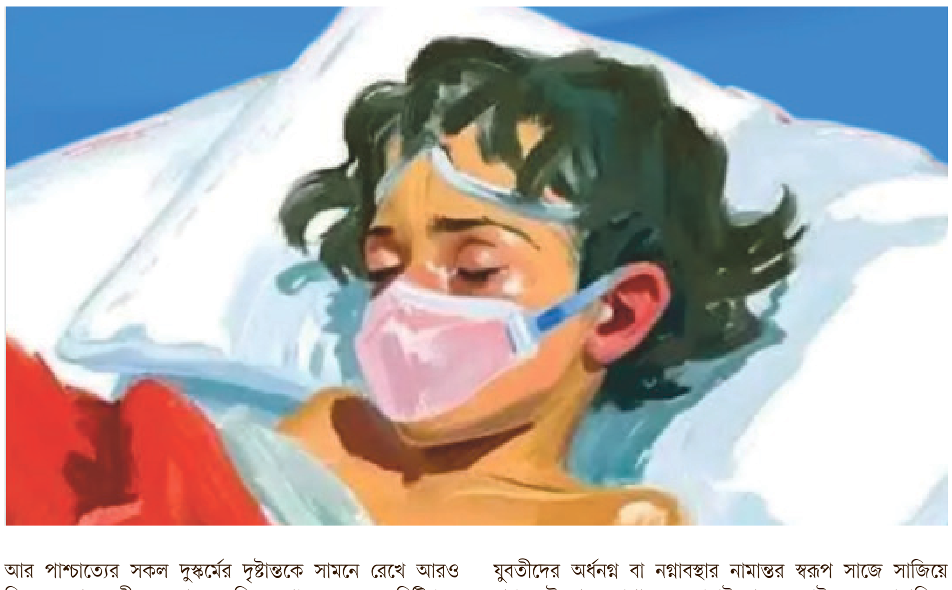

আছিয়া আর নেই। মাগুরার ভয়ানক ধর্ষণের শিকার মাত্র ৮ বছর বয়সী মেয়েটি। গেল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয় সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্ব্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্বেও আছিয়াকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মাগুরার নোমানী ময়দানে বৃহস্তপতিবার সন্ধ্যা ৭টায় আছিয়ার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠানের পর তার লাশ আদি নিবাস শ্রীপুরের সোনাইকুণ্ডীতে দাফন করা হয়।

আছিয়ার অকাল ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস। তিনি নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। গ্রামের সহজ সরল মাত্র ৮ বছর বয়সের আছিয়ার এ অস্বাভাবিক মৃত্যু দেশের সকল স্তরের মানুষের মনে চরম আঘাত দিয়েছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তর অঞ্চলের মুখ্য সংঘঠক সারজিস আলম, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির হিবুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব মাওলানা সাজেদুর রহমান পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আছিয়ার খুনি ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানিয়েছেন।

আজকাল পত্র-পত্রিকার পাতা খুললে, রেডিওতে কান দিলে বা টিভিতে চোখ ও কান নির্দিষ্ট করলেই ভেসে আসে নারী ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনী। পুরুষের যৌন লালসা আদিম কামনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশু, কিশোরী, বোবা প্রতিবন্ধী এমনকি নিকট আত্মীয় পর্যন্ত। বিদেশী পর্যটক কিংবা এনজিওকর্মীকেও রেহাই দিচ্ছে না এ পশু শক্তি। এই ব্যধির করাল গ্রাসে উচ্ছনে যেতে বসেছে মানব সভ্যতা, কালিমালিপ্ত হতে চলেছে মানব জাতি এবং কলুষিত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। বর্বরতার এ অন্ধ দৌড় কতদূর গিয়ে স্তব্ধ হবে, তা আমরা জানি না। ধ্বংসের এ খেলা জীবনের সকল দিক পরিব্যাপ্ত করে মানুষকে আর মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে দিতে চাইছে না, যেন এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে অপরাধকারীরা। কোন রকম শাস্তি, এমনকি প্রাণদন্ডও তাদের থামাতে পারছে না।

সভ্যতার পাশাপাশি অসভ্যতার অবস্থান নতুন কিছু নয়। আলোর পাশে অন্ধকার সম। আলো সব সময়ই নিয়ামক হিসাবে কাজ করে এসেছে। হঠাৎ করে অন্ধকার নিয়ামক শক্তি হিসাবে মাথা চাড়া দিতে চলেছে বলেই সমাজ আজ আতঙ্কিত। এ ধরনের যৌন বর্বরতা হঠাৎ করে আসেনি। এ পশুবৃত্তিরও এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মাথাচাড়া দেওয়ার এবং নিয়ামক হতে চাওয়ার পেছনেও এক দীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়া কাজ করছে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা এক বিষয়, আর পাশ্চাত্যের সকল দুস্কর্মের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আরও বিকৃত রুপে অনুশীলন করা অন্য বিষয়। প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ এ দেশের শাসন করছে। স্বভাবতই ব্রিটিশের ভালমন্দেরও ভাগিদার হয়েছে এদেশ। মন্দ অনুকরণ করতে কষ্ট নেই, কোন অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নেই, নেই কোন কঠিন সংগ্রামের বা সংযমের, শুধু নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারলেই হয়। ভাল জিনিষ আয়ত্ব করতে হলে কঠিন ও কঠোর অধ্যবসায় ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

ব্রিটিশের ভাল কিছু আয়ত্ব করতে এ দেশ সুদূর অতীতেই শুধু ব্যর্থ হয়নি, আজও পাশ্চাত্যের সকল দেশের উৎকৃষ্টকে পরিত্যাগ করে নিকৃষ্টকে আলিঙ্গণ করে চলেছে এই দেশ। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদী শক্তির তথাকথিত বিশ্বায়ন নীতি এবং 'খাও পিও মৌজ কর' নামক লম্পটামি সংস্কৃতি। প্রচার মাধ্যমের অনুকরণ সর্বস্বতা ডেকে এনেছে অপসংস্কৃতির জোয়ার। অত্যন্ত নীচুস্তরের ইংরেজি ধারাবাহিক ও সিনেমা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বিশেষ করে কেবল ধারাবাহিকগুলো। এক দিকে যৌনতায় ছেয়ে গেছে, অন্যদিকে অপরাধ প্রবণতার নিত্য নতুন মডেল সাজিয়ে হত্যা, বলাৎকার এবং নগ্নতার নতুন নতুন কৌশল উপস্থাপণ করে চলেছে বিবিন্ন টেলিভিশন ও সিনেমা জগৎ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন সমাজে গাছের ছাল বা কাপড়ের ব্যবহারের ব্যবস্থা আসেনি, তখন আদিম মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে নগ্ন থাকত। সেসময় 'ন্যাংটা' এবং 'ঘোমটার' মধ্যকার ব্যবধান মানুষের জ্ঞাত ছিল না। সেটা ছিল একটি স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়া। সেটাই ছিল তখনকার প্রাকৃতিক শালীনতা বোধের সংজ্ঞা। তখন সেটাই ছিল স্বাভাবিক জীবন যাত্রার উপকরণ। কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ বছরের অনুশীলনে গড়ে ওঠা সভ্য বেশভূষার পরিবেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অর্ধনগ্ন ও নগ্নতার চর্চা করা এবং পশ্চিমাদের অনুকরণে দেশের কিশোরী যুবতীদের সাজিয়ে রাখার প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। যেসব মা-বাবার কিশোর-কিশোরী ও যুবতীদের অর্ধনগ্ন বা নগ্নাবস্থার নামান্তর স্বরূপ সাজে সাজিয়ে রাখতে উৎসাহ জোগাচ্ছেন, তারাই আজ সবচাইতে বড় সামাজিক অপরাধী। অনুশীলন পোশাকআশাক যৌনতাকে সুড়সুড়ি দেয়।

এ কথাটাও আজকে মায়েরা ভুলে যাচ্ছেন। আধুনিকতার নামাবলির আড়ালে গড়ে দেওয়া নগ্ন বেশভুশা, পোশাক পরিচ্ছদ, অশ্লীল কাব্য-সাহিত্য, সিনেমা জগৎ, টেলিভিশন ধারাবাহিক ইত্যাদি যৌন ব্যভিচারের অন্যতম উপকরণ হিসেবে কাজ করছে। ক্রাইম সিনেমা ও পুস্তকাদি এবং ধারবাহিকগুলো যে যুবকদের ধর্ষণে-হত্যায় উৎসাহিত করছে তার প্রমাণ বহু অপরাধীর বিচারালয়ে দেওয়া জবানবন্দিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসার্য লক্ষণরেখা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহ পেয়েছে মূলত বিকাশের ধারায় নতুনকে আসতে না দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত পুরণো ভাবধারার সুবিধাভোগী শ্রেণী অনুসৃদ নীতি। যার জন্য সর্বমূলে দায়ী আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের উলঙ্গ বর্বরতা। সকল যুগে, সর্বাধুনিক, সুশৃঙ্খল ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাতা ও বিপ্লবীররা মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে বহন করে নিয়ে যান। আত্মস্বার্থ রক্ষা করাই তাদের শেষ কথা। তাই আজকের যৌন ব্যভিচারকে বুঝতে হলে বাঙালি নবজাগরণের সময় থেকে সমাজকে জানতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ধারাবাহিক চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি গড়ে তুলতে হবে। আকু অহরহ ধর্ষণ হচ্ছে, বিচার হচ্ছে, জেল জরিমানা হচ্ছে কারো কারো ফাঁসি হচ্ছে। শুধু এরশাদ শিকদার বা দু-চারজন ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীকে ফাঁসী দিলেই এই যৌন ব্যভিচার সমাজ থেকে মুছে যাবে না। তাই এর শাস্তি ফাঁসির পর গত এক বছরের ভিতর কেটে গেছে বহু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা। দেশে হাজার হাজার ধর্ষণকারী এবং হত্যাকারী আইনের হাতে ধরা পড়ছে না। অপরাধীরা বিনা বিচারে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাজনৈতিক মদতে, আইনের মারপ্যাঁচে, টাকার জোরে ও শক্তিশালী বাহুবলীদের ছত্রছায়ায়।

অপরাধী শাস্তি পাবে সেটাই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যবস্থা বা রীতিনীতির শিকার হয়ে মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, সে পদ্ধতি বা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে সমাজ থেকে অপরাধ অপসৃত হবে না। এটাই বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত। আজ যারা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'-এর প্রবক্তা ও যারা হাজারটা দুষ্কর্ম করে হলেও নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, প্রকৃতার্থে ওরা নিজের স্বার্থ রক্ষা করতেই ব্যর্থ হয়। সমাজকে কেউ মান্যতা দেয় কি দেয় না ওটা বড় কথা নয়, সর্বাবস্থায় সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আত্মরক্ষার নাম করে যারা আজ ছুটে বেড়াচ্ছে ও হাজারটা সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে এবং সে অপরাধগুলোকে ঢাকতে গিয়ে আরও অগণিত অপরাধ করছে এবং এভাবেই এক দিন তাদের জীবনদীপ নিভে যাচ্ছে। ভোগবাদের যুগে এভাবেই মানুষরূপী পশুরা জীবন অতিবাহিত করছে। বিশ্বের কোন কোন দেশে মুক্ত যৌনতা চালু করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন এক শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু সে প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ার ফলে অভিপ্রেত ফলাফল আসছে না। বরঞ্চ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম দিচ্ছে এবং নারী হত্যার অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য হচ্ছে। নারী আজ ভোগের সামগ্রী হিসাবে পরিণত হয়েছেন। কোন কোন প্রবক্তা আদিম যুগের মুক্ত যৌন জীবনের নজির টেনে এনে ভোগবাদকে বোঝাতে সচেষ্ট হচ্ছেন। আদিম যুগের যৌন জীবনের প্রবক্তারা এভাবে ইতিহাসকে অস্বীকার করে চলেছেন। ক্রমবিকাশের ধারাকে অবমাননা করছেন। মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়া যায় না- এ সত্যকেও পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছেন। তখনকার সামাজিক অবস্থান আর আজকের সামাজিক অবস্থানকে তারা এক করে ফেলেছেন। কোন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেই কল্যাণকামী হবে না বা প্রগতিবাদী হবে না, যদি তার উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য পারিপার্শ্বিকতা না থাকে। তাই, নতুন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে- পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে। আদিম যুগের পারিবারিক-সামাজিক অবস্থানে যেটা সম্ভব হয়েছে, তারই কার্বনকপি আজকের পরিবর্তিত সমাজে চালু করলে বিষক্রিয়া ঘটবে।

আবার আগামী দিনের সমাজ কেমন হওয়া উচিত বৈবে নিয়ে আজকের অবস্থানে একটা মেথড চালু করতে গেলেও সময়োপযোগী হবে না। কাজেই বর্তমান ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এগোতে হবে। মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুক্ত যৌনজীবন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সমাজ ধ্বংস হবে। ফ্রি সেক্স সোসাইটির ধারণা কোন অবস্থাতেই কল্যাণকর নয়। রুচি ও সংস্কৃতিবিহীন ফ্রি সেক্সের কল্পনা পশুত্বকে ডেকে আনবে। পরিবার ব্যবস্থা, ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি সম্পত্তি-কেন্দ্রিক অবস্থানজনিত আজকের সমাজে যৌন ব্যভিচার রুখতে চাইলে চিরাচরিত প্রথার বজ্র আঁটুনিকে শিথিল করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অবাধ মেলামেশায় ব্যভিচার রুখতে চাইলে চিরাচরিত প্রথার বজ্র আঁটুনেক শিথিল করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অবাধ মেলামেশায় ব্যভিচার যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। প্রশাসন ও পুলিশ সামাজিক বিধান মেনে চলতে এবং সর্বতোভাবে সমাজ জীবনকে পাহারা দিতে সাহায্যকারী শক্তিরূপে এগিয়ে আসবে।

লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

বিএএসজের জমজমাট 'ঈদ বাজার'

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে গত ১৯ মার্চ (বুধবার) এই 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে এই 'ঈদ বাজার' এর আয়োজন করা হয়।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে অনুষ্ঠিত এ ঈদ বাজারে প্রবাসী বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা তাঁদের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল। তাঁদের স্টলগুলোতে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজসহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের হাল ফ্যাশনের পোশাকপরিচ্ছদ, অলংকার, খেলনা ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়,বিক্রিও হয়েছে ভালো।

মেলায় অংশ নেওয়া প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী মমতাজ এর স্টলে নারীদের বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকারের বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে। প্রবাসী পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মো. আলীর দোকানে ছিল মেয়েদের শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবিসহ নানা ধরনের পোশাক, যা বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে।

ঈদ বাজারে বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রবাসীদের কয়েকজন জানালেন, এই ঈদ বাজারে হাতের কাছে বিভিন্ন দেশের হাল ফ্যাশনের পোশাক, অলংকারসহ নানা ধরনের পণ্য পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। দাম বেশি বলে কেউ কেউ অনুযোগ করলেও সার্বিক আয়োজন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অধিকাংশই। তাঁরা ঈদ বাজারের মতো এমন একটি আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

ঈদ বাজারের আয়োজকদের অন্যতম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের একটুকুন ছোঁয়া দিতেই এ প্রয়াস।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা বলেন, প্রবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা এ ঈদ বাজারে আশাতীত সাড়া পেয়েছেন, যা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ঈদ বাজার আয়োজনের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। বিএএসজের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক ঈদ বাজার সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে উগ্রবাদী জনগোষ্ঠী এবং পরাজিত অপশক্তি দেশে পুনরায় গণতন্ত্রের কবর রচনা করবে। অপর দিকে গণতান্ত্রিক বিশ্বে ভাবমূর্তির সংকটে পড়তে পারে বাংলাদেশ।' গতকাল বুধবার রাজধানীর লেডিস ক্লাবে এক ইফতার মাহফিলে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সম্মানে বিএনপির পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এলডিপি, জাতীয় পার্টিসহ (জাফর) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, গণহত্যাকারী পলাতক মাফিয়া চক্রকে যেকোনো মূল্যে বিচারের সম্মুখীন করার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির আগামী দিনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এটাই। বরাবরের মতো নির্বাচনে গুরুত্বারোপ করে তারেক রহমান বলেন, শুধু একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যই মাফিয়া সরকারের পতন ঘটেনি, এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়েও আরও চরম সত্য— হয়তো একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন না করার জন্যই মাফিয়া সরকারের নির্মম পতন হয়েছিল। তারেক রহমান বলেন, 'জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সোচ্চার। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টা, এমনকি দু- একটি রাজনৈতিক দলকেও জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে ইদানীং কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলতে শোনা যায়। আমরা মনে করি, জনপ্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের নামে গৌণ ইস্যুকে মুখ্য করে অকারণে সময়ক্ষেপণের চেষ্টা হলে, সেটি জনমনে ভুল বার্তা পৌঁছালে, অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা এবং সরকারের কার্যক্রমের প্রতি জনগণের আস্থার সংকট সৃষ্টি হলে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যাত্রাপথ বিপৎসংকুল হয়ে উঠতে পারে।' সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আজকে আমরা অত্যন্ত কঠিন সময় অতিক্রম করছি। ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশ পেলেও এখনো গণতন্ত্রের দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে ঐক্য অত্যন্ত প্রয়োজন।' জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশে এখনো ফ্যাসিবাদী শক্তি ও তার দোসরেরা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। আমরা যেটা বলেছি , ফ্যাসিবাদী সিস্টেমটা পাল্টাতে হবে। বাংলাদেশের নেতৃত্ব ভবিষ্যতে যার হাতেই যাক না কেন, একটি পরিবর্তিত ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

যুক্তরাষ্ট্রে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুর্নীতির মাধ্যমে আয় করা অর্থ পাচার করে কেনা। এসব বাড়ি - ফ্ল্যাটসহ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত শতকোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক।

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাপের ৯ বাড়ি শেষ পৃষ্ঠার পর দুদকের উপপরিচালক নুরুল হুদা বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১- এ মামলাটি করেন। গতকাল বুধবার কমিশনের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। আবদুস সোবহান গোলাপ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ছিলেন। আক্তার হোসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সে আবদুস সোবহান গোলাপের ৯ টি বাড়ি - ফ্ল্যাট থাকার তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে দুদক। এগুলোর দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩২ কোটি টাকা।

দুদকের সূত্র বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর আটটি সিঙ্গেল রেসিডেনশিয়াল কন্ডো ইউনিট এবং একটি ডুয়েল ফ্যামিলি ইউনিট বাড়ি-ফ্ল্যাট রয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি গোলাপ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ৯ টি স্থাবর সম্পদ জব্দ করার আদেশ দেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের ৫৩ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এই আদেশ দেন।

এক নি:স্বার্থ ভালোবাসার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে এগিয়ে যেতে চায়। নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সংবাদ পরিবেশনে আরও গভীরতা এনে, পাঠকের চিন্তাভাবনার জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই আমাদের লক্ষ্য। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, আর সেই পরিবর্তনকে সঙ্গী করেই আমাদের পথচলা অব্যাহত থাকবে।

এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের একদল নারী লেখক ও সাংবাদিক যুক্ত হয়েছেন, যারা সংবাদজগতকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তারা শুধু কলম নয়, হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে সাহিত্যের নতুন এক অধ্যায় রচনা করছেন। তাদের লেখায় উঠে আসে প্রবাসীদের হাসি-কান্না, সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনি।

প্রবাসে থেকেও আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি দেশের টান, মাতৃভাষার শক্তি। আমাদের পাঠকের আবেগ, তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের প্রেরণা। কমিউনিটির মানুষ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী সকলের আন্তরিক ভালোবাসাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

আমি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি, নেতৃত্ব দেই, কিন্তু প্রকৃত কারিগর আমাদের লেখক-সাংবাদিক ও সহকর্মীরা। তাদের পরিশ্রম, নিবেদন, আর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায়।

শুধু সংবাদপত্র হিসেবেই প্রথম আলো কাজ করে, এমন নয়। বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতা বাড়ার বাতিকের এ সময়ে আমরা দল বেঁধে চলি। আনন্দ বেদনা একসাথে ভাগ করে নেয়ার চর্চা করি। আলাদা আলাদা মত পথের লোকজনকে নিয়ে সাধারণ সমঝোতায় একসাথে থাকার চেষ্টা করি। এখানেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে বলে আমরা মনে করি। "আমি, আমি" না করে - আমরা মিলে সময় ও সমাজকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করি। কঠিন হলেও এ প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাবো। বিদ্বেষ ছড়িয়ে নয়, কাজ ও ভালোবাসা দিয়ে সময়কে জয় করার চেষ্টাটি আমরা অব্যাহত রাখব।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কেবল একটি সংবাদমাধ্যম নয়, এটি একটি আন্দোলন, একটি বন্ধন, এক নি:স্বার্থ ভালোবাসার পথ। এই ভালোবাসাই আমাদের পথচলার শক্তি, আমাদের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা।

আজকের এ দিনটিতে আমার সতীর্থ সহকর্মী, স্বজন, অনুরাগী, অনুসারী - সবাইকে

সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

মৃত্যুকূপে রক্তের নহর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাড়িয়েছে। অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে অনেকে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বলছে, এর মাধ্যমে হামাসের সঙ্গে করা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে দিল ইসরায়েল। হামলার মধ্যেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি হামাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ তারা ইসরায়েল থেকে নেওয়া বন্দীদের মুক্তি দিতে বা যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

নেতানিয়াহুর কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েল এখন থেকে ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিতে হামাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে জানিয়েছে, তারা হামাসের সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে।

গাজা থেকে আল জাজিরার আরবি সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি ট্যাঙ্কগুলো খান ইউনিসের আবাসান শহরের পূর্বাঞ্চলে গোলাবর্ষণ করছে, একই সাথে তীব্র গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। মঙ্গলবার সকালে আধা ঘণ্টায় গাজায় ৩৫টির বেশি ইসরায়েলি বিমান হামলা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা মৃত ও আহতদের সরিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, এই হামলায় হামাস আমেরিকার দায় দেখলেও এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র ব্রায়ান হাগস বলেন, যুদ্ধবিরতি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে হামাসকে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে। তারা এটা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে গেল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিয়াভিটও জানান, তাদেরকে জানিয়েই হামলা করেছে ইসরায়েল।

এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে ইরান, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এর মধ্যে ইরান হামলার জন্য সরাসরি আমেরিকাকে দায়ী করছে। এ ছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, হামলার তথ্য জানার পর তিনি হতবাক হয়েছেন।

ছয় সপ্তাহ ধরে চলা প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ের চুক্তি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে এখনও কোনো সমঝোতা হয়নি। ইসরায়েল ও হামাস মধ্যস্থতামূলক আলোচনায় রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার প্রতিক্রিয়ায় হামাস বলেছে, ইসরায়েল একতরফাভাবে গাজা যুদ্ধবিরতি বাতিল করেছে। গাজার শাসকগোষ্ঠীটির একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, ইসরায়েলি হামলার অর্থ হলো, ইসরায়েল একতরফাভাবে গাজায় ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি বাতিল করেছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় নিহতের সংখ্যা সাড়ে ৪৮ হাজার ছাড়িয়েছে। আহতের সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজারের বেশি। ওই হামলায় বিরতি আসে গত ১৯ জানুয়ারি। এরপর গাজায় ফিরতে শুরু করেন বাস্তুচ্যুতরা। এ অবস্থাতেই এবার হঠাৎ করে ফের হামলা শুরু করল ইসরায়েল।

মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্থির হয়ে উঠছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মূল্য দিতে হয়েছে। ইউরোপের বহু দেশ খবরদারীর অংশীজন হয়ে উঠলেও মাশুল গুনতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছেন। যেখানে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, জোট ও মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য আর ব্যক্তিগত মাশুল দিতে রাজী নয় ট্রাম্পের আমেরিকা।

শুধু যুদ্ধেই নয়, সামাজিক , রাজনৈতিক ও মানবিক কাজে আমেরিকা গত প্রায় এক শতক জুড়ে নিজেদের অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের করের অর্থে ঘটে যাওয়া এ ধারাবাহিক নীতিমালায় পরিবর্তন আসছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে এমন অবস্থানে ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছেন, যা এ পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট করছে।

বৈশ্বিক নীতিতে বড় ধরনের এ পরিবর্তন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, ভূরাজনীতি এবং কূটনীতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। এই পরিবর্তনগুলোর মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে, প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং নিরাপত্তা নীতিকে শক্তিশালী করা।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে নতুন শুল্কনীতি গ্রহণ করছে, যা প্রথমে চীনের ওপর আরোপিত হয়েছে। কানাডা, মেক্সিকো সহ বিশ্বের বহু দেশই আমেরিকার সাথে শুল্ক সুবিধা পেয়ে ভারসাম্যহীন বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ করে আসছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের সাথে শুল্কনীতি পুনঃনির্ধারণ করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অনেকটাই বাধ্য করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশকে।

মার্কিন এই নীতির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়তে পারে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলায় পরিবর্তন আনতে পারে। গবেষকদের মতে, সংরক্ষণবাদী নীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্পকে সহায়তা করতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন।

মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে, যা বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন কর হ্রাস নীতির ফলে কিছু আমেরিকান কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হবে, তবে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

নতুন প্রশাসন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক অবস্থান শক্তিশালী করছে। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে, যা চীনের বিরুদ্ধে কৌশলগত অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। এছাড়া, ভারত এবং ইউরোপের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

নতুন অভিবাসন নীতির ফলে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জন্য অভিবাসন ব্যবস্থা সহজ হতে পারে, তবে সীমান্ত নীতি কঠোর হওয়ায় সাধারণ অভিবাসীদের জন্য চ্যালেঞ্জও বাড়তে পারে। মার্কিন প্রশাসনের এসব পরিবর্তন শ্রমবাজারে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বৈশ্বিক নীতির ফলে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও ভূরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। বিশেষ করে শুল্ক বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ শিল্প সুরক্ষা, সামরিক অংশীদারিত্ব এবং অভিবাসন নীতির পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। এই নীতিগুলো একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতি এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি পানামা খাল, গ্রিনল্যান্ড এবং এমনকি কানাডা সম্পর্কেও বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, যা আমেরিকার ঐতিহ্যগত পররাষ্ট্রনীতির তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, পানামা খাল চীনের হাতে চলে গেছে এবং এটি মার্কিন স্বার্থের জন্য হুমকি। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এটি পানামাকে দিয়েছিল, চীনকে নয়, এবং এখন চীন এটি 'অপব্যবহার' করছে।

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নতুন কিছু নয়। তিনি ২০১৯ সালেও এটি ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এবার তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটি প্রয়োজন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ডেনমার্কের এটি নিয়ন্ত্রণ করার বৈধতা আদৌ আছে কিনা।

তিনি এমনও বলেছেন, ডেনমার্ক যদি এটি না দেয়, তবে তিনি কোপেনহেগেনের ওপর উচ্চমাত্রার শুল্ক আরোপ করবেন। ট্রাম্প বলেছেন, কানাডা মার্কিন নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের জন্য শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কানাডার কাছ থেকে বেশি কিছু পায় না, এবং তারা যা উৎপাদন করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার কোনো প্রয়োজন নেই।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যগুলো মূলত পুরোনো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটি সংস্করণ, যা ১৯শ শতকের মনরো ডকট্রিনের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে যুক্তরাষ্ট্র নিজের অঞ্চলে একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখতে চায় এবং বৈশ্বিক বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে চায়। এই অবস্থান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৈধ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এবং এটি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মিত্রদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে অস্থির করতে পারে।

এই ধরনের বক্তব্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি বৈশ্বিক মিত্রদের কাছে মার্কিন নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যগুলো আন্তর্জাতিক কৌশলের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে এবং ঐতিহ্যগত জোটগুলোর ওপর কম নির্ভরশীল হতে চাইছে।

জেবিবিএ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশ-জেবিবিএ। গত ১৮ মার্চ (মঙ্গলবার) নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের একটি সানাই রেস্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেবিবিএর সভাপতি গিয়াস আহমেদ। তিনি বলেন, কমিউনিটির ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরও সমৃদ্ধি করার মধ্যদিয়ে প্রবাসীদের এগিয়ে চলার গতি ত্বরান্বিত করতে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এই সংগঠনের। তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সকলকে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে হবে। এ সময় জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান বলেন, আমরা শুধু মুনাফার জন্য ব্যবসা করছি না। একইসাথে ক্রেতা-সাধারণের কল্যাণেও নিয়োজিত রয়েছি।

রমজান ও ইফতারের তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেন নিউইয়র্কের আহলুল বায়ত মিশন মসজিদের ইমাম সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী। দ

ইফতার মাহফিলে জেবিবিএ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কম্যুনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন কাজী কাইয়ুম, সিপিএ সরোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, বাপার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শামসুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আসেফ বারি টুটুলসহ আরো অনেকেই।

নিউইর্য়কে এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির ইফতার

নিউইয়র্কের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ই মার্চ (সোমবার) বৈশাখী রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই মাহফিলে বিপুলসংখ্যক এস্টোরিয়াবাসী স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির সম্মানিত সভাপতি জনাব আবুল বাশার মিলন এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ও গাজী এস জুয়েল। রমজানের পবিত্রতা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা সমিতির সভাপতি শামীম গফুর, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি জাকির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইফতার কমিটির আহ্বায়ক আজহারুল ইসহাক খোকা, সাবেক নরসিংদী সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কবির আহমেদ, নরসিংদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল, উপদেষ্টা হাজী আবদুর রহমান, মফিজুল ইসলাম দুলাল, ফিরোজ আহমেদ, গাজীপুর সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোমেন সরকারসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান শুরুতে ইফতার কমিটির আহ্বায়ক আজহারুল ইসহাক খোকা আগত অতিথি, উপদেষ্টা, কার্যকরী কমিটি ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন। আমন্ত্রিত অতিথিরাও সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। সভাপতির বক্তব্যে আবুল বাশার মিলন আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে ধর্মীয় শিক্ষা ও পারিবারিক বন্ধনকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

পিপিএলে সেবা গ্রহীতারা হারাতে পারেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবার পাশাপাশি পরোক্ষ ভাবে তাদের মজুরি কমে যাবার আশংকা প্রকাশ করেছে গবেষণা সংস্থা ফিসকাল পলিসি ইন্সটিটিউট। ১৭ই মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই আশংকা প্রকাশ করেছে তারা। সংশ্লিষ্ট একাধিক মহলের মতো ওই প্রতিবেদনেও নিউইয়র্ক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের বেঁধে দেওয়া পয়লা এপ্রিলের সময়সীমাটি পেছানো অথবা স্থগিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

ফিসকাল পলিসি ইন্সটিটিউটের প্রতিবেদনটিতে, নতুন ওই পরিকল্পনা কিভাবে হোমকেয়ার কর্মী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের মেডিকেইডের মতো মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে নিউইয়র্কের নতুন আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পাওয়া পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি বা পিপিএল-এর অধীনে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল বীমার গ্রাহক হতে বাধ্য করতে পারে তার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডাউনস্টেট নিউইয়র্কে কাজ করা হোমকেয়ার কর্মীদের মাত্র কয়েকটি মৌলিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার কভারেজসহ একটি ন্যূনতম বীমা সুবিধার গ্রাহক হতেই ঘন্টাপ্রতি ৮৭ সেন্ট থেকে শুরু করে এক ডলার ছয় সেন্ট পর্যন্ত ফি পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পিপিএল-এর পক্ষ থেকে হোমকেয়ার কর্মীদের এমন একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে যার আওতায় একজন গ্রাহকের মাত্র ১০টি প্রতিরোধমূলক পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। এমনকি ডাক্তার দেখানো, হাসপাতালে থাকা বা অস্ত্রোপচারের খরচও এর আওতায় থাকবে না। এই পরিকল্পনার গ্রাহক হতে পূর্ণকালীন কর্মীদের বছরে প্রায় দুই হাজার ডলার পরিশোধ করতে হবে। যারা বেশি কভারেজ চান, তাদের পরিশোধ করতে হবে মাসে দুইশো ডলারের বেশি করে। বেশি কভারেজসহ পরিকল্পনাটিতে কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমান ৬,৩৫০ ডলার। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিজের পকেট থেকে ৬,৩৫০ ডলার খরচের পরেই কেবল গ্রাহক তার বীমা পরিকল্পনাটির সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অনেক হোমকেয়ার কর্মী বর্তমানে নিউইয়র্ক এসেনশিয়াল প্ল্যান, তাদের চাকরি বা জীবনসঙ্গীর পরিকল্পনার মাধ্যমে সুলভ বা বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাচ্ছেন। তবে ফিসকাল পলিসি ইনস্টিটিউটের আশংকা, পিপিএল-এর নতুন পরিকল্পনাটি চালু হলে বিদ্যমান সুবিধা ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বীমা সুবিধার গ্রাহক হতে বাধ্য হবেন অনেক হোমকেয়ার কর্মী। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমনকি মেডিকেইড-এর আওতায় হোমকেয়ার সেবার গ্রাহকরাও পিপিএল-এর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হলে মেডিকেইড সুবিধা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন।

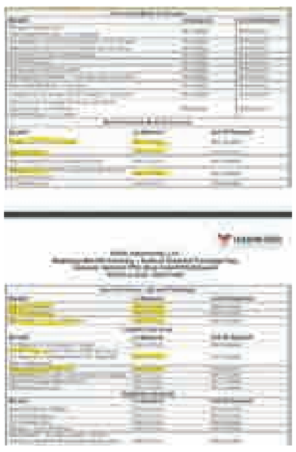

নতুন পরিকল্পনার অধীনে পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসির (পিপিএল) মাধ্যমে সেবার তালিকা

ফিসকাল পলিসি ইন্সটিটিউটের ওই প্রতিবেদন সম্পর্কে মঙ্গলবার গভর্নরের কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র জানান:

"বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনটি বর্তমান সিডিপেপ ব্যবস্থার একটি গুরুতর সমস্যা উপেক্ষা করেছে। বর্তমানে সিডিপেপ-এর অধীনে হাজার হাজার পূর্ণকালীন কর্মী স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাচ্ছেন না, কারণ তাদের আর্থিক মধ্যস্থতাকারীরা এই সুবিধা দেয় না—এটি অগ্রহণযোগ্য। নতুন সিডিপেপ পরিকল্পনার অধীনে নিউইয়র্কের প্রতিটি পূর্ণকালীন হোমকেয়ার কর্মী স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পাবেন। সব ধরনের অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে হোমকেয়ার কর্মীরা যেনো তাদের স্বাস্থ্য বীমার বিকল্পগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকেন।"

হোমকেয়ার সেবা গ্রহণের সুযোগ হারাতে না চাইলে নিউইয়র্কের অধিবাসীদের অবিলম্বে এই বিষয়ে তৎপর হতে হবে। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই পরিবর্তন হোমকেয়ার সেবায় অপচয়, জালিয়াতি ও অব্যবস্থাপনা কমিয়ে আনতে চালু করা হয়েছে। ২০২৩ সালে এই খাতে নয় বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করেছিলো রাজ্য সরকার। নিউইয়র্ক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে ব্যয় কমে আসায় রাজ্য ও ফেডারেল করদাতাদের প্রায় এক বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।

সোমবার রাজ্য সরকারকে পয়লা এপ্রিলের সময়সীমাটি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন স্টেট সিনেটর জন লিউ। তিনি জানান, নিউইয়র্ক সিটিতে তার নির্বাচনী এলাকাসহ ইংরেজি ছাড়া ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার কম ছিলো। তার আশঙ্কা, ইংরেজি ভাষাভাষী নন এমন অনেক মানুষ নতুন এই ব্যবস্থা বুঝতে না পারার কারণে তাদের হোমকেয়ার সেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

"হোমকেয়ার সেবা গ্রহীতাদের সবাইকে নতুন ব্যবস্থায় স্থানান্তরের জন্য আরো সময় প্রয়োজন", জানিয়ে লিউ বলেন, "কেউ যেনো বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতেই আমাদের এই সময়সীমা পেছানো দরকার।"

এ বিষয়ে রাজ্যের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট সবসময়ই বলে এসেছে, নতুন সময়সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের। সময়সীমাটি পরিবর্তনের জন্য নিউইয়র্কের আইনসভায় কোন প্রস্তাব আনা হলে সিনেটর লিউ তা সমর্থন করবেন কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বছরের বাজেটে ওই সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্কে নির্বাহী বাজেট প্রক্রিয়ায় প্রথমে ভারসাম্যপূর্ণ একটি বাজেট পরিকল্পনা তৈরি করে আইনসভার অধিবেশনে তা পেশ করেন রাজ্যের গভর্নর।

পরবর্তী ধাপে আইনসভার দুই কক্ষের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন গভর্নর। এরপর পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়ন করে আইনসভা। সংবিধানে নির্ধারিত গভর্নরের আর্থিক দায়িত্বগুলো পালন করে রাজ্য সরকারের নির্বাহী শাখার অন্তর্ভুক্ত বাজেট ডিপার্টমেন্ট।

গভর্নরের কার্যালয় থেকে দেওয়া উপরোল্লিখিত বিবৃতির বাইরে এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে নিউইয়র্কের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট।

আ.লীগ নিষিদ্ধের পরিকল্পনাও নেই

বৈঠকে ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার কোনো পরিকল্পনা অন্তর্বর্তী সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে ভোটের তারিখ পেছানো ও পেছানো হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ড. কমফোর্ট ইরো নেতৃত্বাধীন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা জানান, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার কোনো পরিকল্পনা অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। তবে হত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত দলটির নেতাদের আদালতের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাউন্ডিং মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ নেতাদের হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করার বিষয়টিও উড়িয়ে দেননি অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান। তিনি বলেন, 'এটাও আলোচনা রয়েছে।'

এ সময় কোনো দাবির মুখে ভোট পেছানোর বিষয়টিও নাকচ করে দেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি নির্বাচনের জন্য দুটো সময়সীমার কথাও তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি আশ্বস্ত করেন, এই সময়সীমায় কোনো পরিবর্তন আসবে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক ইউনূস জানান, যদি রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম সংস্কার চায় তাহলে এ বছরের ডিসেম্বরেই নির্বাচন হবে। আর যদি বড় আকারে সংস্কার চায় তাহলে নির্বাচন হতে পারে পরবর্তী বছরের জুনের মধ্যে। ড. ইউনূস বলেন, 'নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।' নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলেও প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন তিনি।

ড. ইউনূস জানান, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। এর মাধ্যমে জুলাই চার্টার তৈরি করা হবে যা পরবর্তীতে সরকারকে বিভিন্ন নীতিগ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

ঘুষ গ্রহণের মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক হুমায়ুন কবির (সাব্বির) হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিতে ঘুষ লেনদেনের মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ আটজন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক মো. আবু তাহের আজ বৃহস্পতিবার এ রায় দেন। প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন লুৎফুজ্জামান বাবরের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম।

মামলা থেকে খালাস পাওয়া অপর সাতজন হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, তাঁর দুই ছেলে সাফিয়াত সোবহান ও সাদাত সোবহান, তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সহকারী সচিব (এপিএস) মিয়া নুরুদ্দিন অপু, আবু সুফিয়ান ও কাজী সালিমুল হক কামাল ওরফে ইকোনো কামাল। রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির ছিলেন আবু সুফিয়ান ও কাজী সেলিমুল হক।

আইনজীবী আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানি করার জন্য তারেক রহমান, লুৎফুজ্জামান বাবরসহ অন্যদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা করেছিল (দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তারেক রহমানসহ অন্য আসামিদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

মামলা ও আদালতের নথিপত্রের তথ্য অনুযায়ী, বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় ২০০৬ সালের ৪ জুলাই মামলা হয়। এই হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিতে ২১ কোটি টাকা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ৪ অক্টোবর মামলা করে দুদক। মামলায় ৮ আসামির বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের ২৩ এপ্রিল দুদক অভিযোগপত্র দেয়। একই বছরের ১৪ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত।

আব্দুল করিম কিমের মায়ের মৃত্যুতে শোক

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেটের নাগরিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার ও ধরিত্রী রক্ষায় আমরা- ধরা সিলেটের সদস্য সচিব আব্দুল করিম চৌধুরী কিমের মা ছালেহা খাতুন চৌধুরী (৮৬) বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) বিকেলে সিলেট হাউসিং এস্টেটের নিজ বাসায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

বৃহস্পতিবার বাদ তারাবিহ্ দরগাহ্'ই হযরত শাহ্ জালাল (র.) জামে মসজিদ সিলেটে মরহুমার জানাজার নামাজ শেষে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ছালেহা খাতুনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়কারী ও ধরিত্রী রক্ষায় আমরা ধরা'র কেন্দ্রীয় মহাসচিব শরীফ জামিল, সিলেট মেট্রো পলিটন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মো. ইকরামুল ওয়াদুদ প্রমুখ।

দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা হয়রানিমূলক

টিউলিপ সিদ্দিকের দাবি

ঢাকা ডেস্ক

টিউলিপ সিদ্দিক

সাবেক ব্রিটিশ লেবার মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁকে 'লক্ষ্যবস্তু করে ও ভিত্তিহীন' প্রচারণা চালাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) পাঠানো এক চিঠিতে টিউলিপের আইনজীবীরা বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ 'মিথ্যা ও হয়রানিমূলক' এবং তদন্তকারীরা কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ তাঁকে জানাননি, কিন্তু সেগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে। টিউলিপ সিদ্দিক গত জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্যের ট্রেজারি বিভাগের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ওই পদে থাকাকালে তিনি যুক্তরাজ্যের আর্থিক দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন।

হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট আসন থেকে নির্বাচিত এই এমপি তখন বলেছিলেন, তিনি কোনো ভুল করেননি, তবে সরকারকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে চান না বলেই পদত্যাগ করেছেন।

টিউলিপ সিদ্দিকের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন বিবিসিকে বলেছেন, এই অভিযোগ 'কোনোভাবেই লক্ষ্যবস্তু করে করা হয়নি বা ভিত্তিহীন নয়' এবং তদন্ত 'দুর্নীতির নথিভিত্তিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে' চলছে।

আব্দুল মোমেন বলেন, 'টিউলিপ সিদ্দিক আদালতের কার্যক্রম এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি বাংলাদেশে এসে আইনি সহায়তা নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব।' তিনি আরও বলেন, দুদকের গণমাধ্যম ব্রিফিং নিয়মিত ও পেশাদারির সঙ্গে পরিচালিত হয় এবং এতে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।

জানুয়ারিতে যখন টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তিনি নিজেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নৈতিকতাবিষয়ক উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাসকে বিষয়টি তদন্তের অনুরোধ জানান। স্যার লরি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, তিনি কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাননি। তবে তিনি উল্লেখ করেন, টিউলিপ তাঁর ফুপু ও বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে সম্ভাব্য 'সুনামের ঝুঁকি' সম্পর্কে আরও সতর্ক হলে ভালো হতো। টিউলিপের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার বলেন, তাঁর জন্য 'ফিরে আসার দরজা খোলা আছে।'

বাংলাদেশের একটি অবকাঠামো (পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প) প্রকল্প থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেছেন শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা—এমন একটি অভিযোগের তদন্ত করছে দুদক। এই তদন্তের ভিত্তি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ববি হাজ্জাজের একটি অভিযোগ।

বিবিসি দেখেছে, আদালতের নথিতে হাজ্জাজ দাবি করেছেন—২০১৩ সালে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের দাম অতিরিক্ত বাড়ানোর ক্ষেত্রে সিদ্দিক ভূমিকা রেখেছিলেন। দুদকে পাঠানো চিঠিতে টিউলিপের আইনজীবীরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তিনি ওই পরমাণু প্রকল্পে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না, যদিও ২০১৩ সালে ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা ও ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার ছবি রয়েছে।

চিঠিতে টিউলিপ সিদ্দিক দাবি করেছেন, তিনি কোনো ধরনের আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি বলেছেন, 'রাষ্ট্রপ্রধানদের সফরে পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো অস্বাভাবিক নয়।'

এ ছাড়া, চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ২০০৪ সালে লন্ডনের কিংস ক্রসে যে ৭ লাখ পাউন্ড মূল্যের ফ্ল্যাট সিদ্দিককে দেওয়া হয়েছিল, সেটি 'দুর্নীতির অর্থ থেকে এসেছে' এই দাবি 'হাস্যকর' ও 'অসম্ভব'। কারণ, এটি পরমাণু প্রকল্পের চুক্তির ১০ বছর আগের ঘটনা।

স্যার লরি ম্যাগনাস তাঁর তদন্তে বলেন, 'অনেক দিন ধরে তিনি (টিউলিপ) জানতেন না, তাঁর কিংস ক্রসের ফ্ল্যাটের মালিকানা কীভাবে এসেছে, যদিও তিনি তখন উপহারসংক্রান্ত ভূমি রেজিস্ট্রির ফর্মে স্বাক্ষর করেছিলেন।' তিনি আরও বলেন, টিউলিপ আগে মনে করতেন তাঁর বাবা-মা ফ্ল্যাটটি কিনে দিয়েছেন, তবে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁকে এই তথ্য সংশোধন করতে হয়েছিল। স্যার লরি এটিকে 'একটি দুর্ভাগ্যজনক ভুল বোঝাবুঝি' হিসেবে উল্লেখ করেন, যা 'অজান্তেই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল।'

দুদকে পাঠানো চিঠিতে টিউলিপের আইনজীবীরা নিশ্চিত করেছেন, কিংস ক্রসের ফ্ল্যাটটি তাঁকে দিয়েছিলেন আবদুল মোতালিফ। চিঠিতে তাঁকে 'একজন ইমাম ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, টিউলিপের কাছে ধর্মপিতার মতো' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ঢাকায় ভূমি আত্মসাতের অভিযোগের ব্যাপারেও দুদকের গণমাধ্যমে দেওয়া তথ্য ভিত্তিহীন। চিঠিতে দুদকের গণমাধ্যম ব্রিফিংকে 'যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'দুদক বা বাংলাদেশের কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষ কখনোই টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিকভাবে, স্বচ্ছভাবে বা ন্যায্যভাবে উত্থাপন করেনি।'

টিউলিপের আইনজীবীদের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা দাবি করছি, আপনারা অবিলম্বে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগ তৈরি বন্ধ করুন এবং গণমাধ্যমে আর কোনো বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন।' এতে আরও বলা হয়েছে, দুদককে ২৫ মার্চের মধ্যে টিউলিপকে প্রশ্ন পাঠাতে হবে, অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে, 'তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বৈধ অভিযোগ নেই।'

এদিকে, দুদক জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যে সিদ্দিকের আইনজীবীদের চিঠির জবাব দিয়েছে। বিবিসির হাতে আসা সেই চিঠিতে দুদকের এক মুখপাত্র অভিযোগ করেছেন, 'টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশির ভাগ সময় দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগের অনুগতদের মালিকানাধীন বাড়িতে বসবাস করেছেন', যা প্রমাণ করে যে তিনি দলটির দুর্নীতির সুবিধাভোগী ছিলেন।

দুদকের মুখপাত্র আরও বলেন, টিউলিপ 'হাসিনা সরকারের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জানতেন না' বলে যে দাবি করেন, তা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তারা যথাসময়ে তাঁর আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

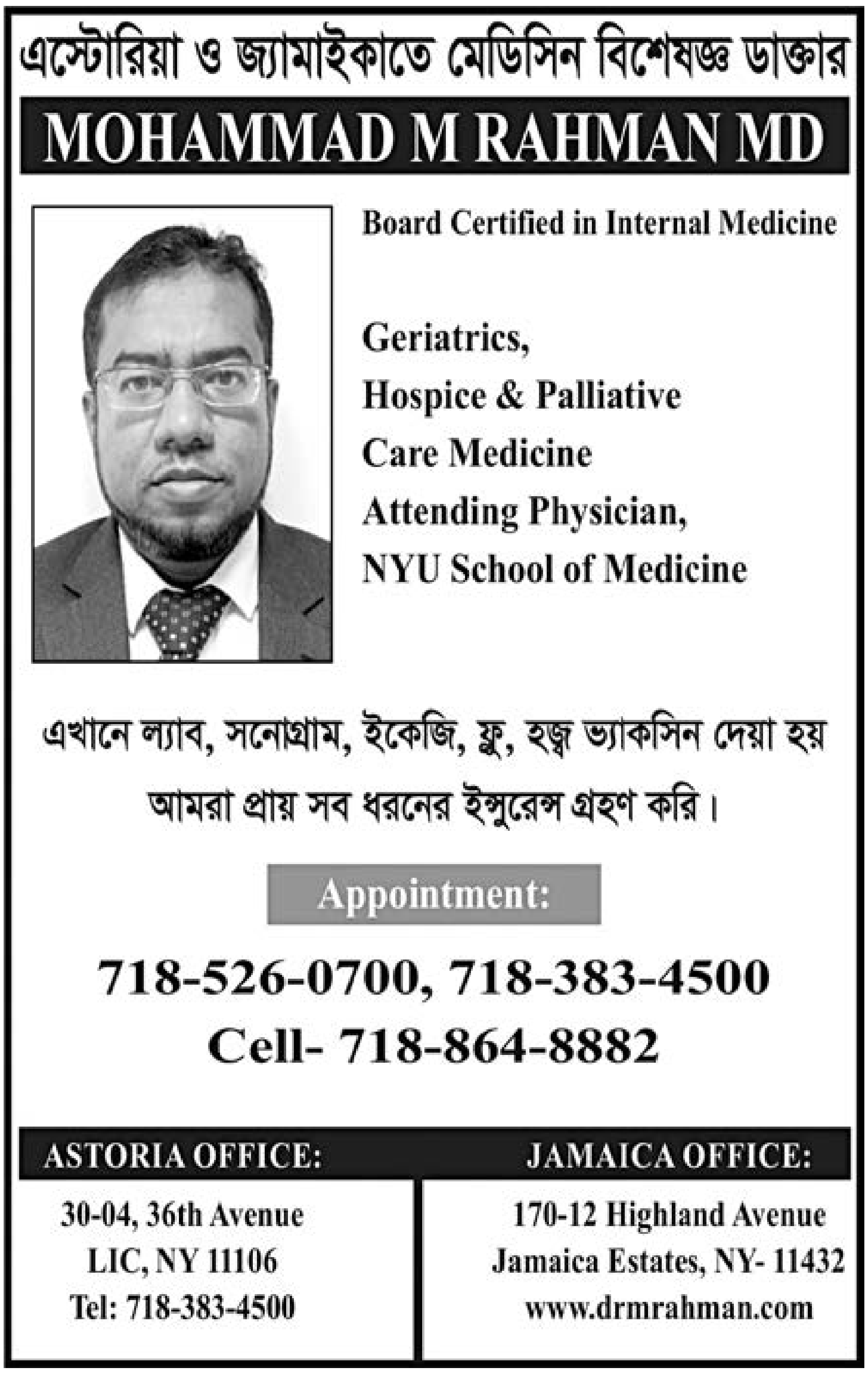

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst · CenterLight · Anthem · Hamaspik · MetroPlusHealth · SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW!
718-516-3425

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C, Ozone Park, NY 11416

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলবার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ইফতার মাহফিল

সুব্রত চৌধুরী

সম্প্রীতির বন্ধনে 'জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি'র ফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । বুধবার (১২ মার্চ) সন্ধ্যায় নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটির মসজিদ আল হেরায় এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় আমেজের এ ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে বসেছিল প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর মিলন মেলা।

ইফতার মাহফিলে মুসলিম উম্মাহর সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন মসজিদ আল হেরার খতিব, মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন ।

ইফতারের পূর্বে প্রবাস প্রজন্মের আম্মার চৌধুরী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

মাহফিল শুরুর আগে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম টফি ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শহীদ, কাউন্সিল এট লারজ প্রার্থী সোহেল আহমেদ।

সাউথ জার্সিতে বসবাসরত প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইফতার মাহফিলে যোগ দেন। অংশ নেন বিপুল সংখ্যক মহিলাও।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ইফতার পার্টি

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (১৫ মার্চ) কুইন্সের আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হলে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। ইফতারের আগে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করা হয়। এরপর পবিত্র মাহে রমযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এসময় সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ ইসলাম দোলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক রেজু মোহাম্মদ বাঙ্গালী কমিউনিটিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সবাইকে একে অপরের পাশে থাকার আহবান জানান।

ইফতার অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সদস্য ও তাদের পরিবার ছাড়াও মুলধারার রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, টানা ২২ বছর ধরে কমিউনিটির সেবা আর মূল ধারার রাজনীতির সাথে সেতুবন্ধন তৈরী করতে এই ইফতার পার্টির আয়োজন করে আসছে সংগঠনটি। শুধু ইসলাম নয়, সকল ধর্ম বর্ণের সাথে সম্প্রতি গড়তেই জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি কাজ করছে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

শেখ শফিকুর রহমান

পবিত্র রমজান উপলক্ষে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৮ মার্চ) এস্টোরিয়ার ভেরাইটি বয়েজ এন্ড গার্লস ক্লাবের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল।

সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রহুল আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএর সভাপতি মো. বদরুল হোসেনখান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক মো. আবু তাহের, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজ উদ্দীনসোহাগ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহসভাপতি শামীম আহমদ, ব্যবসায়ী বশির খান, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএর উপদেষ্টা গহর কিনু চৌধুরী, সাবেক কমিশনার মো. আকবর আলী, সাবেক সভাপতি মো. তোজাম্মল হোসেন, মৌলভীবাজর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির উপদেষ্টা মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মো. জালাল চৌধুরী। ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

শেখ হাসিনার স্বার্থসংশ্লিষ্ট আরও ৩১ ব্যাংক হিসাবের ৩৯৪ কোটি টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ

ঢাকা ডেস্ক

শেখ হাসিনা

গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও বোন শেখ রেহানাসহ তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আরও ৩১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই নির্দেশ দেন। এই ব্যাংক হিসাবগুলোতে ৩৯৪ কোটি ৬০ লাখ ৭২ হাজার ৮০৫ টাকা রয়েছে বলে দুদক জানিয়েছে।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন। দুদকের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে থাকা এসব অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর ও ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে বলে দুদক জানতে পেরেছে। অবৈধভাবে এসব অর্জিত সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। ব্যাংক হিসেবে থাকা এসব অর্থ হস্তান্তর স্থানান্তর ও ব্যাহত হলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। তাই ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা জরুরি বলে মনে করছে দুদক।

এর আগে ১১ মার্চ ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও বোন শেখ রেহানাসহ তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১২৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন আদালত। ওই ১২৪টি ব্যাংক হিসেবে ৫৭৮ কোটি টাকা জমা রয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলামের 'ইফতার মাহফিল'

সুব্রত চৌধুরী

পবিত্র রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাস। এই সিয়াম সাধনার মাসে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের উদ্যোগে 'ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়।

গত রোববার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় আটলান্টিক এভিনিউতে অবস্থিত 'মসজিদ আল হেরা'য় এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলে মুসলিম উম্মাহর সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন মসজিদ আল হেরার খতিব, মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন ।

আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ইফতার মাহফিলে যোগ দেন। ইফতার মাহফিলে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

ধর্মীয় আমেজে এ ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে মসজিদ আল হেরায় প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজনের মিলনমেলা বসেছিল। মো. জহিরুল ইসলাম বাবুল ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের ইফতার

ব্রঙ্কস

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ইফতার মাহফিল ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ মার্চ (শনিবার) ব্রঙ্কসের পিএস ১০৬ এর হলরুমে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল ও সহ সাধারণ সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ। এসময় নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের মেয়র অফিসের মুসলিম সিনিয়র এডভাইজার মোহাম্মদ আমীন, চিফ অফ স্টাফ মীর বাশার, মুসলিম লিয়াজো অফিসার মোহাম্মদ মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় বি গ্রুপ থেকে প্রথম স্থান অধিকারী আব্দুর রহমান সালেহ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীসহ অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। ইফতারের পূর্বে বায়তুল আমান মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আজির উদ্দিন বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনুর সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও আয়োজন কমিটির আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, এ্যালেগ্রা সিডিপ্যাপ হোম কেয়ারের পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ আরও বক্তব্য রাখেন শেখ আল মামুন প্রমুখ।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির কেরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে প্রবাসে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে কেরাত প্রতিযোগিতা। সেই সাথে ছিলো দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন। গত ৯ মার্চ উড হ্যাভেনের জয়া হল অডিটোরিয়ামে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।

এতে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে নারী-পুরুষ, যুবক ও নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিতে পুরো অডিটোরিয়াম কানায় কানায় ভরে যায়।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলীসহ অন্য কর্মকর্তারা অতিথিদের বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাসহ বিশেষ অতিথিদের মঞ্চে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সভপতি আতাউর রহমান সেলিম সবার খোঁজ খবর নেন।

ইফতারের পূর্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা, সাবেক সভাপতি ড: মাইনুল ইসলাম মিয়া, ডা. ওয়াদুদ ভুইয়া, নার্গিস আহমদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার, রুহুল আমিন সিদ্দীকী, উপদেষ্টা আজিমুর রহমান বুরহান ও ওয়াসী চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, আহ্বায়ক কামরুজ্জামান কামরুল, প্রধান সমন্বয়কারী এ বি সিদ্দিক পাটোয়ারি।

ইফতার অনুষ্ঠানের পূর্বে কেরাত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ডালাসে জেমসের কনসার্ট ১৪ জুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মঞ্চে নগরবাউলখ্যাত জেমস মানেই শ্রোতাদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এবার এই রকস্টার পাড়ি জমাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে টেক্সাসের ডালাস শহরে গাইবেন তিনি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেমসের মুখপাত্র রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন।

আগামী ১৪ জুন নগরবাউল মাতিয়ে তুলবেন ডালাসের প্ল্যানো ইভেন্ট সেন্টার। আয়োজকরা বলছেন, ‘এটি হবে বাংলাদেশের কোনো ব্যান্ডের জন্য সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক এক কনসার্ট।’

ইতোমধ্যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম টিকিটফাইওস.কমে ‘চ্যাপ্টার টু: জেমস লাইভ ইন ডালাস’ শীর্ষক এ কনসার্টের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুনলাইট ইভেন্টস জানায়, বিশাল একটি ভেন্যুকে ৮টি ধাপে ভাগ করে টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে টিকিটের দাম ৪৯-১৫০ ডলার পর্যন্ত।

আয়োজকদের অন্যতম সাজ্জাদুল ইসলাম গণমাধ্যমে বলেন, ‘ডালাসে এর আগে এত বড় ভেন্যুতে কোনো বাংলাদেশি ব্যান্ড পারফর্ম করেনি। এটি শুধু একটি কনসার্ট নয়, আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’

তিনি আরো বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ভক্তদের জন্য এটি হবে বিরল এক সুযোগ। জেমস নিজেও মুখিয়ে আছেন তাঁর ভরাট কণ্ঠ আর গিটারে ঝড় তুলতে।’ এর আগে ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরে নগরবাউলের ১০টি কনসার্ট করার কথা থাকলেও ব্যান্ডটির জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাদের ২৫টি শো করতে হয়েছিল! এবারের সফরেও এমন কিছু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত কয়েক মাস ধরে দেশ ও দেশের বাইরের কনসার্ট নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন জেমস। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশে একাধিক কনসার্ট করেছেন তিনি।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ১৭ই মার্চ পালন

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৫তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ই মার্চ (সোমবার) নিউইয়র্কের ওজন পার্কের লাবণ্য রেস্টুরেন্টে দোয়া মাহফিল ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ মাসুদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, হাজী এনামুল হক দুলাল এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি শাহ সেলিন, যুগ্ম সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ ও নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শাহ সেলিম, যুগ্ম আহ্বায়ক লিটন চৌধুরী এবং সমন্বয়কারী রশিদ রানা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী, সহ সভাপতি সারওয়ার হোসেন, তানভীর কাউছার, শাহ চিশতী, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোশাহিদ চৌধুরী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি বেলাল।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

নরসিংদী ভৈরব এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির ইফতার মাহফিল

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটিতে 'নরসিংদী ভৈরব এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সি'র উদ্যোগে 'ইফতার ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মার্চ (বুধবার) আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশী আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত ফ্লোরিডা এভিনিউতে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটিতে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে মুসলিম উম্মাহর সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন হাফেজ মওলানা রুহুল আমিন খান।

সাউথ জার্সিতে বসবাসরত প্রবাসী নরসিংদী ভৈরব বাসী সহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ইফতার মাহফিলে যোগ দেন। নরসিংদী ভৈরব এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সি'র সভাপতি ইমরুল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক তোলন হক বাংলাদেশ কমিউনিটির সর্বস্তরের লোকজনকে সপরিবারে ইফতার মাহফিলে যোগদান করে তা সফল করায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার ও দোয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (১৬ মার্চ) এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর আল আমীন জামে মসজিদ ইসলামিক সেন্টারে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির দুই শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা নেসার আহমদ ও মাওলানা হাফিজ ইশরাক আহমদ। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম ও খতিব মাওলানা লুৎফর রহমান চৌধুরী।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট সিনেটর এবং নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রাইমারির প্রার্থী জেসিকা রামোস, নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনে জজ পদপ্রার্থী এটর্নি থমাস এস ফার্নেন্দাজ, আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, নিউইয়র্ক পেসবেটেরিয়ান হাসপাতালের প্রকৌশলী এম রহমান সায়েম, সাংবাদিক রতন তালুকদার, সাঈদ তারেক, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ-এর সাবেক সভাপতি শাহেদ চৌধুরী, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ওয়ানের কর্ণধার নজরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জাহিদ হোসেন।

> অনুষ্ঠানে সিনেটর জেসিকা রামোস কমিউনিটির কল্যাণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনকে তিনি একটি প্রক্লোমেশন স্মারক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সিনেটর জেসিকা রামোস কমিউনিটির কল্যাণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনকে তিনি একটি প্রক্লোমেশন স্মারক প্রদান করেন।

সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ, চৌধুরী সালেহ, হাজী আব্দুর রহমান, সভাপতি সোহেল আহমদ, সহ-সভাপতি কয়েছ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য মীর জাকির, শাহীন হাসনাত, মোহাম্মদ নূরুল হক, আবু সোলেমান, জহিরুল হক চৌধুরী ও আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির ইফতার মাহফিল

প্রতিনিধি

আটলান্টিক সিটিতে 'জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির' উদ্যোগে 'ইফতার ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ মার্চ (মঙ্গলবার) আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশী আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত ২৪২৬ আটলান্টিক এভিনিউতে অবস্থিত মসজিদ আল হেরায় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে মুসলিম উম্মাহর সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন মসজিদ আল হেরার খতিব মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন । সাউথ জার্সিতে বসবাসরত প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর সহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ইফতার মাহফিলে যোগ দেন। এই ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক মহিলাও অংশগ্রহন করেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আটলানটিক কাউন্টির সভাপতি তাহেরুজ্জামান চৌধুরী জিনু ও সাধারণ সম্পাদক সফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ কমিউনিটির সর্বস্তরের লোকজনকে ধন্যবাদ জানান।

মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগানের ইফতার মাহফিল

বিশেষ প্রতিনিধি

মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের অভিষেক এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় ওয়ারেনের আইওনা মসজিদের ব্যাঙ্কুয়েট হলে মিশিগানে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক মৌলভীবাজার বাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ইয়ামিন সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহমদ আলী পলাশ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আলী সবদর খান বাবরের যৌথ সঞ্চালনায় মঞ্চে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ ও মিশিগানের বাসকারী মৌলভীবাজার জেলার বিশিষ্ট মুরুব্বিরা সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনায় ইফতার মাহফিলে আলাদা ভাবে পুরুষ ও নারী রোজাদারদের জন্য ইফতার পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও কয়েক জন অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।বক্তব্যে এই সুন্দর আয়োজনের জন্য নবনির্বাচিত কমিটি কে ধন্যবাদ জানান।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ নাজমুজ্জামান মানিক উনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইফতার মাহফিলে আগত সকল অতিথি ও মেহমানদেরদের ধন্যবাদ জানান। মাহফিলে যোগ দেয়া বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন বর্তমানে হ্যামট্রামিক সিটি কাউন্সিলের সদস্য, আগামী সিটি কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী মুহিত মাহমুদ, বিশিষ্ট সংগঠক শাহেদুল হক, কুলাউড়ার সন্তান বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব আব্দুর রউফ, লেখক ইশতিয়াক রুপু সহ মিশিগানের বিশিষ্ট জনেরা। ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ ফাহিম আহমদ।

এবার ইসরায়েলে হামাসের রকেট হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ করে গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর এবার তার জবাব দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। আজ বৃহস্পতিবার হামাসের দাবি, তারা তেল আবিবে রকেট হামলা চালিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর বলছে, হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসেম বিগ্রেড এই ঘোষণা দিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, তেল আবিবে ছোড়া রকেট হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রকেটগুলো হয় বাধাগ্রস্ত হয়েছে অথবা খোলা জায়গায় পড়েছে। তবে ইসরায়েলের সঙ্গে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের পরও এই পাল্টা হামলা হামাসের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসেম বিগ্রেড দাবি করে, বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী গণহত্যার জবাবে তারা তেল আবিবের দিকে এম৯০-টাইপের রকেট হামলা চালিয়েছে। হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলও। তারা জানায়, এসব রকেট গাজা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ইসরায়েল দাবি করছে, তাদের সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব রকেটের একটিকে বাধাগ্রস্ত করেছে, অন্য দুটি খোলা জায়গায় আঘাত করে। এর আগে ইসরায়েলি কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, রকেট হামলার জেরে আগে থেকেই সাইরেন বাজাতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ। ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে এই হামলার সাইরেন বাজানো হয়।

এখন পর্যন্ত এসব হামলায় কেউ হতাহত হয়নি বলে দাবি ইসরায়েলের। এর আগে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে গত মঙ্গলবার গাজায় ফের হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ওই হামলায় এখন পর্যন্ত ৭ শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

Home Care
Immigrant Elder Home Care LLC.
হোম কেয়ার
ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না
CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814
JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153
LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549
BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549
OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549
BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756

Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

ভাটেরা এসোসিয়েশনের অভিষেক ও ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৮ মার্চ) কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২৫—২০২৭ সালের জন্য গঠিত ২৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির কর্মকর্তারা শপথগ্রহণ করেন।

প্রথমে সংগঠনের সভাপতি শেখ রাজা মিয়া তালুকদারকে শপথ বাক্য পাঠ করান ভাটেরা এসোসিয়েশন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু। পরে নতুন সভাপতি অন্যান্য কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর সকল কর্মকর্তাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। শপথ গ্রহণ ও ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেয়ায় অনুষ্ঠানটি ভাটেরাবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি— শেখ রাজা মিয়া তালুকদার, সহ সভাপতি— আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, সৈয়দ সালাহউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক— হারুনুর রশীদ তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক— ফরহাদুল ইসলাম লিটু, অর্থ সম্পাদক— সুরমান আহমেদ সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক— এনাম আরাফাত রবি সিদ্দিকী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক— সৈয়দ এস আহমেদ টিপু, প্রচার সম্পাদক— মোহাম্মদ ওয়ালিউর রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক— সুমন আহমেদ, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক— শাহ মিজান, সাদ্যস্যিক সম্পাদক— ফয়সাল আহমেদ সিদ্দিকী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক— তালুকদার আদনান নিজাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক— মোহাম্মদ শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক— বাপ্পু তালুকদার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক— আব্দুস শহীদ সিদ্দিকঅ সেফুল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক— তালুকদার আদনান বাসার আসিফ, ধর্ম সম্পাদক— মোহাম্মদ শাহ আলম, গণ সংযোগ সম্পাদক— শিপন আহমেদ, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক— শাহ রিপন, মহিলা সম্পাদিকা— তাহমিনা আক্তার সিদ্দিকা, কার্যকরী সদস্য— সাইফুল ইসলাম, তারেকুল ইসলাম জুয়েল, আব্দুস সামাদ, শামীম আহমদ, মোহাম্মদ জায়েদ তালুকদার সায়েফ, শাহ নেওয়াজ ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত মান্না, সায়েদ খান, তালুকদার বদরুল, তানভীর তালুকদার এনাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার উপর

মার্কিন নাগরিক গ্লেজম্যানকে মুক্তি তালেবানের, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দুই বছর ধরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে তালেবানের হাতে বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন মার্কিন নাগরিক জর্জ গ্লেজম্যান। বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার রাতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্ক রুবিও একটি এক্স পোস্টে তাঁর মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রুবিও গ্লেজম্যানের মুক্তিকে একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে তিনি কাতার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কারণ তারা এই মুক্তির জন্য জটিল আলোচনা পরিচালনায় সহায়তা করেছে। এর আগে কাতার-ভিত্তিক আল-জাজিরাকে সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জালমায় খলিলজাদ জানিয়েছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আমেরিকান জনগণের প্রতি সদিচ্ছা প্রকাশের অংশ হিসেবে গ্লেজম্যানকে তালেবান মুক্তি দিয়েছে।

জর্জ গ্লেজম্যান একজন বিমান প্রকৌশলী। তিনি ষাটের কোঠায় রয়েছেন। ২০২২ সালে তিনি পাঁচ দিনের জন্য আফগানিস্তানের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে অন্বেষণ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তালেবান তাঁকে আটক করে।

মার্কিন কংগ্রেসে গ্লেজম্যানের মুক্তির দাবিতে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল—তিনি আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন।

এই মুক্তির মধ্য দিয়ে তালেবান ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনার নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন বন্দী বিষয়ক দূত অ্যাডাম বোয়েলার তালেবানের সঙ্গে বন্দী মুক্তি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার কাজটি করেছেন। বোয়েলার ইতিপূর্বে হামাসের সঙ্গেও সরাসরি সাক্ষাৎ করেছিলেন, যা ইসরায়েলের পক্ষ থেকে সমালোচনার মুখে পড়ে।

ইউরোপকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন উরসুলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, 'এই দশকের মধ্যেই ইউরোপকে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারণ আমরা আর আমেরিকার ওপর নির্ভর করতে পারি না।'

তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) ৮০০ বিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে একটি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কর্মসূচি পুনরায় চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন। ডেনমার্কে সামরিক ক্যাডেটদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে এমন একটি কার্যকর ইউরোপীয় যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রয়োজন, যা সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম দ্রুত পরিবহনে সহায়ক হবে। এর জন্য স্থলপথ, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরগুলোর উন্নয়ন জরুরি।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু সামরিক পরিবহন ব্যবস্থা নয়, বরং আমাদের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, গোলাবারুদ, আর্টিলারি সিস্টেম ও ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হবে।'

উরসুলা ভন ডার লিয়েন সতর্ক করেছেন, 'রাশিয়া ভবিষ্যতে ইউরোপীয় গণতন্ত্রগুলোর বিরুদ্ধে একটি বড় সংঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'যখন আমাদের দীর্ঘদিনের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দিকে মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে, তখন আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য থাকছে না। আমরা এখন আবার ক্ষমতার লড়াই এবং প্রভাব বিস্তারের যুগে ফিরে যাচ্ছি।'

তিনি ইউক্রেনের জন্য 'জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স' গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, ইউক্রেনকে ২০ লাখ আর্টিলারি শেল, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও স্ট্রাইক মিসাইল সরবরাহের বিষয়ে ব্রাসেলসে আলোচনা হচ্ছে। উরসুলা বলেন, 'ইউরোপ প্রস্তুত। পরিবর্তন অনিবার্য, আর ইতিহাসের প্রবাহে আমাদের ঠেলে দেওয়া হলে চলবে না। আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

হামলা করবেন না বলে জানালেন পুতিন, এরপর হামলা?

ইউক্রেনে জ্বালানি অবকাঠামোতে ৩০ দিনের জন্য হামলা বন্ধে রাজি হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে ৯০ মিনিট কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই সময় তিনি হামলা বন্ধে রাজি হন। কিন্তু প্রতিশ্রুতির পরও ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়া হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, ক্রেমলিনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পুতিন ৩০ দিনের জন্য ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো আক্রমণ বন্ধে রাজি হয়েছেন। যদিও ইউক্রেন ট্রাম্পের এই প্রস্তাবের বিষয়ে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেনি। আর রাশিয়া বলছে, হামলা বন্ধ করা হবে শুধু আমেরিকা সহায়তা বন্ধ করলে।

এদিকে, আলোচনার পরও হামলা বন্ধ হয়নি। দুই দেশই হামলা অব্যাহত রেখেছে। বিমান হামলা হয়েছে বেশ কয়েকটি অবকাঠামোতে। এর জেরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির অভিযোগ, পুতিন তাঁর কথামতো কাজ করেননি। তিনি তাঁর কথা রাখেননি। একই অভিযোগ রাশিয়ারও। তাদের দাবি, তেল অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইউক্রেন।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED?

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

এডমন্টনে কিড রানওয়ে শোতে বাংলাদেশের আরিশা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফ্যাশন দুনিয়ায় শিশুদের সৃজনশীলতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কিড রানওয়ে শো এক অনন্য উদ্যোগ। ১৫ মার্চ, ২০২৫-এ এডমন্টন কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'আইকেআর এডমন্টন কিড রানওয়ে শো'-তে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে ১০ বছর বয়সী বাংলাদেশি-কানাডিয়ান শিশু মডেল আরিশা। তার আত্মবিশ্বাসী হাঁটা ও আকর্ষণীয় উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের অংশগ্রহণে এই ইভেন্টটি এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে। গর্বিত বাবা-মা ইশরাত ও খালেদ বলেন, "আমাদের মেয়ের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস দেখে আমরা অভিভূত। এই প্ল্যাটফর্ম তাকে নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক (বিএনজেনেট)-এর সভাপতি ও দৈনিক একাত্তরের চেতনার সম্পাদক দেলোয়ার জাহিদ, যিনি শিশুদের এই অর্জনকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।

এই শোতে ওকলি রে হস্তনির্মিত, বেলেজাফ্রিক, এমওএ, ড্রিপি, এনহলে বেবস কৌচার, ফ্রকসনফ্রেকলসসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় ব্র্যান্ড তাদের পোশাক প্রদর্শন করে। বাবা-মা, ফ্যাশন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য অতিথিদের সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক কিড রানওয়ে শো শিশুদের জন্য একটি পেশাদার ফ্যাশন ইভেন্ট, যেখানে তাদের জন্য ডিজাইন করা পোশাক প্রদর্শিত হয়। সাধারণত নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন ও মিলানের মতো বড় ফ্যাশন হাবগুলোতে এই ধরনের শো অনুষ্ঠিত হয়। এই ইভেন্ট কেবলমাত্র ফ্যাশনের জন্য নয়, বরং শিশুদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার, সৃজনশীলতা বিকাশের এবং পরিবারগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে কিড রানওয়ে শো তাদের ভবিষ্যতের পথচলাকে সমৃদ্ধ করছে। আরিশার মতো প্রতিভাবান শিশুরা এর মাধ্যমে স্বপ্ন দেখছে আরও বড় কিছু অর্জনের।

ট্রাম্প প্রশাসনের ২৫ হাজার প্রোবেশনারি কর্মীকে পুনর্বহাল

ফেডারেল সরকার

২৫ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করার স্বীকার করলেও তাদের সবাইকে চাকরিতে ফেরত আনার কাজ করছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

- ফেডারেল সরকারের আকার কমাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইলন মাস্ক সম্প্রতি যে কর্মসূচি হাতে নেন, তার অংশ হিসেবে ওই ২৫ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়।
- ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত ১৯টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সম্প্রতি শিক্ষানবিশ কর্মীদের গণহারে ছাঁটাই করা নিয়ে মামলা করা হয়।

এইচ বি রিতা

সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া ফেডারেল সরকারের প্রায় ২৫ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করার কথা প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেই সঙ্গে কর্মীদের চাকরিচ্যুত করাটা অবৈধ হয়ে থাকতে পারে, একজন বিচারকের এ আদেশের পর ফেডারেল সংস্থাগুলো তাদের সবাইকে চাকরিতে ফেরত আনার কাজ করছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। আদালতে ট্রাম্প প্রশাসনের দাখিল করা নথিপত্রে এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর ফেডারেল আদালতে গত সোমবার দাখিল করা হয় এসব নথিপত্র। নথিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৮টি সংস্থার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিবৃতিও রয়েছে। তারা সবাই বলেছেন যে চাকরিতে পুনর্বহাল করা শিক্ষানবিশ কর্মীদের সবাইকে অন্তত সাময়িক সময়ের জন্য হলেও প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল।

ফেডারেল সরকারের আকার কমাতে (খরচ ও জনশক্তি) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ধনকুবের ইলন মাস্ক সম্প্রতি যে বড় কর্মসূচি হাতে নেন, তার অংশ হিসেবে ওই ২৫ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। এ নিয়ে সমালোচনা ও বিক্ষোভ শুরু হলে মামলা করা হয় বিভিন্ন স্থানে।

ফেডারেল সরকারের আকার কমাতে (খরচ ও জনশক্তি) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ধনকুবের ইলন মাস্ক সম্প্রতি যে বড় কর্মসূচি হাতে নেন, তার অংশ হিসেবে ওই ২৫ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। এ নিয়ে সমালোচনা ও বিক্ষোভ শুরু হলে মামলা করা হয় বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু এই প্রথম প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মীদের বরখাস্ত করা নিয়ে স্বীকারোক্তি ও তাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে আদালতে নথি দাখিল করা হলো।

অধিকাংশ সংস্থার কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা কয়েক শ করে কর্মীকে চাকরিচ্যুত করেছেন। এর মধ্যে অর্থ বিভাগের প্রায় ৭ হাজার ৬০০ জন, কৃষি বিভাগের প্রায় ৫ হাজার ৭০০ এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ৩ হাজার ২ শতাধিক রয়েছেন।

এ ঘটনায় মামলা হলে বাল্টিমোর ফেডারেল আদালতের ডিস্ট্রিক্ট জজ জেমস ব্রেডার ১৩ মার্চ এক আদেশ দেন। আদেশে তিনি বলেন, গত মাসে শিক্ষানবিশ কর্মীদের গণহারে চাকরিচ্যুতি শুরু করার যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা অবৈধ। পাশাপাশি, এ নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার আদেশ দেন তিনি।

সংস্থাগুলোকে তাদের কর্মীদের বরখাস্ত করার পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার বিষয়টি এ আদেশে আটকে দেওয়া হয়নি। তবে যেভাবে গণহারে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে, সেটিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আদালত আরও বলেছেন, ব্যাপকভাবে কর্মীদের চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর উচিত নিয়মকানুন মেনে চলা।

শিক্ষানবিশ কর্মীদের তাদের বর্তমান ভূমিকায় সাধারণত এক বছরের কম সময় দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। তবে যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাদের কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে ফেডারেল কর্মী হিসেবে কাজ করছেন।

গত মঙ্গলবার এক সংক্ষিপ্ত আদেশে বিচারক জেমস ব্রেডার বলেন, সংস্থাগুলো তার দেওয়া রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে অর্থবহ অগ্রগতি করেছে বলে দৃশ্যমান হচ্ছে। তিনি সংস্থাগুলোকে আগামী সোমবার বিকেলের মধ্যে কর্মীদের চাকরিতে পুনর্বহালের অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে হালনাগাদ তথ্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তিনি তার আদেশে ‘যথেষ্ট সাড়া’ আশা করছেন।

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিয়েছিল যে শিক্ষানবিশ কর্মীদের প্রত্যেককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের কর্মদক্ষতা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণে। তবে ১৩ মার্চ ব্রেডার তার একআদেশে বলেছিলেন, প্রশাসনের এ বক্তব্য সত্য নয় এবং বরখাস্ত করা শিক্ষানবিশ কর্মীদের সহায়তা করতে তাদের দায়দায়িত্ব রয়েছে।

ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত ১৯টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সম্প্রতি শিক্ষানবিশ কর্মীদের গণহারে ছাঁটাই করা নিয়ে মামলা করা হয়। এমন প্রেক্ষাপটে বিচারক ওই আদেশ দিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশ মেনে কর্মী ছাঁটাই ও খরচ কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া সব ফেডারেল সংস্থার জন্যই তার আদেশ প্রযোজ্য হবে।

বিচারকের এ আদেশের আগে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিয়ে বলেছিল যে শিক্ষানবিশ কর্মীদের প্রত্যেককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের কর্মদক্ষতা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণে। তবে ১৩ মার্চ ব্রেডার তার আদেশে বলেছিলেন, প্রশাসনের এ বক্তব্য সত্য নয় এবং বরখাস্ত করা শিক্ষানবিশ কর্মীদের সহায়তা করতে তাদের দায়দায়িত্ব রয়েছে।

১৩ মার্চ ব্রেডারের এ আদেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে সান ফ্রান্সিসকোর আদালতে এক শুনানিতে আরেক বিচারক উইলিয়াম অ্যালসুপ ছয়টি সংস্থার বরখাস্ত হওয়া কর্মীদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেন।

হান্টার নিরাপত্তায় ১৮ এজেন্টের সবাইকে প্রত্যাহার ট্রাম্পের

রোকেয়া দীপা

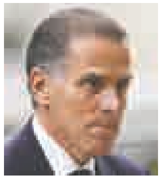

হান্টার বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের সরকারি দেহরক্ষীদের প্রত্যাহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাবেক ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনসহ জো বাইডেনের মেয়ে অ্যাশলি বাইডেনের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথে এক পোস্টে লিখেছেন, ‘হান্টার বাইডেনের নিরাপত্তায় ১৮ জনের বেশি মানুষ নিয়োজিত। এটি “হাস্যকর” ব্যাপার।’

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকায় মার্কিন সহায়তা বন্ধ করার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছেন, হান্টার বাইডেন সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছুটি কাটিয়েছেন।

ওই পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘দয়া করে জেনে রাখুন, খুব শিগগির হান্টার বাইডেন আর সিক্রেট সার্ভিসের সুরক্ষা পাবেন না। একইভাবে অ্যাশলি বাইডেনের ১৩ জন এজেন্টকেও প্রত্যাহার করা হবে।’

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন শুধু দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাদের স্ত্রীদের সুরক্ষা দেয়। তবে তাদের সন্তানদের বয়স ১৬ বছরের কম হলে তাদেরও সুরক্ষা দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে সাবেক প্রেসিডেন্টদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ার বিধান না থাকলেও ক্ষমতা ছাড়ার পর তারা প্রায়ই তাদের সন্তানদের জন্য সরকারি নিরাপত্তার বাড়িয়ে নেন।

ট্রাম্পের পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সিক্রেট সার্ভিসের এক মুখপাত্র এএফপিকে বলেন, হান্টার ও অ্যাশলি বাইডেনের সুরক্ষা বাতিলের বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত আছেন। তিনি বলেন, সিক্রেট সার্ভিস এ সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

ওয়াশিংটনে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের সংঘাত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে গত কয়েকদিনে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একটি বিচারককে অভিশংসন করার দাবি জানালেও, প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস সেটি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে সেই বিচারককে নিয়ে, যিনি ট্রাম্পের অভিবাসী বিতাড়ন পরিকল্পনা বাতিল করেছিলেন।

সোমবার (১৭ মার্চ) ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশাল'-এ একটি উত্তপ্ত পোস্টে ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ জেমস ই. বোয়াসবার্গকে "অশান্তিকারী ও উত্তেজনাকারী" আখ্যা দিয়ে তার অপসারণ দাবি করেন। বোয়াসবার্গ ১৮শ শতকের "অ্যালিয়েন এনিমি অ্যাক্ট" ব্যবহার করে ভেনেজুয়েলার অভিবাসীদের দ্রুত ডিপোর্ট করার ট্রাম্প প্রশাসনের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন।

ট্রাম্পের এই দাবির প্রতিক্রিয়ায় প্রধান বিচারপতি রবার্টস এক বিরল বিবৃতিতে বলেন, বিচারিক রায়ের বিরোধিতা করে অভিশংসনের পথ কখনোই সংবিধানসম্মত নয়। দুইশ বছর ধরে আপিল প্রক্রিয়াই এ ধরনের বিরোধের সমাধান করে এসেছে। এই মন্তব্যকে ট্রাম্পের সরাসরি সমালোচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ট্রাম্প তার পোস্টে লিখেছেন, এই বিচারক কিছুই জিতেনি! আমি একটি বিশাল জনসমর্থন নিয়ে জয়ী হয়েছি, আর অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলা ছিল আমার বিজয়ের মূল কারণ। এমন 'বিচারক'দের অভিশংসন করা উচিত!" তিনি দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার অভিবাসীদের বিতাড়ন করা তার ভোটারদের ইচ্ছা পূরণের অংশ।

বিচারকদের কাজে হস্তক্ষেপ করে অভিশংসন করার দাবি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে বলে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন ১৮শর দশকের "অ্যালিয়েন এনিমি অ্যাক্ট" ব্যবহার করে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের বিতাড়ন করতে চাইলেও এটি একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গত কয়েক সপ্তাহে ভেনেজুয়েলা থেকে আসা শতাধিক অভিবাসীকে টেক্সাস ও ফ্লোরিডা থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু বোয়াসবার্গের আদেশে এই ফ্লাইটগুলো এখন স্থগিত করা হয়েছে। আইনজীবীরা দাবি করেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন এই আইনটির অপব্যবহার করছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

ডেমোক্র্যাট নেতারা ট্রাম্পের বক্তব্যকে "বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ" বলে নিন্দা করেছেন। তবে, রিপাবলিকানদের একাংশ ট্রাম্পের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, সীমান্ত সংকট সমাধানে কঠোর পদক্ষেপ জরুরি।

মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

ডেস্ক রিপোর্ট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ড কমফোর্ট ইন স্যুইট হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সভাপতি এম নবী বাকী এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল আজম আজাদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ সেলিম, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জি আই রাসেল, সহ-সভাপতি ড. মোহাম্মদ হোসেন দিপু, সাধারণ সম্পাদক ড. জাহিদ হোসেন, মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান মিঠু, ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দীপিকা প্রলয় সমদ্দারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, তাঁর ত্যাগ ও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয় এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য মিসেস শাহানারা রহমান, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক জন শিকদার, যুবলীগের সহ-সভাপতি রাশেদ জামান, যুগ্ম সম্পাদক ইমরান আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মিশিগানে দোলযাত্রা, হোলি ও বসন্ত উৎসব পালন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের বিভিন্ন মন্দিরে গত ১৩ মার্চ তিথি মতো ও রোববার (১৬ মার্চ) (উদযাপন) দোলযাত্রা, হোলি ও বসন্ত উৎসব পালন করা হয়েছে। এতে পূজা, অঞ্জলি, আবির প্রদানসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ড করা হয়েছে।

দুর্গা মন্দির: ডেট্রয়েট সিটিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতের দ্বারা পরিচালিত মিশিগানের সবচেয়ে পুরানো ও সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে গত রোববার (১৬ মার্চ) দুপুরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আবির দেওয়া হয়। বিকেলে কীর্তন, হরির লুট, হোলি, রং খেলা হয়। এতে সব বয়সের ভক্তরা অংশ নেন।

শিব মন্দির: ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে গত ১৩ মার্চ সকালে তিথি মতো শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির দেয়া হয়। রোববার (১৬ মার্চ) আবার পূজা অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির দেওয়া হয়। কালী মন্দির: ওয়ারেন সিটির কালী মন্দিরে গত ১৩ মার্চ তিথি মতো দুপুরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির দেয়া হয়। গত ১৬ মার্চ আবার পূজা অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ’র ইফতার মাহফিল

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ’র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে রোববার (৯ মার্চ) এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় ভাব—গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই মাহফিলে সংগঠনের কর্মকর্তা সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সপরিবারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নতুন প্রজন্মের মাহি রহমান। এরপর বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের মধ্যে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, উপদেষ্টা খন্দকার আশেক শামীম, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, উপদেষ্টা সোলায়মান খান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধরণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হক, আকতারুজ্জামান।

আরও উপস্থিত ছিলেন—পি ও আব্দুল হাকিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সহ কবীর বোখারী, তৌফিকুর রহমান, আরীফ বিন আনোয়ার, কাজী খালিদ মিঠু, আব্দুর রব, শামীম মিয়া, সামিনা খন্দকার, সানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও টাঙ্গাইলবাসীদের স্বাগত জানান, সংগঠনের সভাপতি ফরিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফ শিকদার সহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা।

ইয়েমেনে আমেরিকার বিমান হামলায় ১৬ হুতি সদস্য নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইয়েমেনে হুতিদের লক্ষ্য করে পঞ্চম দিনের মতো হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই হামলায় ১৬ হুতি সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে হোদেইদাহ প্রদেশে পাঁচটি হামলা চালায় মার্কিন সামরিক বাহিনী। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স পোস্টে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টাই অভিযান পরিচালনা করছে তারা।

এদিকে, হুতি বিদ্রোহীদের চিরতরে ধ্বংস করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, মার্কিন বাহিনী ইরানপন্থী এই গোষ্ঠীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করছে।

লোহিত সাগরে ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজে হামলার দায়ে সপ্তাহের শুরু থেকে হুতিদের লক্ষ্য করে ইয়েমেনে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনাও ঘটছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

টিউশন!

বাংলাদেশি স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক

শিক্ষাগত যোগ্যতা
- এমএস ছাত্র, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- এমবিএ ইন ফাইন্যান্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- এমএস ইন ফিজিক্স, ঢাকা

দক্ষতা
- অংক ও পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে
- বাংলা ও ইংরেজিতে পারদর্শী, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে যেসব ছাত্র বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছে এবং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে

যোগাযোগ
929-281-4654

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ নং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে। 718-675-9305

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটে ১৮৮ স্টিটে ২ বেড ২ বাথ লিভিং কিচেন দ্বিতীয় তলায় ভাড়া হবে। অল বিলসহ $2500 মসজিদ, গ্রোসারি বাস নিকটে। F ট্রেনের লাষ্ট ষ্টপ। যোগাযোগ : 646-577-4553

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

রুম ম্যাট আবশ্যক

তৃতীয় তলায় একটি রুমে শেয়ার করে থাকার জন্য একজন পুরুষ সদস্যের নিকট চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন বাড়ি নং ৩৩-৩৭ ৭১স্ট্রিট মোবাইল: ৯১৪ ৪৪৭ ৭২৪৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

শুধুমাত্র একজন কর্মজিবী মহিলার জন্য জ্যামাইকায় বাংলাদেশি এলাকায় বাস ট্রেন গ্রোসারী সংলগ্ন সম্পুর্ন আলাদা একটি রুম মার্চ এর ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: (718) 820-6054

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

রুম ম্যাট আবশ্যক

একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। (মহিলা ভাড়াটে) শেয়ার বাথরুম ও কিচেন। (বেসমেন্ট) হিলসাইড এর উপরে। মান্নান শপিংমল এর পাশে। যোগাযোগ— মো: আসমান গনি, মোবাইল: ৯২৯-৬১৫-৫১১০

ন্যানি আবশ্যক

ভাল বেতনে জিক্স হিল লং আইল্যান্ডে কাজ করার জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। 917-280-7656

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ইফতার পার্টি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ মার্চ (মঙ্গলবার) উডসাইডের গুলশান টেরেসে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। ইফতারের আগে রমজানের মুসলিমদের করণীয়ের উপর বিশেষ আলোচনা এবং উম্মার শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন শাহ নেওয়াজ ও লায়ন আসেফ বারী টুটুল, আহসান হাবীব, বর্তমান সেক্রেটারি লায়ন জেএফএম রাসেল।

এছাড়াও লায়ন রানো নেওয়াজ, শাহ শহীদুল হক, আবদুর রশীদ বাবু, নূরুল আজীম, কাজী আজম, হাসান জিলানী, মাসুদ রানা তপন, এম এন হায়দার মুকুট, মশিউর রহমান মজুমদার, সরওয়ার খান বাবু, নওশাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, এস এম উদ্দিন পিন্টু, মনীর হোসেন, অনিক রাজ, এস এম আলম, মো. আকন্দ, সাইফুল ইসলাম, এ এফ এম জামান, মো. ডালিম, হোসেন সোহরোওয়ার্দী, তারেক, সিজার, বদরুদ্দোজা সাগর, তরিকুল ইসলাম মিঠু, ফুটবলার দারা আবু জোবারেয়র, প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিবসহ মূলধারা এবং কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির ইফতার মাহফিল

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ই মার্চ (রোববার) জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়াও কাজী দরবেশ মিয়াকে তার সামাজিক কাজের জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি আমির ফারুক তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলামের পরিচালনায় মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মোঃ ওয়াছি চৌধুরী, সাবেক কমিশনার কাজী দরবেশ মিয়া, শেখ আব্দুল আউয়াল, উপদেষ্টা কাজী সাব্বির আহমদ, সাবেক সভাপতি ইকবাল আনসারী, সাবেক সম্পাদক লিটন চৌধুরীসহ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জন এফ কেনেডি হত্যা

৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি প্রকাশ ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি প্রকাশ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গতকাল মঙ্গলবার এ নথিগুলো প্রকাশ করা হয়। এর আগে, বহুল আলোচিত ও রহস্যঘেরা ওই হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ নথি প্রকাশের নির্দেশ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, সত্য জানতে সবাই দশকের পর দশক অপেক্ষা করে আছেন। এর আগে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন ট্রাম্প। সে আদেশে কেনেডি ও তাঁর ভাই রবার্ট কেনেডি এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হত্যা-সংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা পেশ করতে ফেডারেল সরকারকে নির্দেশ দেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে এফবিআই জানায়, আমেরিকার ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে তারা নতুন কয়েক হাজার নথি পেয়েছে। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ডালাসে কেনেডিকে হত্যা করা হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, নতুন করে এই নথি প্রকাশ হতেই আলোচনায় উঠে এসেছেন গ্যারি আন্ডারহিল নামক এক ব্যক্তি। কে তিনি? এই গ্যারি আন্ডারহিলের মৃত্যু ঘিরে রহস্যও এই ফাইল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এসেছে আলোচনায়।

জানা যায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই গ্যারি। কেউ বলেন, গ্যারি নিজেই সিআইএ এজেন্ট ছিলেন। তথ্য বলছে, গ্যারি অভিযোগ তুলেছিলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট জে এফ কেনেডির মৃত্যুর নেপথ্যে এই এজেন্সি রয়েছে।

প্রকাশিত ফাইলে ইঙ্গিত রয়েছে, এই অভিযোগ করার পরই নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন গ্যারি। এফবিআইয়ের প্রকাশিত মেমোর রিপোর্টের অংশে বলা হয়েছে, 'হত্যাকাণ্ডের পরদিন গ্যারি আন্ডারহিল তড়িঘড়ি করে ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যান। সেদিন সন্ধ্যার দিকে তাঁকে নিউজার্সিতে এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা গিয়েছিল। তিনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন।'

নতুন নথিতে দাবি করা হচ্ছে, বন্ধু শার্লিন ফিটসিমনসকে আন্ডারহিল জানিয়েছিলেন, সিআইএর একাংশ জে এফ কেনেডিকে হত্যায় জড়িত। রিপোর্টে রয়েছে, 'তিনি গোপনে জানান, সিআইএর একটি ছোট চক্র এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল এবং তিনি তাঁর জীবন নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন এবং সম্ভবত দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে– এমন ভয় পাচ্ছিলেন।'

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের ইফতার মাহফিল

শেখ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ মার্চ (শুক্রবার) ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার গোল্ডেন প্যালেসে আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুস শহীদ, হাসান আলী, শেখ আল মামুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, মাহবুব আলম, জুনেদ চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন আহমদ সোহাগ, আবু কাউছার চিশতি ও মির্জা মামুনুর রশিদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মোঃ জালাল চৌধুরী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ আবুল কাসেম ইয়াহিয়া।

ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আবু তাহের চৌধুরী, সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, রেজা আব্দুল্লাহ, মিয়া মোঃ আছকির, কবি জুলি রহমান ও মেহের চৌধুরী। এছাড়া, অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ বশির মিয়া, মোঃ শামীম আহমদ, মোঃ শামীম মিয়া ও তানিম চৌধুরী।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস ব্রঙ্কসের প্রথম প্রতিষ্ঠিত সংগঠন এবং এটি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংগঠনের সভাপতি মোঃ সামাদ মিয়া জাকারিয়া ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, যেন কমিউনিটির মানুষ একত্রিত হয়ে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করতে পারে।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল

জলি আহমেদ

প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্টজন এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নেন। তারা বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে কমিউনিটির সেবা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, বাংলাদেশের অগ্রগতি ও প্রবাসীদের কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়া শেষে একসঙ্গে ইফতার করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আয়োজকরা জানান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং স্বার্থ সংরক্ষণ করা সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে দোয়া মাহফিলসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসলামের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্যামাইকার পরিচিতমুখ চুন্নু, নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি শামীম গফুর, সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক (বাবুল), পদ্মা ইয়োলো সোসাইটির সভাপতি হারুন খান, পদ্মা ইয়োলো সোসাইটির ক্রিড়া সম্পাদক আনারুল হক, প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক এর সভাপতি রবিউল আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি মোয়াল্লেম হোসেন, সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন পাটওয়ারী, যুগ্ম সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান রফিক, আইন বিষয়ক সম্পাদক এ. কে. এম.হক (খোকন), সমাজকল্যাণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মিয়া ফয়েজ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো:আতিক উল্লাহ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, কার্যকরী সদস্য কাজী আশিকুজ্জামান, কবির হোসেন, সোহানুর রহমান সোহান, আব্দুল মান্নান, হযরত আলী, কাউসার আহমেদ, আশরাফ ভূঁইয়া, পারভেজ, শাহ্ মো:কাশেম আলী ও আব্দুল মালেক প্রমুখ।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

চলতি বছরের মুনা কনভেনশন ৮-১০ আগস্ট

চলতি বছরের মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা কনভেনশন আগামী ৮-১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। গত কয়েক বছরের মতো এ বছরও পেনসিলভিনিয়া কনভেনশন সেন্টারে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হবে। এতে ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত ৪ মার্চ নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। এতে সভাপতিত্ব করেন মুনার ন্যাশনাল মিডিয়া বিভাগের পরিচালক আনিসুর রহমান গাজী। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মুনা কনভেনশন-২০২৫ এর কনভেনর আরমান চৌধুরী।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, মুনার ন্যাশনাল এসিটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আহমেদ আবু উবায়দা, আব্দুল্লাহ আর আরিফ, ড. রুহুল আমিন, মুনা মজলিশ এ সুরার মেম্বার এস এম মাওলানা সুজন, মুনার নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সভাপতি এমদাদ উল্লাহ, মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, মুনা সাউথ জোনের মিডিয়া পরিচালক আমিনুর রসুল জামশেদ। আব্দুল্লাহ আল আরিফের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনার ন্যাশনাল পরিচালক মাওলানা দেলোয়ার হোসেন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করে আরমান চৌধুরী।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজে) উদ্যোগে ফুড ব্যাংকের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার'-এ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ফুড ব্যাংকের আওতায় ডিম, দুধ, তাজা শাকসবজি, ফল, টিনজাত খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং উপকৃত হয়।

এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে 'কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি'। বিএএসজের এ মহতী কার্যক্রম স্থানীয় কমিউনিটির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. গিয়াস উদ্দীন পাঠান ,মনিরুজ্জামান মনির, বেলাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম, জাকির হোসেন, রওশন উদদীন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মর্গান স্ট্যানলি প্রায় ২,০০০ কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে

এইচ বি রিতা

ওয়াল স্ট্রিটের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান মর্গান স্ট্যানলি চলতি মাসের শেষে প্রায় ২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা তাদের মোট কর্মশক্তির প্রায় ২-৩ শতাংশ। এ পদক্ষেপটি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনামূলক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নেওয়া হয়েছে এবং এতে আর্থিক উপদেষ্টা কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত নন। নতুন সিইও টেড পিকের অধীনে এটি মর্গান স্ট্যানলির প্রথম বড় কর্মী ছাঁটাই এবং এটি পূর্বে পরিকল্পিত ছিল। যা বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয়।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের শেষে মর্গান স্ট্যানলির বিশ্বব্যাপী কর্মী সংখ্যা ছিল ৮০ হাজারের বেশি। সম্প্রতি, অন্যান্য বড় ব্যাংকগুলোও তাদের কর্মশক্তি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা ওয়াল স্ট্রিটের চলমান কর্মী ছাঁটাই প্রবণতার অংশ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে। ব্যাংকগুলো খরচ নিয়ন্ত্রণ ও বাজার পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে।

রয়টার্স সূত্রে জানা গেছে, গোল্ডম্যান স্যাক্স তাদের কর্মশক্তির ৩-৫ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা করছে। যা তাদের বার্ষিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নের অংশ। অন্যদিকে, ব্যাংক অফ আমেরিকা তাদের বিনিয়োগ ব্যাংকিং শাখায় ১৫০ জন জুনিয়র ব্যাংকারের পদ বাতিল করেছে। এসব পদক্ষেপ ব্যাংকগুলোর খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে।

মর্গান স্ট্যানলি-র কো-প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল সিমকোভিটজ সম্প্রতি এক সম্মেলনে জানিয়েছেন, নতুন শেয়ার ইস্যু এবং মার্জার বা অধিগ্রহণ এখন কিছুটা থেমে গেছে এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে এগুলোর কার্যক্রম আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ব্যাংকটি তার বিনিয়োগ ব্যাংকিং শাখায় উচ্চ পদে কর্মী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং খাতের মধ্যে এই ছাঁটাই প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, অর্থনৈতিক সংকট এবং অনিশ্চয়তার প্রভাব আরও স্পষ্ট হচ্ছে। তবে মর্গান স্ট্যানলি দাবি করেছে, তাদের ছাঁটাই সিদ্ধান্ত কোনো বাইরের বাজার সংকটের ফল নয়, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের উন্নতির জন্য নেওয়া হয়েছে।

ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির ‘ইফতার মাহফিল’

সুব্রত চৌধুরী, নিউ জার্সি

রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাস। এই সিয়াম সাধনার মাসে ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে ‘ইফতার মাহফিল’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রোববার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় ফ্লোরিডা এভিনিউতে অবস্থিত ‘ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটিতে’ এই ‘ইফতার মাহফিল’ অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে মুসলিম উম্মাহর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন ইসলামিক সেন্টারের হাফেজ রুহুল আমিন খান ও ইমাম শেখ তৌফিক আজিজ।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র, চতুর্থ ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান জর্জ এনিমেল ক্রোচসহ আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ইফতার মাহফিলে যোগ দেন। ইফতার মাহফিলে যেমন মূলধারার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা উপস্হিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক মহিলার অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যণীয়।

ধর্মীয় আমেজের এ ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে ‘ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটিতে’ প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজনের মিলন মেলা বসেছিল।

‘ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটি’র সভাপতি ইকবাল হোসেন ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

নির্বাচনে মুজিববাদী রাজনীতির কোনো স্থান হবে না: নাহিদ

ঢাকা অফিস

নাহিদ ইসলাম

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও নির্বাচনে মুজিববাদী রাজনীতির কোনো স্থান হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘একটি কথা বলা হচ্ছে যে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন (ইনক্লুসিভ ইলেকশন), আমি মনে করি একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার মতো, দেশের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো রাজনৈতিক দল বা পক্ষ বাংলাদেশে রয়েছে। ৫ আগস্ট যে শক্তিকে বাংলাদেশের মানুষ পরাজিত করেছে, মুজিববাদ ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে বিতাড়িত করেছে, আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও নির্বাচনে সেই মুজিববাদী রাজনীতির কোনো স্থান হবে না।’

বুধবার রাজধানীর লেডিস ক্লাবে বিএনপি আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সম্মানে বিএনপির পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এলডিপি, জাতীয় পার্টিসহ (জাফর) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

নাহিদ বলেন, ‘বাংলাদেশে এখনো ফ্যাসিবাদী শক্তি ও তার দোসররা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। আমরা যেটা বলেছি, ফ্যাসিবাদী সিস্টেমটা পাল্টাতে হবে।’

নাহিদ আরও বলেন, ‘একটি কথা বলা হচ্ছে যে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন (ইনক্লুসিভ ইলেকশন), আমি মনে করি একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার মতো, দেশের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো রাজনৈতিক দল বা পক্ষ বাংলাদেশে রয়েছে। ৫ আগস্ট যে শক্তিকে বাংলাদেশের মানুষ পরাজিত করেছে, মুজিববাদ ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে বিতাড়িত করেছে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও নির্বাচনে সেই মুজিববাদী রাজনীতির কোনো স্থান হবে না।’

সিলেট এম.সি কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএর ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

সৌহার্দ্য ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ইউএসএ ইনক-এর ইফতার মাহফিল। গত ১৫ মার্চ (রোববার) আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সংগঠনের বর্তমান ও প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি সাখাওয়াত আলী। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম রেজু। ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এবং দোয়া পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ মোঃ আকমল হোসেন খান। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, সুফিয়ান খান, ইয়ামিন রশীদ, শিরিন রশীদ, কায়ছার রশীদ, হাসান এ চৌধুরী মাসুম, নিজাম উদ্দীন, বেদারুল ইসলাম বাবলা, জামাল সুয়েজ আহমেদ, এ বি ব্যাংকের প্রাক্তন ব্যাংকার মোঃ রফিকুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

এছাড়া বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, মামুনুর রশীদ শিপু, মোঃ আমিনুল হক চুন্নু, মোঃ খায়রুল ইসলাম, মোঃ সেলিম আদমজি, মাহফুজুল বারী চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহমেদ, দিদার শাহীন এবং অন্যান্য সদস্যরা।

এক বাংলাদেশির গল্প

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি নিউইয়র্ক সিটি হলে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পান। তার কাজের দক্ষতা দেখে সুপারভাইজাররা তাকে বাজেট অ্যানালিস্ট পদে চাকরির প্রস্তাব দেন। এখান থেকেই শুরু হয় নিউইয়র্ক সিটির প্রশাসনের সঙ্গে তার দীর্ঘ সম্পর্ক।

পরবর্তীতে তিনি কিউনি (সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক) থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ধাপে ধাপে তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে থাকেন। তার ২৮ বছরের কর্মজীবনে তিনি নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানি, মাইকেল ব্লুমবার্গ, বিল ডি ব্লাসিও এবং বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে কাজ করেছেন। মেয়র অফিসের বাজেট ও প্রশাসনিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত রয়েছেন।

২০০২ সালে বাংলাদেশে গিয়ে পারিবারিকভাবে সেলিনা সুলতানার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মীর বাশার। ২০০৪ সালে তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই দম্পতির ১৮ বছর বয়সী এক কন্যা ও ১৪ বছর বয়সী এক পুত্র রয়েছে।

মীর বাশার মনে করেন, অভিবাসী জীবনে সফল হতে হলে ধৈর্য, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস অপরিহার্য। তিনি বলেন, "দেশের যুদ্ধ একরকম, আর বিদেশের যুদ্ধ আরেকরকম। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে প্রমাণের লড়াই। কিন্তু যদি লক্ষ্য স্থির থাকে এবং ইচ্ছাশক্তি অটুট থাকে, তাহলে কোনো বাধাই মানুষকে আটকে রাখতে পারে না।"

তার মতে, সফলতার জন্য শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করেন, অভিবাসীরা যদি নিজেদের শুধু অর্থ উপার্জনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে দক্ষতা ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করেন,তাহলে তারা সমাজে নিজেদের জন্য একটি সম্মানজনক জায়গা তৈরি করতে পারবেন।

মীর বাশারের এই সাফল্য শুধুমাত্র তার একার নয়, এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশিরাও বিশ্বের যেকোনো জায়গায় তাদের মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন। তার জীবন কেবল একটি গল্প নয়, এটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা।

নিউইয়র্কের ট্যাক্সি চালকদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং ট্যাক্সি চালকদের পক্ষে 'ননেবে বনাম ডস' মামলা দায়ের করা হয়, যা ২০০৩ সালের পর থেকে লাইসেন্স স্থগিতকরণের বিষয়টি কভার করে।

২০১৯ সালে ফেডারেল আপিল আদালত টিএলসি-র (ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমুজিন কমিশন) পদ্ধতিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। ২০২০ সালে মামলাটি ক্লাস অ্যাকশন (গোষ্ঠীগত মামলা) হিসেবে স্বীকৃত হয়। ২০২৩ সালে ৮,৫০০ চালক ক্ষতিপূরণের শুনানির জন্য নিবন্ধন করেন। আদালত ১০টি টেস্ট জুরি ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রতিটি চালকের পক্ষে রায় দেন।

২০২৫ সালে এসে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ১৪০ মিলিয়ন ডলার সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়।

টিএলসি গ্রেপ্তারের পর চালকদের লাইসেন্স স্থগিত করলেও তাদের সঠিক আইনি প্রক্রিয়া (ডিউ প্রসেস) প্রদান করেনি। আদালত রায় দেয়, টিএলসি লাইসেন্স স্থগিত করতে পারলেও চালকদের একটি ন্যায্য শুনানির অধিকার থাকতে হবে।

২০০৩-২০২০ সালে প্রায় ২০,০০০ চালক লাইসেন্স হারান, কিন্তু কেউই শুনানির মাধ্যমে লাইসেন্স ফেরত পাননি। অন্যদিকে, ৯০ শতাংশ অপরাধমূলক মামলা বাতিল বা হালকা শাস্তিতে শেষ হয়েছিল, এবং ৮০ শতাংশ ঘটনা চালকদের ডিউটিবিহীন অবস্থায় ঘটে।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে স্থগিত হওয়ার দিনের সংখ্যা এবং শুনানিতে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। ৮,৫০০ চালক শুনানির জন্য নিবন্ধন করেছিলেন; তারা সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ পাবেন। বাকি ১১,৫০০ চালক পাবেন তাদের তুলনায় ৩৫ শতাংশ। গত ১৫ মার্চ সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্ত হলেও আদালতের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং দাবি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য চালকদের আরও নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এনওয়াইটিডব্লিউএ এক বিজ্ঞপ্তিতে সকল ট্যাক্সি চালককে সংগঠনটির সাথে সংযোগে থাকতে বলেছে। দাবি প্রক্রিয়া শুরু হলে সদস্যদের জানানো হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ফোন:৭১৮-৭০৬-৯৮৯২, ইমেইল: Media@nytwa.org এবং অফিস ঠিকানায় (৩১-১০ ৩৭তম এভিনিউ, স্যুট ৩০০, এলআইসি, এনওয়াই ১১১০১) যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

ডিসি একুশে এলায়েন্স থেকে মহসিনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিপন্থি এবং কমিউনিটি ও বিদেশী অতিথিদের সামনে ডিসিইএর সম্মান ভুলণ্ঠিত করে। শুধু তাই নয় আমাদের নতুন প্রজন্মের নিকট আমাদেরকে হেয় করে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ‘এরপর এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিসিইএর কোঅর্ডিনেটর হিরন চৌধুরী বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সভায় তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কোঅর্ডিনেটরকে অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তার জবাব সন্তোষজনক না হলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য এরপরও কোঅর্ডিনেটর মেম্বারসীপ কমিটি ও গাইডলাইন কমিটির মতামত নেন। এরপর ডিসিইএর পূর্ণাঙ্গ কমিটির জরুরী মিটিং আহ্বান করা হয়। ওই মিটিংয়ে কেবল মেজরিটি নয় সর্বসম্মতভাবে রিমি ও তার সংগঠনকে ডিসিইএ থেকে বহিস্কারের জন্য মতামত দেওয়া হয়।’

‘এরপর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অন্যের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ ও সম্প্রতি আরেকটি একুশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে তাকে দুই বছরের জন্য ডিসিইএ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রিমিকে কোন ডিসিইএর সদস্য কোন প্রকার অনুষ্ঠানের দাওয়াত প্রদান, সহযোগিতা নেওয়া ও সহযোগিতা দিতে পারবে না। এছাড়া শর্ত থাকে যে, সে তার কৃতকর্মের জন্য লিখিত অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত হবে না- মর্মে লিখিত দিলেই কেবল সে দুই বছর পরে ডিসিইতে ফিরার জন্য আবেদন করতে পারবে। তখন এসব বিষয় বিবেচনা করে তখনকার কোঅর্ডিনেটর সিদ্ধান্ত নেবেন।’

নির্বাচন কমিশন গঠিত জালালাবাদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারে ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি তিনবারের সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান।

অন্যান্য কমিশনাররা হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও অ্যাপোলো ব্রকোরেজ প্রেসিডেন্ট ও সিইও সমশের আলী (সিলেট), জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য, কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর সাবেক সদস্য, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির উপদেষ্টা আব্দুস শহীদ (সুনামগঞ্জ), জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনকের সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্ক ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা ইনক্ (মদীনা মসজিদের) সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন (হবিগঞ্জ), জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনকের সাবেক নির্বাচন কমিশনার, দাতব্য প্রতিষ্ঠান দি অপ্টিমিস্টের ডাইরেক্টর মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার)।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী জুন মাসের জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনকের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জুন মাসের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ বা প্রার্থী হতে হলে জালালাবাদবাসীকে আগামী ২৩ এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারিত ফ্রি পরিশোধ করে সদস্য নিবন্ধনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, শামীম আহমেদ ও মোঃ জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য হুমায়ূন কবীর সোহেল, মোঃ ফজল খান ও মোঃ দেলোয়ার হোসেন মানিক।

সংখ্যালঘু সুরক্ষায় অন্তর্বর্তী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, ‘আমরা যে কোনো দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা অসহিষ্ণুতার ঘটনাকে নিন্দা জানাই এবং বাংলাদেশে সবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা আমরা স্বাগত জানিয়েছি। আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা এটাই প্রত্যাশা করি যে, এটি অব্যাহত থাকবে।’

সম্প্রতি তুলসী গ্যাবার্ড ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং দেশটিতে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদের হুমকি ‘ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও লক্ষ্য’ থেকে উৎসারিত।

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান আরও বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে আলোচনা মাত্র শুরু হয়েছে, তবে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি এখনও ‘মূল উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু।’

গ্যাবার্ডের এই মন্তব্য বাংলাদেশের সরকারের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার এই মন্তব্যকে ‘ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর’ বলে অভিহিত করে বলেছে, এটি দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘গ্যাবার্ডের এই বক্তব্য পুরো জাতিকে একপক্ষীয় ও অন্যায্যভাবে চিত্রিত করছে।’

এতে আরও বলা হয়, ‘এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইসলামের চর্চা করে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের—যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও আছে—এর সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক সংস্কার ও অন্যান্য সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।’

গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মসভা ও হোলি উৎসব

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গৌর পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে ধর্মসভা ও হোলি উৎসবঅনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল গৌর পূর্ণিমার মর্মকথা শীর্ষক আলোচনা, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ, হরিনাম সংকীর্তন, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন, হোলি খেলা ইত্যাদি।

ধর্মসভার কার্যক্রম সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলে। আটলান্টিক সিটির কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে এই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অংশ নেন।

কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার, তৃপ্তি সরকার, প্রদীপ দে, মেরি দে, গংগা সাহা, মিনু নন্দী, রানা দাশ, রেশমী বসাক, পিকলু দাশ, বিউটি দাশ, সুনীল দাশ, ধীমান পাল, লাকী চৌধুরী, শিখর, বর্ষা রানা প্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন।

ধর্মসভা শেষে সবাই হোলি উৎসবে অংশ নেন। ধর্মসভায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ধর্মসভার আয়োজকদের পক্ষে পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার ও আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মসভা ও হোলি উৎসবে অংশগ্রহণ করে তা সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways -Etihad Airways -Turkish Airlines -Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

জর্জিয়া বিএনপির নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া শাখার নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) শাহনাওয়াজ হোসেন হোসেনকে সভাপতি, এস এম রেজাউল হককে সাধারণ সম্পাদক ও সোহেল মুন্নাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে নতুন এ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন সিনিয়র উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া। কমিটিতে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষ নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সিনিয়র উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, এই কমিটি বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য কাজ করবে। দলীয় ঐক্য ও কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত এই কমিটিতে অভিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য নেতাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নতুন কমিটির সভাপতি শাহনেওয়াজ হোসেন বলেন, বিএনপির আদর্শকে আরও সুসংগঠিত করা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেগবান করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করলে দলের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

সাধারণ সম্পাদক এস এম রেজাউল হক বলেন, নতুন কমিটি বিএনপির সাংগঠনিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব এবং দলীয় কর্মসূচিকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করব।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

উবার - লিফট ড্রাইভারদের জন্য!
৩২৮ মিলিয়ন ডলারের নিউইয়র্ক স্টেট আটর্নি জেনারেলের সেটেলম্যান্ট ফান্ড (২০১৪ - ২০১৭)

** ৬০,০০০ ড্রাইভার ইতিমধ্যে তাদের অর্থ পেয়েছেন!

** আপনার টাকা দাবি করুন! **

যদি আপনি Uber-এ (২০১৪ সালের ১০ নভেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ২২ মে পর্যন্ত যেকোনো সময়) অথবা Lyft-এ (২০১৫ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত যেকোনো সময়) কাজ করে থাকেন, তাহলে ৩১ মার্চের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের $৩২৮ মিলিয়ন ডলার Uber/Lyft সমঝোতা তহবিল থেকে আপনার দাবি (ক্লেইম) জমা দিন!

Uber এবং Lyft যাত্রীদের পরিবর্তে ড্রাইভারদের বেতন থেকে অবৈধভাবে BCF সারচার্জ এবং বিক্রয় কর কেটে নিত।

৬০,০০০ এর বেশি ড্রাইভার ইতিমধ্যে তাদের অর্থ পেয়েছেন, কিন্তু ৩০,০০০ ড্রাইভারকে এখনও তাদের দাবি জমা দিতে হবে।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ দলটিকে আবেদন করতে সহায়তা করার জন্য NYTWA (নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স)-কে অনুরোধ করেছেন। NYTWA রবিবার থেকে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাদের অফিস থেকে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত সেবা দিচ্ছে।

> আপনি যদি Uber বা Lyft-এ আর কাজ না করেন, অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে চলে যান, তবুও দাবি করতে পারবেন। যদি কোনো ড্রাইভার মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে পরিবারের সদস্যরা দাবি করতে পারবেন। যেসব ড্রাইভার উভয় কোম্পানির জন্য সমঝোতা সময়ে কাজ করেছেন, তারা উভয় কোম্পানি থেকে অর্থ পাবেন।

NYTWA-ই সেই অভিযোগটি দায়ের করেছিল, যার ফলে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের তদন্ত শুরু হয়। NYTWA সাড়ে আট বছর ধরে ৩টি মামলা লড়েছে।

কোনো ড্রাইভার পিছিয়ে থাকবেন না! ৩১ মার্চের মধ্যে দাবি করুন।

বিনামূল্যে এবং গোপনীয়ভাবে তা করা হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (NYTWA)

- **সময়:** সকাল ১১টা – সন্ধ্যা ৭টা রবিবার থেকে শুক্রবার
- **ঠিকানা:** ৩১-১০ ৩৭তম এভিনিউ, এলএলসি, নিউ ইয়র্ক ১১১০১
- **ফোন:** ৭১৮-৭০৬-৯৮৯২
- **আবশ্যক:** দুইটি ফটো আইডি নিয়ে আসুন।

*** স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন, বাংলা, রুশ, ফরাসি, নেপালি, উর্দু/পাঞ্জাবি, আরবি, এবং অন্যান্য ভাষায় সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে।

*** নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস NYTWA-কে এখনও দাবি জমা না দেওয়া ড্রাইভারদের সাথে যোগাযোগ করতে নিয়োগ দিয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী, NYTWA-কে প্রদত্ত আপনার নাম বা ঠিকানার মতো ব্যক্তিগত তথ্য শুধুমাত্র পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হবে। NYTWA-র কেউই আপনার ব্যাংকিং তথ্য চাইবে না। NYTWA অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী Rust Consulting-এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আপনার তথ্য একটি নিরাপদ ডেটাবেসে সংরক্ষণ করবে। ডেটা সুরক্ষা বা গোপনীয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিঃদ্রঃ: সমস্ত তথ্য অফিসিয়াল নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশনামা অনুযায়ী প্রস্তুত। আরও তথ্যের জন্য সরাসরি NYTWA বা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে যোগাযোগ করুন।

অর্ক ভাদুড়ী আপনার জন্য ভালোবাসা

কাকন রেজা

অর্ক ভাদুড়ী লাকি আক্তারকে নিয়ে যা লিখেছেন, তার সাথে শুধু লাকি আক্তারের ব্যাপারে একমত না হতে পারলেও তার চিন্তার সাথে আমার অনেকটাই মতৈক্য রয়েছে। ঐক্যটা ওই জায়গায়। তিনি শাহবাগ থেকে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চের ফাঁসির দাবির প্রতি সমর্থন জানাননি। আমিও বলি, সেই ফাঁসিবাদ থেকেই পতিত ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি। শাহবাগের ফাঁসির দাবি এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিলো। সুতরাং এখানে ঐক্য সঙ্গত। কিন্তু অসঙ্গত হয়ে ওঠে তখনি, যখন অর্ক শাহবাগের সিম্বল লাকির পক্ষে দাঁড়ান। উনি বলেন, লাকি জুলাই রেভ্যুলেশনের পক্ষে ছিলেন। হয়তো ছিলেন। এখানে 'হয়তো' ব্যবহার করছি। কেন করছি তা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা দিচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় জেল ভেঙে বের হওয়া অপরাধীরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। আবার এরাই মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে এসে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র দিয়েই এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে, লুটতরাজ করেছে। তবে কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তার পূর্ব এবং পরের সব অপরাধ মাফ করার বিচারিক মাপকাঠি! অর্ক কি বলেন?

অর্ক, আপনি বাংলাদেশকে কতটা বোঝেন জানি না, তবে আপনাকে বলি, বাংলাদেশে সেক্যুলার দাবি করা মানুষগুলো যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নামে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে ওন করে, তারা কখনো সেক্যুলার হতে পারে না। তারাও অতিদক্ষিণপন্থী। র‍্যাডিকেল। আমাদের দেশে একটা ছেলের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিলো। ওই ভিডিওতে ছেলেটি প্রশ্ন করেছিলেন, ঐক্য পরিষদের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান রাখলেন, কিন্তু সাইনবোর্ড থেকে মুসলিম বাদ দিলেন কেন? তিন সম্প্রদায় মিলে উল্টো মুসলমানদের সংখ্যালঘু করে তুললেন কেন? খুবই সহজ এবং সরল একটা প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দেবার মতন সাহস আমাদের সোকল্ড সেক্যুলারদের নেই। লাকি আক্তাররা সেই 'সোকল্ড সেক্যুলার'। যারা বাংলাদেশে মূলত ভারতীয় বিজেপির পারপাস সার্ভ করছেন, করে যাচ্ছেন।

কীভাবে করে জানতে চাইবেন তো, বলি। আছিয়া ধর্ষণকাণ্ডে সারাদেশ বিক্ষুব্ধ। সরকারও বিক্ষুব্ধ। যার ফলেই অভিযুক্তরা দ্রুত গ্রেপ্তার হয়েছে। সরকার ধর্ষণবিরোধী আইন কঠোর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। নব্বই দিনের মধ্যে ধর্ষণকাণ্ডের বিচার নিশ্চিতের ব্যবস্থা হচ্ছে। অভিযুক্তদের ছাড়ানোর কোনো তদবির নেই। কোনো রাজনৈতিক দল অভিযুক্তদের পক্ষে নেই। পরিষ্কার কথা, কোনো তদবির নেই। বিচার প্রক্রিয়া এগুচ্ছে দ্রুত। আছিয়ার চিকিৎসা হচ্ছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। সেনাবাহিনী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাদের চিকিৎসার ধরণের কথা জানাচ্ছে এবং মানুষের কাছ থেকে আছিয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছে। তারপরেও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ঘেরাও করতে হবে কেন? যে বাসভবনে ১৪৪ ধারা জারি আছে সেখানে যেতে হবে কেন? বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান দল বিএনপি বর্তমান সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তা দ্রুত নির্বাচনের প্রশ্নে। তারাও তো এ ব্যাপারে সরকারের বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। ভাঙতে যায়নি ১৪৪ ধারা। তবে কেন লাকি আক্তারদের ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে? কেন পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়ে পুলিশ পেটাতে হবে? এতে কী অর্জন হবে?

প্রিয় অর্ক ভাদুড়ী, এই প্রশ্নগুলো একটু করে দেখুন তো, নিজের ভেতর থেকে কী উত্তর পান। পশ্চিমবঙ্গের অভয়াকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের আছিয়াকাণ্ড বা কোনো ধর্ষণকাণ্ডেরই মিল নেই। বাংলাদেশে ধর্ষণ মূলত সামাজিক অপরাধ। রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময় এসব কাণ্ডের সাথে হয়তো দলের কেউ জড়িত থাকে এবং তাদের পক্ষে পরোক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো দাঁড়ায়। এমন ঘটনা বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমে অসংখ্য। উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। প্রশ্ন করুন তো লাকি আক্তারদের তৎকালীন ভূমিকা কী? প্রশ্ন করে দেখুন, আপনার চিন্তার পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

> ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে কেউই সরকারকে দোষারোপ করছে না, পদত্যাগ চাইছে না। দোষ দিচ্ছে ভেঙে পড়া ব্যবস্থাকে। যেটা সরকার এখনো ঢেলে সাজাতে পারেনি। পারাটা সম্ভবও না। বিগত রেজিম প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে। বিচার বলতে দেশে কিছু ছিলো না। ছিলো না কোনো আইন-কানুন।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভয়াকাণ্ড দিয়ে যদি বাংলাদেশের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনকে আপনার মতন মানুষ দেখেন তবে ভুল করবেন। ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে কেউই সরকারকে দোষারোপ করছে না, পদত্যাগ চাইছে না। দোষ দিচ্ছে ভেঙে পড়া ব্যবস্থাকে। যেটা সরকার এখনো ঢেলে সাজাতে পারেনি। পারাটা সম্ভবও না। বিগত রেজিম প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে। বিচার বলতে দেশে কিছু ছিলো না। ছিলো না কোনো আইন-কানুন। যাকে ইচ্ছে ধরে জেলে ঢোকানো হতো। গুম করে দেয়া হতো। খুন করা হতো। ধর্ষণ ছিলো ডাল-ভাত। ইচ্ছে মতন শাস্তি দেয়া হতো। খালেদা জিয়ার শাস্তি তার বড় দৃষ্টান্ত। সেই দেড় দশকে নরক বানানো একটি দেশকে অর্ক আপনি কীভাবে ছয় মাসে স্বর্গে পরিণত করতে বলেন! সুতরাং দেশের মানুষ ধর্ষণের প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই কারণে যে, সরকার যেন দ্রুত ভেঙে পড়া কাঠামোটা ঠিক করার চেষ্টা করে। পুলিশকে আরো গতিশীল করার চেষ্টা করে। মানুষ সরকারকে তাগাদা দিচ্ছে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলো দিচ্ছে ভোটের তাগাদা।

অর্ক, পুলিশকে গতিশীল করার প্রশ্নে বলি। পুলিশকে লাকি আক্তাররা যেভাবে পিটিয়েছে, বিগত রেজিম হলে হাতেগোনা লাকি আক্তাররা যে কয়জন ছিলেন, তাদের একজনের হাড়-হাড্ডি আস্ত থাকতো না। যেতে হতো ডিবি হারুনের ভাতের হোটেলে। অর্ক, ডিবি হারুনের ভাতের হোটেলের কাহিনী জানেন তো, নাকি? অথচ বদলে যাওয়া পুলিশ সহ্য করেছে। যে কারণে মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা মিছিল নিয়ে বের হয়ে লাকি আক্তারের শাস্তি চেয়েছে এবং পুলিশের পক্ষে স্লোগান দিয়েছে। ভাবতে পারেন অর্ক, কয়েক দিন আগেই যে জেনারেশন জেড পুলিশের সাথে খালি হাতে লড়েছে, জীবন দিয়েছে, সেই তারাই পুলিশের পক্ষে স্লোগান ধরেছে। এখান থেকেও কি বুঝতে পারেন না, লাকি আক্তারদের জেনারেশন জেড কী চোখে দেখে? না বুঝতে পারলে কিচ্ছু করার নেই। বাংলাদেশকে বুঝতে হলে বাংলাদেশে মতন করেই দেখতে হবে অর্ক, পশ্চিমবঙ্গের চোখে নয়।

আপনি লাকি আক্তারদের রাজনৈতিক চিন্তার কথা বলেছেন, বলেছেন তাদের চিন্তার সাথে আপনার অবস্থান অনেকক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক। আপনাকে বলি, লাকি আক্তারদের মূলত নিজস্ব কোনো চিন্তাই নেই। তাদের যখন যেখানে লাগানো যায়, প্রোগ্রাম করে দেয়া যায়, সেভাবেই তারা কাজ করেন। এক অর্থে রোবটও বলতে পারেন। তাদের প্রোগ্রামাররা কোথায় থাকেন, তা আপনি আপনার আশেপাশে তাকালেই দেখতে পাবেন। লাকিরা জুলাই রেভ্যুলেশনের পক্ষে ছিলেন হয়তো। আবারও হয়তো ব্যবহার করছি। অর্ক, আপনি স্লিপার সেল সম্পর্কে তো জানেন। যারা অন্য সবার মতই কাজ করে, শুধু শেষ মুহূর্তে প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় এবং রিভার্স পজিশনে চলে যায়। তারা থাকেন যুদ্ধের সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে। যারা স্রোতের সাথে মিশে পরে স্রোতের বিপরীতে চলে যায়। লাকি আক্তাররাও তাই।

বলুন তো অর্ক, ধর্ষণকাণ্ডে সরকার মানুষের সাথে একমত। কেউ সরকারকে এ কারণে হঠাতে চাইছে না। লাকি আক্তাররা কেন চাইছেন? কেন ইউনূস সরকারের পদত্যাগ দাবি করছেন? এতে লাভটা কার? অঙ্কটা খুব কঠিন নয় অর্ক অন্তত আপনার জন্য। আপনাদের ময়ূখরঞ্জন নামক জোকারটাই বলছেন প্রতিনিয়ত, ইউনূসকে হঠাতে না পারলে কাদের যেন সমূহ বিপদ। ফাঁসিবাদ যেমন ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তেমনি লাকি আক্তারদের কাণ্ডফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পায়তারা। অন্য দেশের আধিপত্য কায়েম যার লক্ষ্য। মেসেজ আমাদের কাছে লাউড এন্ড ক্লিয়ার। একটু ভেবে দেখবেন অর্ক, আপনার কাছেও তাই হবে।

অর্ক ভাদুড়ী, আপনি সব সময় বাংলাদেশের মজলুম মানুষের পক্ষে ছিলেন, এখনো আছেন। এ জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওই যে মানুষের সাথে সর্বক্ষণ না থাকার যে ফাঁক সেটা আপনাকে বাংলাদেশের মানুষের হৃৎস্পন্দন খানিকটা বুঝতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশে থেকেও যারা বুঝতে পারছেন না, তারা ওই যে বলেছি 'রোবট'। প্রোগ্রামারদের ভাষায় কথা বলে। আপনি বাংলাদেশে আসুন, মানুষের হৃৎস্পন্দনকে পুরোপুরি বুঝুন, তাহলে দেখবেন রোবটিক ভাষায় নয়, আপনিও আমাদের ভাষাতেই কথা বলছেন। অর্ক ভাদুড়ী আপনার জন্য ভালোবাসা।

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال HALAL
FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।

- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH | Uber Eats | GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

পেন্সিলে আঁকা মুখ

জোবায়ের মিলন

হুট করে একটা রিক্সা এসে পায়ের ওপর প্রায় চড়ে গেল! আমি সরে দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই অর্পা লাফ দিয়ে নামল রিক্সা থেকে। ভাড়া মিটিয়ে, চিলের মতো ছোঁ মেরে আমার হাতটা তার হাতের তালুতে ভরে নিল। সোজা হাঁটা দিল স্বড়কদ্বীপের দিকে। না-করার অবকাশ পেলাম না।

অর্পা যখন থামল, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করার আগেই তার জেরা শুরু হলো-এতক্ষণ কোথায় ছিলাম, কেন ফোন ধরিনি, ননস্টপ প্রশ্ন। বাপরে! কোনটা রেখে কোনটার উত্তর দিব; তার চেয়ে চুপ করেই রইলাম।

আমার ভীরু চোখ অর্পার চোখের দিকে। রাগে লেদমেশিনের মতো গরগর করে সে পাল্টা রাগ দেখার আশায় হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'চেয়ে থাকিস কেন এমন ফ্যালফ্যাল করে! জানিস না তুই এভাবে চেয়ে থাকলে আমার রাগ পড়ে যায়।'

মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করলাম। সে দাপিয়ে হাঁটা শুরু করল আমার হাতটা মুক্তি না দিয়েই। বলল, 'আয়।'

'কোথায়?'

'বললাম না আয়', অর্পা বলল।

আমি সুবোধ বালকের মতো ছুটলাম তার সঙ্গে। পাবলিক লাইব্রেরির ক্যান্টিনে এসে বসলাম মুখোমুখি। একটা টেবিল চরের মতো মাঝখানে সজাগ। দুইটা কিমাপুরি, দুইটা আলুর চপ, দুইটা চিকেন সসেসঅর্ডার করল সে 'দ্রুত চাই কিন্তু', বলে। ক্যান্টিন বালক হারিস কয়েক টেবিল দূর থেকে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে আপ্পা, দ্রুতই হবে।'

আমি বসে রইলাম অপেক্ষায়, পরের ধাক্কায় কী আসছে দেখার জন্য। 'থ্যাংকস গড', বাঘিনী আর হুংকার ছাড়লনা। বেলাটা ভালোই কাটল, বলা যায়।

অপরাজেয় বাংলা, ব্যবসায় অনুষদ, পুষ্টিবিজ্ঞান ভবন হয়ে সময় গড়ালে অর্পার মনে হলো তার আজ বাসায় ফিরতে হবে একটু আগে। আমি তাকে বাসে উঠিয়ে দিলাম এই শর্ত মেনে যে, রাত আটটার মধ্যে বাসায় ফিরব, খাওয়া-দাওয়া সারব, তাকে ফোন দিব রাত দশটার পর; কোনোটির ব্যত্যয় ঘটলে কথা বন্ধ তিন দিন।

সন্ধ্যায় টিউশনি শেষ করে যথা নির্দেশ মতো বাসায় পৌঁছে ফোন করি। লাইনটা কেটে দিয়ে অর্পা ব্যাক করে। খুশির ঢেকুর গিলে ধন্যবাদ জানায় আমাকে। আমি স্বাগত বলে তার ছোবল থেকে বাঁচি। ছাত্রের বাসায় কী নাস্তা করলাম, ফিরলাম রিক্সায় না বাসে, গানের ক্লাসের আরকত দিন আছে...কথা চলতে থাকে। রাত ধাবিত হয় রাতের আরও গভীরে।

কার্তিকের পোয়াতি চাঁদ রাতের অন্ধকার ছাপিয়ে কোদালি আকাশটায় ঘুরে বেড়ায় মহাজাগতিক নিয়মে। জানালার পর্দা পেরিয়ে জ্যোৎস্নার ছাঁট পড়ে বিছানায়। কথা চলে; আমার কথা, অর্পার কথা। আমি ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকি। সাত রাজার গল্প বলি, তেরো নদীর কিচ্ছা বলি, মীরাক্কেলের মীরের আর 'হা-শো'র রনির কথা বলি, অর্পা খিলখিল করে হাসে। আমি দেখি একটা সাদা বুনো হাঁস তই-তই করে বিশাল জলাশয়ে সাঁতার কাটছে, পাখা ঝাড়ছে, ছোট ছোট ঢেউ তুলে ভাসছে। আহ কী প্রাণবন্ত সে ভাসান। মনে হয়, অনন্তকাল যদি অর্পা এভাবে আনন্দে ভেসে থাকত। আমিও এ-প্রান্ত থেকে অর্পার হাসি আগলে রাখি অনেকদূর। ও-প্রান্ত থেকে কোনো শব্দ না আসলে বুঝি, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। লাইনটা কাটি। আমিও ঘুমিয়ে পড়ি, না হয় রাতটা কেটে যায় সুনীলের নীরার সঙ্গে, জীবনানন্দের বনলতার সঙ্গে, না-হয় শঙ্খ ঘোষ অথবা কবির সুমনের 'প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই, শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই' অশেষ সুরের সঙ্গে।

বেলা একটায় ইফতেখার স্যারের ল্যাকচার শেষ করে রাকিবের টং-দোকানে আড্ডায় মশগুল প্রশান্ত, কমল, তারানা, ইভানন, রেইন, আমি। কানে আসে একটা মৃদু স্বর, 'এই মৃদুল...'- বুঝে যাই অর্পার স্বর। রাস্তার ওপার থেকে ডাকছে। তাকাতেই ইশারা করে, 'এখানে আয় জলদি।'

উল্টো ডাক দিই, 'তুই আয়।'

'না, কাজ আছে, আয়।'

অর্পা এমনই। যা করে, করেই। যা বলে, বলেই। আমরা কেউ তাকে টলাতে যাই না। আমি তো সে পথ মারাই-ই না।

অর্ধেক চা রেখে রাস্তা পার হই। তার হাতে এক ঝুড়ি ছোট ছোট বক্স। মুখটা রক্তিম। ফর্সা হাতের নীল শিরাগুলো দেখা যায়। 'চল বকুল তলায়', অর্পা বলে। 'কেন?' আমি জানতে চাই। 'আমি বলছি, তাই।'

'যা হুকুম।' বলে তার সঙ্গে পথ ধরি। আমরা পাশাপাশি।সে আমার দিকে তাকায়। আমি তার দিকে। আমরা টুংটাং করে হাঁটি।

বকুল তলায় ইটের বেদিতে পা ঝুলিয়ে বসে একে একে সব কয়টা বক্স খুলে মুখের সামনে খাবার ভরা হাত উচিয়ে বলে, 'নে ঝটপট খেয়ে নে।'

'খেয়ে নে মানে!'

'নে মানে নে। ঘুম থেকে উঠে কিছু না খেয়েই ক্লাসে এসেছিস জানি। নে, মুখে নে'-হরহর করে তার পেটের কথা ঝরতে থাকে। আমি চেয়ে থাকি তার মুখটার দিকে।

'হা কর।' হা করি।

কোনো বাধায় রক্ষা হয় না। ডিম-বন, ভুনা গোস্ত, পুডিং সব মুখে পুরতে হয়। 'না' বলা মানেই হলো লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাওয়া। তারপর বাসার কথা বলে কোনো গলিতে ঘাপটি মেরে থাকা। শত ফোনেও রিসিভ না করা। সাত দিন পর রাগ নামলে গলা চেপে ধরতে তেড়ে আসা, 'তুই রাগ করস ক্যান, না করস ক্যান, আমাকে রাগাস ক্যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

পেট ভরে গলা পর্যন্ত এলেও ওপরওয়ালার নাম নিতে নিতে গিলতে থাকি। খাওয়ার পরে ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে নিজের হাতটা মুছে আমার হাতটাও মুছে দেয় অর্পা। পাশ থেকে বকুল তলার চেনা পাগলা হারু-মামা পিটপিট করে হেসে বলে, 'মায়া গো মায়া।'

অর্পা আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। আমি লজ্জাবোধ করি। প্রকাশ করি না। এরপর ছবির হাট, মলচত্বর, তিন নেতার মাজার, পলাশীর মোড়...সারা দিন টইটই। তার কথার বাক্স খালি হয় না। যেন স্মৃতির সিন্ধুক খুলে বসা। অবশ্য অর্পা ইদানীং আগের কথা, পরের কথা, হঠাৎ হঠাৎ গুলিয়ে ফেলে সব। এক কথার মধ্যে আরেক কথা, আরেক কথার মধ্যে আরেক কথা; সে নিজেও বোঝেনা। অকারণে মন খারাপ করে, জেদ দেখায়, অভিমান কথায় কথায়। মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

আমি নিরুত্তর শুনি। মাঝে মাঝে এটা-ওটা বলি, মাঝেমাঝে বলি না, তাকিয়ে থাকি কেবল। কিছু বলতে পারি না।ভিতরের স্বচ্ছ আকাশটা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে আসে।আড়ালে চোখ মুছি, না হয় কথার বাঁক ঘুরিয়ে অন্য কথা বলি। চেষ্টা করি তার মন খুশি রাখার। কিন্তু নিজেকে তুখোর প্রতারক মনে হয়। মিথ্যুক মনে হয়। অপরাধের চিরুনি আঁচড় কেটে আহত করে অনবরত।

কী অদ্ভুত! একজন মানুষকে মিথ্যা বলে বলে আমরা সত্য থেকে দূরে রাখছি। জানার অধিকার থেকে নীরবে বঞ্চিত করছি। বলতে চেয়েও আমরা বলতে পারছি না।আমি ভাবি, একি আমার, আমাদের ভালোবাসা, আবেগ, নাকি নিজেকেই বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়ানো? বাস্তবতার যে রূঢ় রূপ আছে সে রূপ আমরা দেখতে চাই না বলেই কি আমরা লুকিয়ে ফেলি পরম সত্যভাষ্যকে? আমি কী করব, আমরা কী করব, কী করা উচিত বুঝি না?

শরতের শুভ্র মেঘের মতো গায়ের রং অর্পার। বীণার তারের মতো মুখ। সূচালো নাক, কাজলের লেশমাত্র নেই তবু কাজলটানা ভাসা চোখ, পেঁয়াজ পাতার মতো যুগলঠোঁট, খাড়া কান। কোমল। দীর্ঘ। জোড়া ভ্রু আর গালের টোল অপ্সরীর মতো আঁকা। কখনো কখনো তারচেয়েওঅধিক বলে ভ্রম করি। আমার ভালো লাগে, এইসব ভ্রম করতে, কল্পনা করতে আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে।

ছিপছিপে নদীর মতো টলটলে যার বহতা, এমন সুন্দর মানুষটি পৃথিবীতে আর এক বছরও থাকবে না! এ কি ভাবা যায়? কল্পনা করা যায় কি কোনোভাবেই তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না এই পৃথিবীর আলোতে?

ঝুপ করে আষাঢ়ীয় বৃষ্টি নামে। আমি শহীদ মিনার থেকে গণিত ভবনের দিকে ছুটতে চাইলে আমার একটা হাত টুপ করে ধরে অর্পার একটা হাত। বলে, 'চল্ আমরা বৃষ্টিতে ভিজি। ভিজবি?'

'না, এই সময়ের বৃষ্টি ভালো না। তোর শরীর খারাপ করবে।'

'কে বলছে শরীর খারাপ করবে? করবে না। করলে তোরও করবে। না-হয় দুজনেই বাসায় পড়ে থাকব দুদিন।'

মাথার ওপর বৃষ্টি ঝরতে থাকে। আমি ভিজি, অর্পা ভেজে। আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। চারদিক ঘন কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে আসে। অর্পা আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখে অদ্বিতীয়ের মতে। বৃষ্টির ধারা আরও বাড়ে। ভেতরে কাঁপন ওঠে, টের পাই অর্পাও কাঁপছে। তবু আমি ফিরবার কথা বলি না। বলি না, চল। কী লাভ বলে -এই চরাচরে।

ভেলোর থেকে অর্পাকে নিয়ে শেষবার ফিরে আসার আগে তার বাবা প্রখ্যাত সেতার বাদক অলোক রয়কে বিখ্যাত অনকোলজিস্ট ডা. জয়শ্রী মণ্ডল বলেছিলেন, 'অনেক চেষ্টা করলাম মিস্টার রয়। দুঃখিত, তেমন কিছুই করতে পারলাম না। খুব দেরি করে এসেছেন, এমন সময়ে এসেছেন, যখন কোলন-ক্যান্সারটি সব ধাপ অতিক্রম করে মেয়েটির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অলৌকিক সত্য যে, মেয়েটির যতটা দুর্বল হবার কথা ছিল ততটা সে নয়। তাই বলে নিশ্চিন্ত থাকার কিছু নেই; সময় এক বছরেরও কম। তাকে তার ইচ্ছেমত বাঁচতে দিন।'

কঠিন পেশাদার হয়েও ডা. জয়শ্রী সেদিন কথাগুলো অর্পাকে সরাসরি বলতে পারেননি। অর্পার বাবাও পারেননি; আমিও পারি না অর্পাকে বলতে, 'তুমি আছো আর মাত্র কয়েকটা মাস।'

বৃষ্টি কমে আসে। ছোট্ট একটা মেয়ে একজোড়া ফুল হাতে শহীদ মিনারের পাদদেশে কখন আমার আর অর্পার মাঝে এসে দাঁড়ায় বুঝতে পারি না। মেয়েটি মিষ্টি কণ্ঠে বলে, 'মামা, ফুল নিবেন না?'

আমি তার তুলতুলে গালদুটি ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী নামগো তোমার?'

মেয়েটি ফিক করে হসে বলে, 'আমার নাম অর্পা। ক্যান, জানেন না বুঝি! রোজই তো আপনি আমার কাছ থিকা দুইটা জারবেরা ফুল কিনেন আর নাম জিগান। নাম মনে থাকে না আপনের!'

দূর থেকে কে যেন একজন ডাক দেয়, 'মৃদুল...ফিরে আয়, শরীর খারাপ করবে।'

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পথপ্রদর্শক হোক একুশের বইমেলা

মোঃ আইনাল হক

বইমেলা সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বইয়ের প্রতি ভালোবাসাই সত্যিকারের সভ্যতার পরিচয়। বইমেলা হলো সেই ভালোবাসার মিলনক্ষেত্র।" এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আহমেদ ছফার একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, "বইমেলা শুধু বই কেনার জায়গা নয় বরং এটি একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার প্রতীক।"

একটি জাতির সমৃদ্ধির জন্য, মেধা ও মননের বিকাশের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম চর্চার বিকল্প কোথায়? জাতি বড় হয় কিসে? জাতি বড় হয় জ্ঞান, নৈতিকতা, ঐক্য, পরিশ্রম এবং আত্মমর্যাদার মাধ্যমে। বইমেলা একটি জাতির ঐতিহ্যকে প্রমোট করে। একবিংশ শতাব্দীর পরিক্রমায় আধুনিকতার নামে ডিভাইস প্রবণতা একটু একটু করে আমাদের এক অজানা জগতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭কোটি। যার ৯৮ শতাংশ পরিবারে কমপক্ষে একটি মোবাইল ফোন আছে। স্মার্টফোন ব্যবহারের হার আরও উল্লেখযোগ্য; দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ডিভাইসের উপকারী দিক বিবেচনা করে হলেও বলতে চাই এর অপকারী দিকই বেশি। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের উঠতি তরুণদের মাঝে এর অপব্যবহার এতোটাই মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে যে রাস্তাঘাট, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজে চোখ রাখলে গভীর আতঙ্কে শঙ্কিত হতে হয়। অথচ গত শতাব্দীর দিকে তাকালে দেখা যায় শিক্ষিত সমাজ বিনোদন বলতে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সাইন্স ফিকশান, ধর্মতত্ত্ব, ভ্রমণ কাহিনীর বইকে বুঝতেন। বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমারে বই হাতে অবসর কাটানোর দৃশ্য মনকে প্রশমিত করে; প্রশান্তির বার্তায় ভরিয়ে দেয়। সে সব দিন এখন সোনালী অতীত।

যে কোনো দেশে বইকে পাঠকের হাতে তুলে দিতে মূল ভূমিকা পালন করে বইমেলা। বইমেলা পাঠক ও লেখকের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুক্তচিন্তার খোলা ময়দান হিসেবে বইমেলা যে কত বড় অবদান রাখে তা অনুধাবন করতে হবে।

আর জীবন দর্শনের মূর্ত প্রতীক হিসেবে মানুষের জ্ঞান গরিমাকে সমৃদ্ধ করতে বইয়ের বিকল্প কোথায়? কিন্তু অতি পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে জ্ঞানের প্রতীক বইকে আমাদের মেজর প্রায়োরিটি দিতে ব্যর্থ হচ্ছি; তা একাডেমি হোক কিংবা নন একাডেমিক। ফলশ্রুতিতে জনগণের উপর বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে; যা ব্যক্তিগত, মানসিক ও সামাজিক জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নিয়মিত বিদ্যাচর্চার অভাবে ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় কুফল দেখা দেয়। যেমন- জ্ঞান ও চিন্তা ধারার সীমাবদ্ধতা, মনন ও সৃজনশীলতার অভাব, ভাষাজ্ঞান ও যোগাযোগ দক্ষতার হ্রাস, একাগ্রতা ও মনোযোগ বিঘ্ন, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বই পড়া না হলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

বই-ই পারে একজন মানুষকে যথার্থ জ্ঞানী হিসাবে তৈরি করতে আর জ্ঞান মানুষকে সবসময় সমৃদ্ধ করে। বইমেলায় নানান ধরনের বই পাঠের মাধ্যমে পাঠকের সৃজনশীল চিন্তা ও কল্পনাশক্তি উন্নত হয়, যা গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের পথ সুগম করে। এই মিলনক্ষেত্রে লেখক, পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান হয় যা বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষে সহায়ক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; শুধু ঢাকা, পাবনা কিংবা চট্রগ্রাম নয়, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে আলোকিত মানুষ গড়তে প্রতিটি বিভাগীয় শহর এমনকি সম্ভব হলে জেলা শহরে একমাস ব্যাপি বইমেলার আয়োজন করুন। গণবুদ্ধিজীবী আহমেদ ছফার সাথে তাল মিলিয়ে একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার প্রতীক বইমেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এই আহবান রেখে শেষ করছি।

সঞ্জি রাম, দীপক খাজুরিয়া-হিট্টুদের মনে রাখতেই হয়

এইচ বি রিতা

দিনটা শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবেই। দুপুরের ঝকঝকা রোদের আলোয় খেলছিল আট বছরের আসিফা বানু। চারণরত ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করছিল। পাহাড়ের পাখিরা ডেকে বলেছিল, 'আজকের দিনটা অন্য রকম হবে!' সত্যিই, দিনটা অন্য রকমই হলো— বনের ধার ঘেঁষে লুকিয়ে ছিল শয়তানের দল, তাদের হাতে ছিল ক্ষমতা আর নিষ্ঠুরতার লাইসেন্স। তারপর সব হারিয়ে গেল। বিকেলে ঘোড়াগুলো ফিরে এলেও ফিরে আসেনি আসিফা বানু।

সপ্তাহ ভর মন্দিরে আটকে থাকা শিশুটির সরু যোনিপথে চলল বর্বরতা! অপহরণ, গণধর্ষণ ও হত্যার পরিকল্পনাকারী সঞ্জি রাম, দীপক খাজুরিয়া-সমর্থন ও গণধর্ষণে চার পুলিশ; প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা; অবশেষে ধর্ষকের মুক্তি দাবিতে কট্টর ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো।

অন্য এক ভোরবেলা, আরেকটি গ্রামে আট বছরের ঘুমন্ত আছিয়া হারিয়ে গেল বর্বরতার শেষ সীমানায়। হিট্টু শেখ-কাঁপিয়ে দিল শিশুটির শরীর, দেশ বিদেশ জুড়ে প্রতিবাদ-কবিদের কলমে ক্ষোভ; ফাঁসি চাই ফাঁসি। অতিপ্রগতিশীলরা যুক্তির দেয়াল ডিঙিয়ে জন্ম দিল মানবতার নতুন সংজ্ঞা; ধর্ষকেরও বাঁচার অধিকার আছে।

একজনের শরীর পড়েছিল হাসপাতালের শীতল বেডে, জীবনসায়াহ্নে মেশিনের দয়া নিয়ে; অন্যজনের ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে। একটিকে মেশিনও বাঁচাতে পারেনি, অন্যজনের আর্তচিৎকার পাহাড়ের বাতাসে হারিয়ে গিয়েছিল।

কেবল আট বছর বয়স, সারা দুনিয়ার প্রতি কৌতূহল আর আনন্দে ভরা তাদের চোখ; দানবদের রাষ্ট্রে শিশুরা তো কেবল শিকার—ধর্ষণ তাদের জন্য বিলাসিতা।

বিচার এলো, দানবদের জন্য, শিকারের জন্য নয়। মানুষ আমরা- নাম স্মরণ করি। মোমবাতি জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ শোক পালন করি। তারপর সিরিয়ালের পরবর্তী এপিসোড দেখতে বসে থাকি।

আসিয়া বানু আর আছিফাদের গল্প কেউ ভুলে যায়না। শুধু

কিন্তু কেউ মনে রাখেনা, কেন তারা হারিয়ে যায়।

ক বি তা র এ ক পা তা

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। বাঙালি প্রাণ দিয়ে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবাসে! অহংকার করে মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে। মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গের মহিমার স্মারক হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে আজ সারা বিশ্বজুড়ে! মার্চ সংখ্যায় কবিতার একপাতা জুড়ে কবিরা বুকের রক্ত দিয়ে লিখে গেছেন বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও বিজয়কে । চোখের জলে আগুন জ্বেলে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন ব্যথাদীর্ণ সময়কে, যে সময় আট বছরের শিশুকন্যা আছিয়ার নরম তুলতুলে ছোট্ট পবিত্র শরীরকে চরম অসম্মান করে বড় অসময়ে জীবনের ওপারে ছুঁড়ে দিয়েছে। আমরা ওই কীটস্য কীট মানুষরূপী হায়েনাদের চরমতম শাস্তির দাবী করছি।

কবিদেরকে বুক ভরা ভালোবাসা। আপনাদের জন্য সকল শুভ প্রত্যাশা এবং কবিতাগুলি পড়ার বিনীত আমন্ত্রণ। **ফারুক ফয়সল**

ইঙ্গিত

শামীম আজাদ

সড়ক চিহ্নিত হয় কিলোমিটারে
বৃক্ষ তার পুষ্প ও ফলে
নদী তার জলে আর মানুষ
চিহ্নিত হয় ব্যতিক্রমী আচারে।

শহর ও নগর পরিচিত হয়
তার নায়ক ও কুতুবদের কর্মে
এক দেশ হতে অন্য দেশের ছায়া ভিন্ন হয়
সে দেশের মানবিকতার ধর্মে।

জাতীয় অবস্থান সুউচ্চ হয়
সে জাতির ভাষা, শিল্প ও সংগীতে
এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের সম্প্রীতির ইঙ্গিতে।

ওঁরা আসে সরবে, নীরবে নয়

হোসাইন কবির

বৃক্ষলতায় সবুজ পাতায়
জেগে আছি জেগে থাকি
শুনি ওঁদেরই আসবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি
ওঁরা আসে সরবে, নীরবে নয়

ওঁরা আসে সত্য...সুন্দরের রূপে প্রতিরূপে
ওঁরা বাজায় বাঁশি পাতার সানাই
বায়ান্ন...একাত্তরের রক্তগঙ্গায়...সমগ্র মানচিত্রে
প্রত্যয় ও প্রত্যাশার নদী-মাঠ-প্রান্তরে

ওঁরা আছে ওঁরা থাকবে অনন্তকাল
ওঁরা আছে নক্ষত্র-আলোয় আকাশের অসীমে
বৃক্ষলতায় সবুজ ও লালে—
পাতার মর্মরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে

একুশ অস্তি বিস্মরণের কালে

তুষার গায়েন

এই ঘুম এই জাগরণ এই মুহুর্মুহু পতন উদ্ভাসন
এই স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলাচলে মুমূর্ষু জাতির প্রাণহরণে
বারংবার ফিরে আসে উদ্যত ধর্ম-কোতোয়াল !
আমি কে? তুমি কে?-- আর কত যুগ ধরে নাড়ীছেঁড়া
গর্ভমোচনের যন্ত্রণায় কাঁদবে জননী বাংলার?
দুগ্ধ প্রস্রবণ তার অক্ষরের সাদা খৈগুলো
পরম মমতায় ছেড়ে দেয়া শিশুর অধরে --
যেভাবে মাতাপক্ষী বন-বনান্তর থেকে আহৃত খাদ্যকণা
টুপটাপ ফেলে দেয় ক্ষুধা-কম্পিত ছানাদের মুখে;
একবার তাদের ডানার জোরে উড়ে যাবার সামর্থ্য হলে
আর কি ভোলে রসদ জোগাতে ক্ষুধা তাড়নার?

আমাদের বেঁচে থাকা যে-সজ্ঞায়, ভাষা যোগাযোগের
অস্তিত্ববাচকতায়--তাকে ভুলিয়ে দিতে ভিনদেশী শাসকের চাপ
একুশের প্রহরে রক্ত ঝরেছিল রাজপথে, অব্যর্থ গুলির নিশানায়
মাথাগুলো উচ্চকিত হয়েছিল আমাদের অঙ্গীকারে
আর কখনও নত না-হওয়ার !

আমরা কি বিস্মৃত আজ মায়ের মুখনিঃসৃত অক্ষরের আস্বাদ পাবার
যখন ভিনদেশী শাসকের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত ইতিহাস বিস্মৃত
আত্মঘাতী প্রজন্মের শাখা-প্রশাখায়?

এসো, আছিয়াদের বাঁচাই

শামস চৌধুরী রুশো

কতটুকু আঁধার হলে অন্ধকার বলবে?

নিকষ কালো রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার করুণ সুর
অনবরত মাথায় আঘাত করতে থাকলেও
যদি তোমার ঘুম না ভাঙে -
বর্বরতার নিষ্ঠুর থাবায় - যন্ত্রণায় ছটফট করা
কচি শিশুর দেহটা নীরব নিথর হয়ে পড়ে থাকলেও
যদি তুমি বেমালুম ঘুমাতে পারো - বিকট বেঘোর ঘুম!
তবে তুমি অন্ধকারে আছো।

না, আমরা কোনো অন্ধকার চাই না
তোমরা কি আছিয়ার কান্না শুনতে পাওনা - ?
নিঃশব্দ নিনাদ - !
তোমরা কেউ আছিয়ার মা, কেউ বাবা, কেউ ভাই, কেউ
বোন
গর্জে ওঠো, গর্জে ওঠো সবাই
এসো বাঁচাই, আছিয়াদের বাঁচাই।

বাংলাদেশের টান

শিবলী মোকতাদির

ঘোষিত ঘৃণায় ঘোরো, ঘুরে ঘুরে ঘরহীনা, রূপ ধরে জোনাকির
অভিসার রোগে কিছুটা খেয়ে বাকিটা তোমার অনাহারী চালাকি
অন্ধকার —প্রতিটি শিশুর রাত্রিতে ভয়ে ভরা, ফলে পরো মাদুলি
আবেদিত আপনারে শরীরে জাগাও, রেখে চোখ মধ্যমা অঙ্গুলি।

এ-যুগে যুগান্তকারী উচিত বৃত্তে ঘোরো আর দ্যাখো গ্রহনক্ষত্রাদির
কত আভা, শোভা-গতি আর স্থিতি ধনুকান্তে বিফলে যে-তির
ছুটে যায়, আসে ফিরে আজগুবি, এ-দৃশ্যের নিকটে ঝকমারি
সেই মূর্ধামণ্ডলে ডুমুরের ডালে ডাকে ডাকিনী, ঝিঞ্ঝী ব্যস্ত কুমারী।

সহবতহীনা খুলে রাখো ক্ষুদ্র নৌকাখানি অহেতুক সকল প্রহরে
কী দিয়ে সাঁতরাই, শুষ্ক নদীতে ছাই, যাই কূলে ভুলে দুগ্ধবিকারে
হায় রে ষড়যন্ত্র! তনুর কণিকা কথা লিখেছি শ্রাব্য আর বাক্যান্তে
তুমি তর্কে তমাল ভেসে চলা তস্কর, মনোলোভা তার কথা জানতে

জ্ঞানহীন দরিদ্র বিদেশের গর্বিত সব প্রচারে দেখেছি প্রদর্শিত পাহাড়ে
গড়ে তোলা দুর্গে আমার তোমাকে মেরেছি আমন্ত্রণ আধুনিক ঝঙ্কারে
তবু তুমি আসো নাই, করেছ বাতেলা অয়থাই, তাই শেষ দীক্ষান্তে
সাহসী দেশের নির্বাহী জলে করিতে স্নান ডাকিতেছি উক্ত উদ্ভ্রান্তে।

রোজনামচা

শাহানা আকতার মহুয়া

বন্ধ্যা নদীজলে আটকে গেছে
দিশাহীন বিপন্ন ভেলা।
ধর্মান্ধতার মতো অন্ধ এক অ্যানাকোন্ডার
লেজের ধাক্কায় উপড়ে পড়েছে
অজর বোধিবৃক্ষ, কবোষ্ণ
বিকেলের সূর্যটা।

অজস্র অন্ধকার ছাড়া
কোথাও আর কিছু নেই যেন
কেবল দিশেহারা ভেলা ঘিরে
অস্থির ব্যাঙেদের গান।

এমত স্থবিরতায় মেডুসারা
যথারীতি সহিংস এবং সক্রিয় –
জিঘাংসার লকলকে জিহ্বায়
টেনে নেয় জীবনের মধু,
ব-দ্বীপের সকল নিষ্ঠা।

বশীভূত দর্শকেরা পলকহীন দেখে।
না, তাদের কোন হেলদোল নেই।
শরীর নড়ে না বটে
কেবল অভ্যস্ত করতলে
রক্তপলাশ ফোটে
বিপুল করতালির চোটে।

ছায়াপ্রেম

আদিত্য শাহীন

তিরতিরে কেঁপে ওঠে রূপসী দুপুর
এই বুঝি খুলে পড়ে গোপনীয় সাধ
মেঝেতে হাঁটছে দেখ অচেনা শামুক
ঢেকে রাখো তার চোখ বুকে দিয়ে বাঁধ

পহেলা বয়স ওগো খেলে গেছে ঢেউ
নলীন রসের ক্ষীর, আমি ভয়ে জড়ো
সুচতুর মাছি এক ফেলেছি ঘাটে
চকচকে খেয়াজালে মাছগুলো বড়

বুকের অনেক নীচে জ্বলে আছে নাকি
লোবান-কাঠিরা, পেয়ে যাই ঘ্রাণ তার
আদি ঘ্রাণ হারাবো না এই যেন পথ
নিজেকে পাবার যত, তত হারাবার।

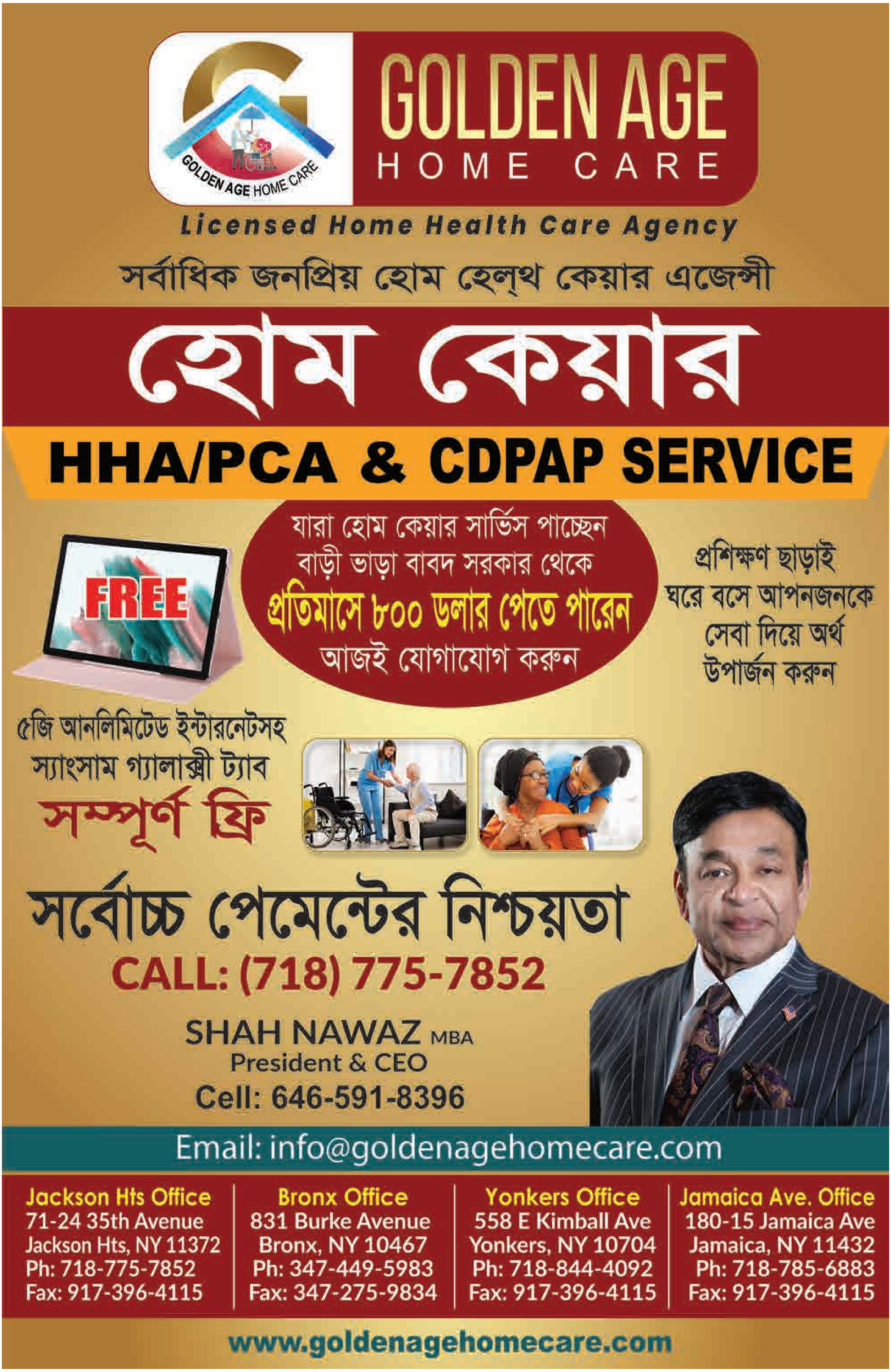
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE
2022
LAW FIRM
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
20 March 2025, Thursday, Issue 418

বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ ২০২৫, ৬ চৈত্র ১৪৩১, ২০ রমজান ১৪৪৬

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস। ছবি: সংগৃহীত

১৪০ মিলিয়ন ডলারের সমঝোতা

নিউইয়র্কের ট্যাক্সি চালকদের আরেকটি বিজয়

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স (এনওয়াইটিডব্লিউএ) এবং ট্যাক্সি চালকদের দীর্ঘ সংগ্রামের পর আরেকটি বিজয় এসেছে। নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলায় ১৪০ মিলিয়ন ডলারের একটি সমঝোতা চুক্তি অর্জিত হয়েছে। সমঝোতায় পাওয়া এই অর্থ প্রদান হবে ২০০৩ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গ্রেপ্তারের পর লাইসেন্স বাতিল হওয়া ট্যাক্সি চালকদের।

২০০৬ সালে এনওয়াইটিডব্লিউএ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

সংখ্যালঘু সুরক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর স্টেট ডিপার্টমেন্ট গতকাল বুধবার জানিয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটিকে তারা স্বাগত জানায়। এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যার অল্প সময় আগেই ভারত সফরের সময় মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ডিসি একুশে এলায়েন্স থেকে মহসিনা রিমিকে বহিষ্কার

ভার্জিনিয়া

গণমাধ্যমকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিসি একুশে এলায়েন্স।

উত্তর আমেরিকা অফিস

উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও সংগঠন বিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার দায়ে ডিসি একুশে এলায়েন্স (ডিএমভির ২৯টি সংগঠন নিয়ে গঠিত) থেকে মহসিনা রিমিকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গণমাধ্যমকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিসি একুশে এলায়েন্স।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া ও ম্যারিল্যান্ডে প্রতি বছর ২৫-৩০টি সংগঠন নিয়ে একুশের অনুষ্ঠান করে থাকে ডিসি একুশে এলায়েন্স। এবারও ২৯টি সংগঠন নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল গত ২২ ফেব্রুয়ারি ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনের কেনমোর মিডল স্কুলে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে এমবাসির অতিথি বক্তব্য প্রদানকালে ডিসিইএর সদস্য মহসিনা জান্নাত রিমি (আমরা নারী) কিছু লোক নিয়ে অনুষ্ঠানে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, যদিও অনুষ্ঠানের সিকিউরিটি এসে তাদের অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেয় এবং এমবাসির অতিথি তার বক্তব্য শেষ করেন এবং মঞ্চে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।'

'তার এ ধরনের আচরণ সংগঠন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

নির্বাচন কমিশন গঠিত জালালাবাদ এসোসিয়েশনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ১৩ মার্চ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে সংগঠনের মাসিক সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত হন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনকের সাবেক সহ সভাপতি,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সাফল্যগাঁথা

মীর বাশার: নিউইয়র্ক সিটির প্রশাসনে এক বাংলাদেশির গল্প

আরিফুর রহমান

নিউইয়র্ক—একটি বৈচিত্র্যময় শহর, যেখানে সারা বিশ্বের নানা দেশের মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে আসেন। এই শহরকে বলা হয় অভিবাসীদের রাজধানী, কারণ এখানে প্রতিটি অলিগলিতে মিশে আছে হাজারো সংগ্রামের গল্প। এই শহরের প্রশাসনেও এখন বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, যা এক সময় কল্পনাতীত ছিল। এরকমই এক সফল বাংলাদেশি হচ্ছেন মীর বাশার, যিনি নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার জীবন কেবল নিজের জন্য নয়, বরং হাজারো বাংলাদেশি অভিবাসীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলায় এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মীর বাশার। তার বাবা মীর আব্দুল লতিফ ছিলেন হবিগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন কমিশনার এবং মা রোকেয়া বানু ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ ছিল। হবিগঞ্জের বৃন্দাবন সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেন তিনি। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি স্বপ্ন দেখতেন দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার।

নব্বইয়ের দশকে তার বাবা OP1 লটারি জেতার মাধ্যমে স্বপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে তখন তার বড় এক ভাই ও এক বোন বাংলাদেশে থেকে যান, যারা পরে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

নতুন দেশে এসে মীর বাশার এবং তার পরিবারের জন্য জীবন ছিল এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তার মা, যিনি বাংলাদেশে জেলা শিক্ষা অফিসার ছিলেন, তাকে এখানে প্রথম দিকে ছোটখাটো কাজ করতে হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তিনি নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মীর বাশারও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে থাকেন। তিনি ডেলি, ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন, পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যান।

পরিশ্রমের ফাঁকে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন ছাড়েননি। এসোসিয়েট ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর ১৯৯৭ সালে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com